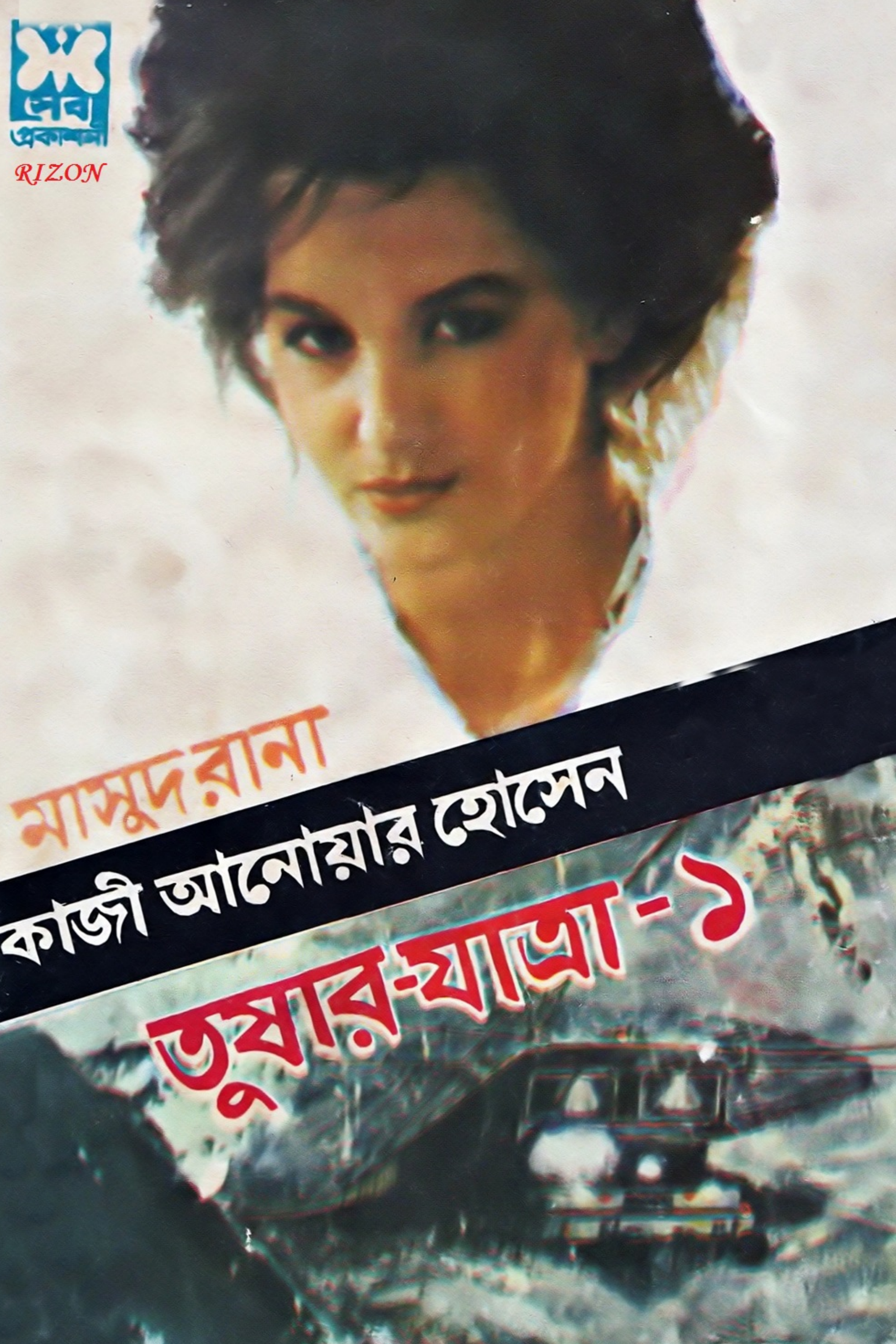

সেবা প্রকাশনী
RIZON
মাসুদ রানা
কাজী আনোয়ার হোসেন
তুষার-যাত্রা - ১

সেবা
প্রকাশনী

মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় * ভারত-নাট্যম * স্বর্ণমৃগ
দুঃসাহসিক * মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা * দুর্গম দুর্গ
শত্রু ভয়ঙ্কর * সাগর-সঙ্গম-১, ২ * রানা ! সাবধান !!
বিস্মরণ * রত্নদ্বীপ * নীল আতঙ্ক-১, ২
কায়রো * মৃত্যু-প্রহর * গুপ্তচক্র
মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র * রাত্রি অন্ধকার * জাল
অটল সিংহাসন * মৃত্যুর ঠিকানা * ক্ষ্যাপা নর্তক
শয়তানের দূত * এখনো ষড়যন্ত্র ! * প্রমাণ কই ?
বিপদজনক-১, ২ * রক্তের রঙ-১, ২ * অদৃশ্য শত্রু
পিশাচ দ্বীপ * বিদেশী গুপ্তচর-১, ২ * ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২
গুপ্তহত্যা * তিনশত্রু * অকস্মাৎ সীমান্ত-১, ২
সতর্ক শয়তান * নীলছবি-১, ২ * প্রবেশ নিষেধ-১, ২
পাগল বৈজ্ঞানিক * এসপিওনাজ-১, ২ * লাল পাহাড়
হৃৎকম্পন * প্রতিহিংসা-১, ২ * হংকং সম্রাট-১, ২
কুউউ ! * বিদায় রানা-১, ২, ৩ * প্রতিদ্বন্দ্বী- , ২
আক্রমণ-১, ২ * গ্রাস-১-২ * স্বর্ণতরী-১, ২
পপি * জিপসি-১ ২ * আমিই রানা-১, ২
সেই উ-সেন-১, ২ * হ্যালো সোহানা-১, ২ * হাইজ্যাক-১, ২
আই লাভ ইউ, ম্যান-১, ২, ৩ * সাগর কন্যা-১, ২
পালাবে কোথায়-১, ২ * টার্গেট নাইন-১, ২ * বিষ নিঃশ্বাস-১ ২,
প্রেতাত্মা-১, ২ * বন্দী গগল * জিম্মি

সেবা
প্রকাশনী

তুষার যাত্রা-১

কাজী আনোয়ার হোসেন

দুই খণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চোপন্যাস

সিরিজের অন্যান্য বই পড়া না থাকলেও ক্ষতি নেই

প্রকাশক :

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেগুনবাগান প্রকাশনী

১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৮১

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শাহাদত চৌধুরী

রচনা : বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

মুদ্রণে :

রুহুল আমিন

পলাশ মুদ্রণ

২৪, মোহিনীমোহন দাস লেন,

ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১

যোগাযোগের ঠিকানা :

সেগুনবাগান প্রকাশনী

১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

দূরালাপনী : ৪০৫৩৩২

জি পি ও বক্স নং ৮৫০

TUSHAR JATRA-1

By Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
একা।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।

আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সাথে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডীবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
এক টানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য প্রতীকী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

দেব
প্রকাশনী

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক।
জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সাথে
এর কোনও সম্পর্ক নেই।

॥ লেখক ॥

এক

বাজ্‌ল। সুইজারল্যাণ্ড। তেসরা ডিসেম্বর।

হাড়-কাঁপানো শীতের একটা দিন। প্রাচীন সুইস নগরীর রাস্তায় রাস্তায় তুষারের পাহাড় জমে উঠেছে।

বাজ্‌ল হপ্টবাহানহফ (রেলওয়ে স্টেশন)। এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম। নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা স্লিপিং কার। পিতলের ডেসটিনেশন প্লে-টের ওপর রূপালি হরফগুলো ঝকঝক করছে—মস্কো-মিন্সক-ব্রেস্ট-ওয়ারস-বার্লিন-ফ্র্যাঙ্কফুর্ট-হাইডেলবার্গ-বাজ্‌ল।

প্রতি হপ্তায় মস্কো থেকে রওনা হয় এই স্লিপিং কার। বিভিন্ন ট্রে-নের লেজ ধরে পৌঁছায় পশ্চিম ইউরোপের মাঝখানে। এ-হপ্তার কার-টা মস্কো থেকে রওনা হয়েছে পয়লা তারিখে। ঘটনাচক্রে ওই পয়লা তারিখেই মার্শাল লিওনিদ সুখনভ আয়োজিত ব্যাপক সামরিক তৎপর-তা পর্যালোচনা করার জন্যে বৈঠকে বসে সোভিয়েট পলিটব্যুরো।

বাজ্‌ল হপ্টবাহানহফে স্লিপিং কারটা পৌঁছায় ন'টা বিশে। এখন ন'টা পঁয়তাল্লিশ। আরোহীদের পিছু পিছু নেমে গেছে স্টাফরাও, নির্জন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে খালি কার।

প্ল্যাটফর্মের বাইরে ছোটো একটা রেস্তোরাঁ। রেস্তোরাঁর সামনে,

প্ল্যাটফর্মে ঢোকার মুখে, রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন ও-ভারকোট পরা লোক। একজন তালগাছের মতো লম্বা, আরেক জন ফুটবলের মতো গোল। ভুলেও একবার স্লিপিং কারের দিকে তাকাচ্ছে না কেউ।

'ধ্যেৎ!' ফিসফিস করে জার্মান ভাষায় বলল ফুটবল। 'অ্যাকশন না থাকলে ভাল্লাগে না!'

'এটাই তো আমাদের পেশা,' নিচু গলায় জবাব দিল তালগাছ, 'ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা।'

রেস্তোরাঁর ভেতর, দরজার কাছে টেবিল দখল করে বসে আছে এক ইংরেজ মেয়ে। অর্ডার দেবার সময়ই বিল মিটিয়ে দিয়েছে সে, কফির কাপে চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। মেয়েটার নাম সেরে-না মার্সল্যাণ্ড। মেয়ে, কাজেই সবার চোখই একবার করে পড়েছে তার ওপর। কিন্তু ওই একবারই, দ্বিতীয়বার কেউ আর ভুলেও তাকায় নি সেরেনার দিকে। তার কারণ, শুধু দেখতে কুৎসিত নয়, সেরেনার পা থেকে মাথা পর্যন্ত যা কিছু আছে সবই কেমন নোংরা আর সস্তাদরের। পানিতে ভিজে ফেঁপে ওঠা হ্যাট পরে আছে সে, গায়ে কাদামাখা আর তালিমারা ওভারকোট, জুতো জোড়ার ডগা ক্ষয়ে ভোঁতা হয়ে গেছে। মুখটা ঢাকা পড়ে আছে শিঙের তৈরি এক জোড়া চশমায়, ঘষা খাওয়া কাঁচ দুটো অস্বচ্ছ। পায়ের কাছে একটা চামড়ার স্যুটকেস রয়েছে, তোবড়ানো।

ছোটো ছোটো চুমুক দিয়ে কফি খাচ্ছিল, কাঁটায় কাঁটায় দশটা বাজতেই তোবড়ানো স্যুটকেস হাতে উঠে দাঁড়াল সেরেনা। কারো দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে, তালগাছ আর ফুটবলের পাশ ঘেঁষে চলে এলো প্ল্যাটফর্মে। একদিকের কাঁধ ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে,

স্যুটকেসটা যেন অসম্ভব ভারি। তালগাছের পাঁজরে কনুই দিয়ে খোঁচা মারল ফুটবল, সেরেনার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'সুন্দরী, না ছুছুন্দরী! ওয়াক-থু!'

'আমরা মেয়েমানুষ দেখতে আসি নি,' গম্ভীর গলায় বলল তালগাছ। বিচলিত হতে শুরু করেছে লোকটা। বাজ্‌ল-ভিয়েনা এক্সপ্রেস ট্র্যান্স আলপাইন এবং অন্যান্য ট্রেনের আরোহীরা ভিড় জমাতে শুরু করেছে প্ল্যাটফর্মে। স্লিপিং কারের ওপর চোখ রাখতে অসুবিধে হচ্ছে দেখে ধীর পায়ে এগোল তারা, প্ল্যাটফর্মে ঢুকে সিগারেট ধরাবার ছুতোয় আবার এক জায়গায় দাঁড়াল। ওদিকে অস্থির ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে সেরেনাও, বিমূঢ় দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে সে।

ঠিক ওই সময়, স্টুয়ার্ডের সাদা পোশাক পরা একজন মাঝারী সাইজের লোক শেষ প্রান্তের প্রবেশ পথ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। হন হন করে সোজা রাশিয়া থেকে আসা স্লিপিং কারের দিকে এগোল সে। আচরণে কোনও জড়তা নেই, যেন এখানে উদয় হবার অধিকার এবং উদ্দেশ্য দুটোই তার আছে। লাফ দিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে স্লিপিং কারে চড়ল সে। ভিড়ের আড়াল থেকেও ঘটনাটা পরিষ্কার দেখতে পেল তালগাছ।

'স্টুয়ার্ডের পোশাক পরা একজন লোক,' বলল তালগাছ, 'এইমাত্র স্লিপিং কারে চড়ল।' কথাটা কানে যেতেই ভিড় ঠেলে সামনে এগোল ফুটবল। খপ্‌ করে তার কব্জি ধরে ফেলল তালগাছ। 'উঁহু, এখুনি নয়। বেরিয়ে আসতে দাও ওকে।' গা থেকে ওভারকোট খুলে ভাঁজ করে ঝুলিয়ে রাখল বাঁ হাতের ওপর।

ওদিকে স্লিপিং কারে চড়ে তিন নম্বর কম্পার্টমেণ্টের দিকে দ্রুত এগোল স্টুয়ার্ড। জানে, যে-কোনো মুহূর্তে সুইস রেল গার্ড এসে

পড়তে পারে। তিন নম্বর কম্পার্টমেন্টে ঢুকে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজাটা। লম্বা পা ফেলে এগিয়ে দাঁড়াল ওয়াশ বেসিনের সামনে। ঢাকনি খুলে আবর্জনা ফেলার পাইপে ডান হাতটা কনুই পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিল সে। পাইপের গায়ের সাথে ওয়াটারপ্রুফ টেপ দিয়ে আটকানো রয়েছে ক্যাসেটটা। টেনে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করল, পারল না। ভুরু কুঁচকে উঠল স্টুয়ার্ডের। এর আগের ক্যাসেটগুলোর বেলায় এ-ধরনের অসুবিধে দেখা দেয়নি। বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে বুক ভরে শ্বাস নিল সে, ক্যাসেটের চারদিকে আঙুল পেঁচিয়ে আরো জোরে টান দিল এবার। হাতের মুঠোয় চলে এলো ক্যাসেট। পাইপের ভেতর থেকে হাতটা বের করে আনল সে। ক্যাসেটটা পকেটে ভরে দরজার দিকে পা বাড়াল।

ইতিমধ্যে ভিড় আরো বেড়েছে প্ল্যাটফর্মে। স্লিপিং কার থেকে নেমে এসে হন হন করে মেইন হলরুমের দিকে এগোল স্টুয়ার্ড। তাকে দেখতে পেয়েছে তালগাছ আর ফুটবল। কনুই আর কাঁধের গুঁতো দিয়ে ভিড় সরিয়ে সামনে এগোল তারা।

প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এখনও দিশেহারার মতো এদিক ওদিক তাকাচ্ছে সেরেনা। স্টুয়ার্ডের সাথে ধাক্কা খেল সে। ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হবেই. কাজেই কেউ কারো দিকে তাকাল না। মেইন হলরুমের দরজার কাছে পৌঁছে গেল স্টুয়ার্ড। তালগাছ আর ফুটবলও ঠিক তার পিছনে চলে এসেছে।

ট্রেন ছাড়ার সময় হয়েছে, প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল প্ল্যাটফর্ম। মেইন হলরুম আগেই খালি হয়ে গেছে। ভেতরে ঢুকে সরাসরি না তাকিয়েও স্টুয়ার্ড বুঝল, হলরুমে আর একজন মাত্র লোক রয়েছে। একটা পিলারের গায়ে হেলান দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে সে।

তালগাছ আর ফুটবলও দেখতে পেল ইংলিশ পোশাক পরা লোক-টাকে। কিন্তু গ্রাহ্য করার প্রয়োজন বোধ করল না। দাড়ি কামানো প্রকাণ্ড মুখ লোকটার, দু'চোখে শিশুর সরলতা, ঠোঁটের ওপর লম্বা আর ঘন গোঁফ। গভীর মনোযোগের সাথে খবরের কাগজ পড়ছে। একটা নাইন এম-এম ল্যুগার পিস্তল চলে এলো তালগাছের হাতে। ভাঁজ করা ওভারকোটের আড়ালে রয়েছে বলে আশপাশ থেকে দেখার উপায় নেই। পিস্তলের নলটা স্টুয়ার্ডের শিরদাঁড়ায় ঠেকাল সে।

'না থামলেই গুলি হবে!' নিচু গলায় বলল সে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল স্টুয়ার্ড। 'গুড। এবার···ওই কোণের দিকে হাঁটো···। এই তো, লক্ষ্মী ছেলে!'

ডান দিকের কোণে বেরিয়ে যাবার দরজা। দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই লোকটা, একবারও মুখ তুলে তাকায়নি, চোখ দুটো খবরের কাগজের ওপর আটকে গেছে যেন। তার দিকে একটা চোখ রেখে স্টুয়ার্ডকে বলল তালগাছ, 'এই ওভারকোটটা পরে নাও, জলদি!' ল্যুগারটা পকেটে ভরে রাখল সে।

চৌকাঠের ওপর আবার দাঁড়াল স্টুয়ার্ড। কাঁধের ওপর পড়ল ভারি ওভারকোট। কোনো প্রতিবাদ না করে পরে নিল সেটা।

'বাইরে বেরিয়ে ফুটপাতের ধারে একটা মার্সিডিজ দেখতে পাবে,' বলল তালগাছ। 'কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা এগিয়ে উঠে বসবে ওটার ব্যাক সীটে।'

স্টুয়ার্ডকে সামনে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো তালগাছ আর ফুট-বল। ঝির ঝির তুষার পড়ছে। রাস্তা একেবারে ফাঁকা। মার্সিডিজের কয়েক গজ সামনে শুধু দাঁড়িয়ে আছে একটা লণ্ড্রি ভ্যান।

মার্সিডিজে চড়েই স্টুয়ার্ডকে সার্চ করল ফুটবল। সীটের ওপর ঘুরে

বসল সে। স্টীয়ারিং হুইলের পিছনে বসা তালগাছকে বলল, 'আরে, কিছুই তো নেই। শালার পকেট থেকে শুধু এগুলো পেলাম!' মুঠো খুলে কয়েক টুকরো ওয়াটারপ্রুফ টেপ দেখাল সে।

'আবার সার্চ করো!' খেঁকিয়ে উঠল তালগাছ। 'তাড়াতাড়ি! এক্সপ্রেস ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে, সে খেয়াল আছে?' পকেট থেকে আবার তার হাতে চলে এসেছে ল্যুগার পিস্তলটা। একটা উলেন স্কার্ফ দিয়ে মুড়ে নিল সেটা, খানিকটা হলেও যাতে চাপা পড়ে গুলির আওয়াজ—স্টুয়ার্ডকে এখুনি গুলি করতে যাচ্ছে সে। পিছনের সীটের নিচে পড়ে রয়েছে একটা মোটা কম্বল, ওটা দিয়ে ঢেকে রাখলে লাশটা আবিষ্কার হতে সময় লাগবে। জার্মানীর মেইনহেম থেকে ভাড়া করা হয়েছে গাড়িটা, ওখানেই প্রথম খবর নেবে সুইস পুলিশ, ততোক্ষণে ট্র্যান্স আলপাইন এক্সপ্রেস ধরে ভিয়েনায়, ধরাছোঁয়ার বাইরে পৌঁছে যাবে ওরা।

স্টেশন হলরূম। চোখের সামনে থেকে খবরের কাগজটা নামিয়ে দরজার দিকে তাকাল কর্ণেল রেজনিক। শিশুর সরলতা মাখা চেহারায় উদ্বেগের ক্ষীণ একটু ছায়া ফুটে উঠেছে। খবরের কাগজটা ভাঁজ করে ধীর পায়ে এগোল সে দরজার দিকে। দরজার কাছাকাছি পৌঁছে সামান্য একটু দিক বদল করল, ভাঁজ করা কাগজটা দিয়ে ট্রাউজারের পায়ায় আস্তে আস্তে বাড়ি দিচ্ছে। দরজার পাশ ঘেঁষে এগোল সে।

লণ্ড্রি ভ্যানের ড্রাইভার রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রেখে অপেক্ষা করছিল, কর্ণেল রেজনিকের সিগন্যাল দেখে সহকারীকে কি যেন বলল সে, তারপর ধবধবে সাদা একটা তোয়ালে হাতে নিয়ে ভ্যান থেকে রাস্তায় নেমে পড়ল। ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে এগোল মার্সিডিজের দিকে। নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করল সহকারী।

মার্সিডিজের জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ড্রাইভার। ঝুঁকে পড়ে জার্মান ভাষায় বলল, 'এদিকে তাকাও!'

পিছন দিকে তাকিয়ে ছিল তালগাছ, ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল সে। দেখল, সাদা তোয়ালের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে রিভলভারের কালো নল। বোকার মতো তাকিয়ে থাকল সে, এই ফাঁকে জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে তার কোল থেকে উলেন স্কার্ফ মোড়া ল্যুগার পিস্তলটা তুলে নিল ড্রাইভার। আরেক পাশের জানালার দিকে তাকিয়ে ফুটবলও আ-রেকটা সাদা তোয়ালে মোড়া রিভলভারের নল দেখতে পেল। সাদা জ্যাকেট পরা স্টুয়ার্ড এরই মধ্যে ফুটবলের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে তার পিস্তল।

'কোনোরকম বেয়াদবি নয়,' গম্ভীর গলায় বলল ড্রাইভার। 'ভালো-মানুষের মতো বেরিয়ে এসে ভ্যানের পিছনে চড়ো।'

হলরুমের ভেতর থেকে কর্ণেল রেজনিক দেখল ড্রাইভার আর তার সহকারী তালগাছ আর ফুটবলকে নিয়ে ভ্যানের পিছনে চড়ল। সবার পিছনে রয়েছে স্টুয়ার্ড, এগিয়ে গিয়ে ভ্যানের ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল সে। স্টার্ট নিল ভ্যান। ছুটতে শুরু করল। এতোক্ষণে হলরুম থেকে প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এলো কর্ণেল রেজনিক। রিস্টওয়াচ দেখল সে। দশ-টা বেজে আট মিনিট। ট্র্যান্স আলপাইন এক্সপ্রেস ছাড়তে আর মাত্র দু'মিনিট বাকি। মাঝখানে কোথাও না থেমে সোজা জুরিখে যাবে ট্রেনটা। প্ল্যাটফর্ম ধরে ছুটল রেজনিক।

ভ্যান ছুটতে শুরু করতেই ড্রাইভার আর তার সহকারীর মনোযোগ কাড়ার জন্যে তালগাছ তার চেহারায় অবাক বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে তুলে জানতে চাইল, 'স্লিপিং কার থেকে কি আনতে গিয়েছিল ও? সার্চ ক-রে তো কিছুই পেলাম না আমরা…' কথা শেষ করেনি, ওভারঅল পরা

সহকারীর তলপেট লক্ষ্য করে ভাঁজ করা হাঁটু চালাল সে।

লাফ দিয়ে সরে গেল সহকারী, রিভলভার ধরা হাতটা ধনুকের মতো অর্ধবৃত্ত তৈরি করে তালগাছের মাথার ওপর এসে নামল, প্রচণ্ড বেগে। খুলি ফেটে ভেতরে সেঁধিয়ে গেল রিভলভারের বাট, বেরিয়ে এলো হলুদ মগজ মেখে। 'কি বোকা, তাই না?' ফুটবলের চোখে চোখ রেখে বলল সহকারী। বোবা দৃষ্টি মেলে তালগাছের দিকে তাকিয়ে আছে ফুটবল, এই সময় তার মাথায় রিভলভারের বাট দিয়ে আঘাত করল ড্রাইভার। ব্যথা অনুভব করার আগেই মারা গেল ফুটবল।

বাজ্‌ল-ভিয়েনা এক্সপ্রেস ট্র্যান্স আলপাইনের ফার্স্ট ক্লাস কারে চড়ল সেরেনা মার্সল্যাণ্ড। করিডোর ফাঁকা দেখে একটা ল্যাভাটরিতে ঢুকল সে। তালিমারা ওভারকোট, ছেঁড়া জুতো, তোবড়ানো হ্যাট সব খুলে ফেলল। স্যুটকেসের ভেতর থেকে বের করল সুদৃশ্য একটা ব্যাগ। সেই ব্যাগ থেকে একে একে বের হলো ফার কোট, হ্যাণ্ড ব্যাগ, চকচকে জুতো। পরচুলা খুলে স্যুটকেসে ভরে রাখল সে। অস্বচ্ছ কাচের চশমাটাও অদৃশ্য হলো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মেকআপ নিতে শুরু করল সে। লেদার স্যুটকেসের বহিরাবরণসহ পরচুলা, ওভারকোট, স্টুয়ার্ডের কাছ থেকে পাওয়া ক্যাসেট, ইত্যাদি সুদৃশ্য ব্যাগের ভেতর ভরে আবার করিডোরে বেরিয়ে এলো সেরেনা। একটু আগের সেরেনাকে এখন আর চেনার যো নেই। দশটা বাজতে আট মিনিট বাকি থাকতে নিজের কমপার্টমেন্টে ঢুকল সে। নম্বর লাগানো সীটে বসে ফার কোটটা খুলে রাখলো, পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছাড়ার সময় লক্ষ্য করল, জানালার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কর্ণেল রেজনিক। ভুরু জোড়া একটু কুঁচকে উঠল তার।

স্মোকিং কম্পার্টমেন্টে বসে সিগারেট ফঁুকছে কর্ণেল রেজনিক। সেরেনার মতো, তার কাছেও রয়েছে রিটার্ণ টিকেট, যদিও দু'জনের কেউই ফিরে আসছে না বাজলে। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের বিশেষ উপদেশ অনুসারে রিটার্ণ টিকেট কিনেছে ওরা। এতে করে শত্রুর মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করার একটা সুযোগ রাখা হয়।

যথাসময়, অর্থাৎ এগারোটা বারো মিনিটে জুরিখ হপ্টবাহানহফে পৌঁছুল এক্সপ্রেস। প্লাটফর্মে নেমে কারো দিকে তাকাল না সেরেনা, টিকেট ব্যারিয়ার পেরিয়ে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে চলে এলো। স্ট্যাণ্ডের প্রথম ট্যাক্সিতে চড়ল সে। পিছনের দরজা বন্ধ করে নিজের সীটে ফিরে এলো ড্রাইভার।

'জুরিখ এয়ারপোর্ট,' বলল সেরেনা। 'এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে, জলদি'

স্টেশনের বাইরে একটা ঝকঝকে সিট্রন দাঁড়িয়ে আছে। পকেট থেকে চাবি বের করে সেটার দরজা খুলল কর্ণেল রেজনিক। ড্রাইভিং সীটটা গরম হয়ে রয়েছে এখনও, তার মানে এই মাত্র এখানে রেখে যাওয়া হয়েছে গাড়িটা। স্টার্ট দিল কর্ণেল। সিট্রনও ছুটে চলল জুরিখ এয়ারপোর্টের দিকে।

ট্যাক্সির রিয়ার ভিউ মিররে চোখ পড়ে রয়েছে সেরেনার। পিছনে সিট্রনটাকে দেখতে পেয়ে স্বস্তির পরশ অনুভব করল সে।

স্পীড বাড়িয়ে ট্যাক্সির ঠিক পিছনে চলে এলো কর্ণেল রেজনিক। তার দায়িত্ব সেরেনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বহাল তবিয়তে জুরিখ এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেয়া। এক বছর হয়ে গেল, এর মধ্যে নিরা-

পত্তা সংক্রান্ত কোনো সমস্যা দেখা দেয় নি। আজ হঠাৎ করে ব্যাপার-টা ঘটল। ভাগ্যিস আগে থেকেই ব্যাক আপ টিমের ব্যবস্থা করা ছিল, তা না হলে গোটা ব্যাপারটা কেঁচে যেতো।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে সেরেনার পিছু পিছু রিসেপশনে ঢুকল রেজ-নিক। একটা বুকস্টলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল বেন নেলসন-কে। স্বস্তি বোধ করল সে। তার দায়িত্ব এখানেই শেষ। সমস্ত দায়িত্ব এখন বেন নেলসনের।

বুকস্টলে দাঁড়িয়ে বই-পত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছে বেন। সেরেনার দিকে সরাসরি না তাকিয়েও টের পেল নিজের ফ্লাইট বুক করছে সেরেনা, তার স্যুটকেসটা কনভেয়র বেল্টে চাপাল রিসেপশনিস্ট—রানওয়েতে দাঁড়া-নো প্লেনে চলে যাবে ওটা। রিস্টওয়াচ দেখল সে। এগারোটা সাঁই-ত্রিশ। টাইট শিডিউল, তু'এক মিনিট অপচয় হলে সব গণ্ডগোল হয়ে যাবে। প্রশংসা করতে হয় সেরেনার, এবারও সে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে পৌঁচেছে।

নিজের টিকেট আগেই বুক করে রেখেছে বেন। বুকস্টল থেকে সরে যাবে, এমন সময় টের পেল ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রেজনিক। চে-হারা দেখে কিছু বোঝা গেল না, কিন্তু মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল বেন। কড়া নির্দেশ দেয়া আছে, মারাত্মক কোনো প্রয়োজন দেখা না দিলে কাছে ঘেঁষা চলবে না। লাউড স্পীকার ঘরঘর করে উঠল।

সুইস এয়ার ফ্লাইট এক শো ষোলোর আরোহীদেরকে শেষ বারের মতো টারমাকে যেতে বলা হলো। মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল বেন।

হ্যারল্ড রবিন্সের একটা উপন্যাস র‍্যাক থেকে টেনে নিয়ে উল্টে পা-ল্টে দেখছে রেজনিক। বইটা বন্ধ করে ম্যাগাজিনের স্তূপের ওপর রেখে দিল সে। পকেট থেকে ওয়ালেট বের করতে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট

করছে। বেনও একই উপন্যাসের আরেকটা কপি নামাল র‍্যাক থেকে। দ্রুত উল্টেপাল্টে দেখে নিয়ে সেটা নামিয়ে রাখল রেজনিকের বইটার পাশেই। সেলস গার্লকে ডেকে দাম চুকিয়ে দিল সে। রেজনিক তার বইয়ের দাম আগেই মিটিয়ে দিয়েছে। সেলসগার্ল আরেকজন খরিদ্দারের কাছে চলে যেতে রেজনিকের বইটা তুলে নিল বেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে ডিপারচার গেটের দিকে ছুটল সে। ওই গেট দিয়ে বেরিয়ে আগেই প্লেনে গিয়ে চড়েছে সেরেনা।

সুইস ডিসি-টেন। ফার্স্ট ক্লাস সেকশনে বসেছে সেরেনা। তার এক সীট পিছনে, পাশের সারিতে বসল বেন।

রানওয়ে ধরে ছুটছে প্লেন। আরোহীদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল বেন। সন্দেহজনক বলে মনে হলো না কাউকে। বইটা খুলে পাঠে মন দিল সে। দু'মিনিট পর সীট ছেড়ে উঠে পড়ল, সোজা গিয়ে ঢুকল ল্যাভাটরিতে। কর্ণেলের মেসেজটা পড়া দরকার।

এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের বাইরে সিট্রনের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কর্ণেল রেজনিক। ডিসি-টেন টেক-অফ না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ও। একটা সিগারেট ধরিয়ে আকাশের দিকে তাকাল আবার। তুষারপাত থেমেছে, কিন্তু আকাশ নেমে এসেছে একেবারে মাথার কাছে। ঘন কালো ছুটন্ত মেঘের মিছিল চলেছে তো চলেছেই। আবহাওয়াবিদরা এরই মধ্যে বলতে শুরু করেছে, এবারে রেকর্ড পরিমাণ তুষারপাত ঘটবে। কেউ কেউ বলছে, এবারের শীত হবে ভয়াবহ। গোটা ইউরোপকে নাকি অচল করে দেবে। তারপরই আসবে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, এবং খরা।

কালো মেঘের গায়ে রূপালি ঘুড়ির মত দেখাল ডিসি-টেনকে। একটু পরই মেঘের গা ফুঁড়ে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

মন্ট্রিল, কানাডার উদ্দেশে ছুটে চলেছে ডিসি-টেন।

দুই

তেসরা ডিসেম্বর।

মন্ট্রিল। বাটন রুজ ভবনের এগারো তলা। স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে তিনটে। করিডোর ধরে হাঁটছে সেরেনা। পিছনে বেন। রজার্স করপোরেশন লেখা একটা প্লেটের সামনে দাঁড়াল সে। একটু ইতস্তত: করে খুলল দরজাটা। ভেতরে বসে রয়েছে রিসেপশনিস্ট, মুখ তুলে তাকাল। সেরেনাকে দেখে একটু অবাক হলো।

আবার সেই কালো পরচুলা। এয়ারপোর্ট থেকে একটা ভাড়াটে গাড়িতে তুলে নিয়েছিল ওকে বেন, গাড়িতে বসেই ছদ্মবেশ বদল করেছে সে। আবার শিঙের তৈরি চশমা পরে কুৎসিত রূপ ধারণ করেছে সেরেনা। প্রতিমাসে রিসেপশনিস্ট বদল করা হয়, কাজেই ওদেরকে চিনতে পারল না লোকটা। 'মিঃ রজার্স আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন,' বলল সেরেনা। 'মিসেস পার্কার আর উইলিয়াম রিভারটন।'

ইন্টারকমে কথা বলল রিসেপশনিস্ট। ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল চেয়ারম্যান লেখা একটা দরজা। বেনকে পিছনে নিয়ে চেম্বারে ঢুকল সেরেনা। মস্ত একটা ডেস্কের সামনে বসে আছেন খর্বকায় এক ভদ্রলোক। ইনিই কানাডার প্রখ্যাত ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট উইলিয়াম রজার্স। ওদেরকে দেখে মৃদু একটু হাসলেন তিনি। রিভলভিং চেয়ার ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠলেন। পকেট থেকে চাবি বের করে এগিয়ে গেলেন বন্ধ একটা দরজার দিকে। নিজের হাতে দরজার তালা খুলে দিয়ে ধীর পায়ে ফিরে এসে

আবার নিজের চেয়ারে বসলেন সত্তর বছরের বৃদ্ধ উইলিয়াম রজার্স।

যুবা বয়সে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই উইলিয়াম রজার্সই ছিলেন পশ্চিম গোলার্ধের সবচেয়ে দক্ষ কাউন্টার এসপিওনাজ সংগঠনের পরিচালক। এই শেষ বয়সেও তাঁর চেহারায় জ্বলজ্বল করছে প্রখর ব্যক্তিত্ব, দুই চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, ভাবলেশহীন মুখে প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির ছাপ।

নিঃশব্দে এগোল ওরা। সদ্য খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল বেন।

মাঝারী আকারের কামরা এটা। কোনো জানালা নেই। ওভারহেড ফ্লুরোসেন্ট টিউবের সাদা আলোয় ঝলমল করছে ঘরটা। এক দিকের দেয়ালে অনেকগুলো ঘড়ি। এক একটা ঘড়ি এক এক দেশের সময় নির্দেশ করছে। জুরিখ টাইম, বুখারেস্ট টাইম, মস্কো টাইম—ইত্যাদি। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হলেও, ঘরটা উষ্ণ।

'বসো। ক্লান্ত, তাই না? সব ঠিকঠাক মতো ঘটেছে তো? কফি?' ঠোঁট থেকে কালো রঙের প্রকাণ্ড এক চুরুট নামিয়ে রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিলেন নুমার (ন্যাশন্যাশ আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সী) ডিরেক্টর জর্জ হ্যামিলটন।

প্রায় ষাট বছর বয়স, কিন্তু প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর দুর্ধর্ষ কাউবয়ের মতো চেহারা জর্জ হ্যামিলটনের। ঝাড়া ছয় ফিট লম্বা, ক্লিনশেভড, দু'চোখে ক্ষুরধার বুদ্ধির ঝিলিক, চলাফেরার ঋজু ভঙ্গিতে গম্ভীর থমথমে একটা ব্যক্তিত্ব। নুমা একটা আধা-সরকারী সংস্থা, শুরু থেকেই তিনি এই সংস্থার চীফ ডিরেক্টর। সবাই জানে, সিসমোলজিক্যাল এক্সপেরিমেণ্ট আর ওশেনোগ্রাফী নিয়ে গবেষণা করে নুমা। কিন্তু নুমা যে আসলে গোপনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করে যাচ্ছে তা কেউ জানে না, কারো

জানার কথাও নয়। এই সংস্থার সমস্ত তৎপরতা সতর্কতার সাথে গোপন রাখা হয়, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন একমাত্র প্রেসিডেন্টকেই শুধু এই সংস্থার কাজকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে থাকেন। পারস্পরিক শ্রদ্ধা-বোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত গভীর বন্ধুত্ব রয়েছে দু'জনের মধ্যে।

'ধন্যবাদ, স্যার,' বলল সেরেনা। চশমা, পরচুলা ইত্যাদি খুলে ফেলল সে। ডেস্কের সামনে একটা হাতলহীন চেয়ারে বসল। ফ্লাস্ক থেকে তিনটে কাপে কফি ঢাললেন জর্জ হ্যামিলটন। নিজের কাপটা কাছে টেনে নিল সেরেনা।

সেরেনার হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে ক্যাসেট বের করে কামরার আরেকপ্রান্তে চলে গেছে বেন। রেকর্ড প্লেয়ারে ভরল সেটা। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে ভুরু জোড়া একটু কুঁচকে উঠল অ্যাডমিরালের।

শান্তভাবে জানতে চাইলেন তিনি, 'এতো ব্যস্ততার কি আছে?'

'বাজ্‌লে গোলমাল হয়েছে,' বলল বেন। 'কে জানে, আংকেলের ওপর হয়ত সন্দেহ হয়েছে কে-জি-বি-র। ডেডরিক ক্যাসেটটা সেরে-নার হাতে দেবার পর দু'জন রাশান পিস্তল দেখিয়ে তাকে একটা মার্সিডিজে নিয়ে গিয়ে তোলে।'

ঝট্‌ করে ঘাড় ফেরাল সেরেনা। 'আমাকে জানাওনি কেন!'

'প্রয়োজন হয় নি,' সংক্ষেপে উত্তর দিল বেন। তাকাল অ্যাডমিরা-লের দিকে। নিভে যাওয়া চুরুটে আবার আগুন ধরাচ্ছেন তিনি। 'কর্ণেল রেজনিক চমৎকার দেখিয়েছে! ঘটনাটা ঘটতে দেখে সে তার ব্যাক আপ টিমকে সিগন্যাল দেয়, তারাই উদ্ধার করে ডেডরিককে।'

'রাশান দু'জন?'

'জানিনা,' গম্ভীর স্বরে বলল বেন। 'কে জানে, রাইন নদীর তলায় হয়ত মাছের খোরাক হয়ে গেছে।' রিপোর্টটা শেষ করল সে।

চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল সেরেনার, কিন্তু সে দিকে অ্যাডমিরাল বা বেন কেউই মনোযোগ দিল না। 'আমাদের রাশান বন্ধু আংকেল কি কি বলেন শোনা যাক, কেমন ?' বলল বেন। রেকর্ডারের বোতামে চাপ দিল সে।

ক্যাসেটের স্পুলটা ঘুরতে শুরু করতেই কামরার ভেতর নেমে এলো জমাট নিস্তব্ধতা। পরিষ্কার ইংরেজিতে কথা বলছে পরিচিত কণ্ঠস্বর। পরিচিত, কিন্তু অস্ফুট, চাপা গলা—সন্দেহ নেই, আংকেল তার নিজের কণ্ঠস্বর গোপন করতে চান। চার হাজার মাইলেরও বেশি দূরে, সেই মস্কোয় রেকর্ড করা হয়েছে কথাগুলো। আংকেল কে, তা এদের কারো জানা নেই, কিন্তু তিনি যে সোভিয়েট পলিটব্যুরোর একজন সিনিয়র সদস্য হবেন, সে-ব্যাপারে এদের কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই।

গভীর ধ্যানমগ্নতা নিয়ে আংকেলের কথা শুনছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। হাতে ধরা চুরুটের কথা ভুলে গেছেন, নিভে গেছে আবার সেটা। স্পুলটা থেমে যেতেও একচুল নড়লেন না তিনি। কামরার ভেতর তীব্র উত্তেজনা, কিন্তু কথা নেই কারো মুখে। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে সেরেনার। একই অবস্থা বেনের, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। এর আগে যত মেসেজ পাঠিয়েছেন আংকেল, এটার তুলনায় সেগুলোর তাৎপর্য সামান্য। আজকের মেসেজে ভয়ংকর একটা বিপদের আভাস রয়েছে।

অবশেষে ধীরে ধীরে রেকর্ডার থেকে ক্যাসেটটা বের করে নিল বেন। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল অ্যাডমিরালের দিকে। 'তাহলে, স্যার ?' নিচু গলায় জানতে চাইল সে, 'আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ ?'

'প্রথম প্লেন ধরে ওয়াশিংটনে চলে যাও,' অবিচলিত কণ্ঠে বললেন অ্যাডমিরাল। 'তুমি যে যাচ্ছ সে-খবর আমি জানিয়ে দিচ্ছি রাইডার-কে···।' দেরাজ খুলে কাগজ বের করলেন তিনি, ফ্লাইট টাইম চেক করে স্থানীয় সময় দেখার জন্যে তাকালেন ডেস্ক-ক্লকের দিকে। উঠে দাঁড়ালেন দ্রুত। 'এখনও সময় আছে···তুমি যদি তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে পারো··· দরজার দিকে এগোলেন তিনি।

'আমি রওনা হয়ে গেছি···'

দরজা খুলে দিলেন অ্যাডমিরাল, ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল বেন। চোখাচোখি হতে গম্ভীর ভাবে শুধু মাথাটা নাড়লেন কানাডীয় শিল্প-পতি উইলিয়াম রজার্স। ষাট সেকেণ্ড পর নিজের ভাড়া করা গাড়িতে গিয়ে উঠে বসল বেন। এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেখল, ওয়াশিংটনের পর-বর্তী ফ্লাইট টেক-অফ করতে আর মাত্র ছ'মিনিট বাকি।

প্লেনে চড়ে বসতে না বসতেই ঘুমে জড়িয়ে এলো বেনের ছ'চোখ। এয়ারহোস্টেসের কাছ থেকে পানি চেয়ে নিয়ে একটা ঘুম তাড়াবার ট্যাবলেট খেল সে। পকেটে আংকেলের ক্যাসেট নিয়ে ঘুমানো চলে না। রাইডারের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে সে।

রাইডার—মার্কিন প্রেসিডেন্টের ছদ্মনাম।

ওয়াশিংটন। ডালেস এয়ারপোর্ট।

অ্যারাইভাল লাউঞ্জে অপেক্ষা করছেন দীর্ঘদেহী একজন আমেরিকান। পরনে ভিকুনা কোট, চোখে গাঢ় রঙের চশমা, হাতে স্যুটকেস। অ্যারাইভাল বোর্ডের দিকে তাকালেন তিনি। মন্ট্রিল ফ্লাইট এইমাত্র এসে পৌঁচেছে। খানিক পরই আরোহীরা হলে ঢুকতে শুরু করলো। ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন জেমস হুক। সন্ধ্য ফ্লাইট

থেকে নামা আরোহীদের সাথে বেরিয়ে এলেন বাইরে। আর সবাই যখন এয়ারপোর্ট বাসে চড়ছে, একটু সরে গিয়ে ফুটপাতের কিনারায় দাঁড়ালেন তিনি। বাসটা চলে গেল। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন তিনি। চেহারায় বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠতে শুরু করেছে। দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক, নিজের গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করছেন ভদ্রলোক।

দশ মিনিট পর একটা নীল ক্যাডিলাক এসে থামল তাঁর সামনে। শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন জেমস হুক, শোফারের পোশাক পরা একজন লোক নিচে নামল, খুলে দিল পিছনের দরজা। ধন্যবাদ না দিয়ে গাড়িতে উঠলেন হুক। শোফার তার সীটে ফিরে এলো।

'গাড়ি ছাড়ো!' কঠিন সুরে বললেন হুক। 'তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে চাই আমি।' পকেট থেকে একটা পত্রিকা বের করে তাতে মনোনিবেশ করলেন তিনি।

পথে কোনো কথা হলো না। হোয়াইট হাউসে পৌঁছুল গাড়ি। সিক্রেট সার্ভিসের লোকজনকে যার যার পাস দেখাল ওরা। দুটোতেই স্বয়ং প্রেসিডেন্টের সই রয়েছে। আর কোনো আনুষ্ঠানিকতার দরকার হলো না, পথ দেখিয়ে ওদেরকে নিয়ে যাওয়া হল একটা হলরুমে। এই হলরুমের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে ওভাল অফিসের। আগেই নির্দেশ পেয়েছে সিক্রেট সার্ভিস অফিসার, সে ওদেরকে হল রুমে রেখে বেরিয়ে গেল। বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

ডেস্কের পিছনে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন জেমস হুক। পকেট থেকে পত্রিকা বের করে মন দিলেন পাঠে। মাথা থেকে ক্যাপ খুলে টেনেটুনে ইউনিফর্মটা ঠিকঠাক করে নিল বেন নেলসন। এগিয়ে গিয়ে আরেক প্রান্তের একটা দরজায় নক করল। এই দরজা দিয়েই ওভাল অফিসে যাওয়া হয়।

প্রেসিডেন্টকে যারা পাহারা দেয় সেই সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরাও

জানল না যে ক্যাডিলাকের আরোহী নয়, গুরুত্বপূর্ণ ভিজিটর হলো গাড়ির শোফার, বেন নেলসন।

ডালেস এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে সোজা ওর জন্যে নির্দিষ্ট একটা কামরায় গিয়ে ঢুকেছিল বেন। ওই কামরার একটাই চাবি, সেটা ওর কাছেই থাকে। কামরায় ঢুকে দ্রুত পোশাক খুলে শোফারের ইউনিফর্ম পরে নেয় সে। বাইরে বেরিয়ে এসে নির্দিষ্ট জায়গায় দেখতে পায় ক্যাডিলাক গাড়িটা, সেটা নিয়ে চলে আসে এয়ারপোর্ট ভবনের সামনে। জেমস হুক ওখানেই অপেক্ষা করছিলেন। নিজে প্রেসিডেন্টের একজন সিকিউরিটি অফিসার হলেও বেন সম্পর্কে কিছুই জানেন না তিনি। প্রেসিডেন্ট তাঁকে সরাসরি নির্দেশ দিয়েছিলেন, কোনো প্রশ্ন না করে তিনি শুধু সেই নির্দেশ পালন করেছেন। প্রেসিডেন্টের এই নির্দেশ সম্পর্কে তিনি তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও কিছু জানাতে পারবেন না।

নক করে অপেক্ষা করছে বেন। দরজা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্রেসিডেন্ট। নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকল বেন। দরজাটা বন্ধ করে দিল সে।

'ইমার্জেন্সী, বেন?' শান্তভাবে জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

একটা ঢোক গিলে গলাটা পরিষ্কার করে নিল বেন। বলল, 'আমরা তাই মনে করছি, স্যার, মিঃ প্রেসিডেন্ট।' একটু থেমে আবার বলল সে, 'আপনি যদি অনুমতি দেন আংকেলের এবারের ক্যাসেটটা...'

ডেস্কের দিকে ইঙ্গিত করলেন প্রেসিডেন্ট। ওখানে একটা টেপ-রেকর্ডার অপেক্ষা করছে। নিঃশব্দে এগোল বেন। তার পিছু পিছু এগিয়ে এসে ডেস্কের এক কোণে বসলেন প্রেসিডেন্ট। বুকে হাত দুটো ভাঁজ করে মাথাটা এক পাশে কাত করে দিলেন একটু। গভীর মনো-

যোগের ভাব ফুটে উঠল তাঁর চেহারায়।

ঘুরতে শুরু করেছে স্পুল। আংকেলের গলা শোনা গেল।

'আংকেল রিপোর্ট করছে···পশ্চিম ইউরোপের ভাগ্যে হঠাৎ ঘনিয়ে এসেছে ভয়ংকর বিপদ। ···মার্শাল লিওনিদ সুখনভ সবে মাত্র শেষ করেছেন জার্মানী, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড আর বেলজিয়াম আক্রমণের জন্যে স্মরণকালের ব্যাপক সামরিক রিহার্সেল। পরিকল্পনা অনুসারে জেড-আওয়ার থেকে সাত মিনিটের মধ্যে সোভিয়েট ট্যাংক হ্যামবুর্গে ঢুকবে ···আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে রাইন নদীর ওপর তিনটে বিশাল-সেতু তৈরির কাজ শেষ হবে এই আক্রমণে অংশ গ্রহণ করবে একশো ষাটটা ডিভিশন···তার মধ্যে একশো ডিভিশন সম্পূর্ণ মেকানাইজড্, পঞ্চাশ ডিভিশন ট্যাংক, দশ ডিভিশন এয়ারফোর্স·· জেড-আওয়ার থেকে সাত দিনের মধ্যে অ্যাডভান্সড আর্মার্ড এলিমেণ্টস ইংলিশ চ্যানেলের বন্দরে পৌঁছুবে···অপারেশন থাণ্ডারস্ট্রাইক, পশ্চিম ইউরোপ আক্রমণের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে কাজাকস্তান আর উক্রেনিয়ান বর্ডারের মাঝখানে···পশ্চিম ইউরোপে সোভিয়েট সেনাবাহিনীকে ঠিক যতোটা দূরত্ব পেরোতে হবে, ঠিক ততোটা এলাকা নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এই ব্যাপক মহড়া···'

অপারেশন থাণ্ডারস্ট্রাইক কিভাবে পরিচালনা করা হয় তার রোম-হর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন আংকেল। পশ্চিম ইউরোপের মানচিত্র সামনে রেখে সোভিয়েট সমর-নায়করা পশ্চিম রাশিয়ার এমন একটা এলাকা বেছে নেন, যার সাথে প্রকৃতিগত এবং ভৌগোলিক হুবহু মিল রয়েছে পশ্চিম ইউরোপের। ভলগা হয় রাইন নদী। নতুন সাইন-পোস্ট বসানো হয় —প্যারিস, ত্রিশ কিলোমিটার ; হ্যামবুর্গ, পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার ; ইত্যাদি। মহড়াটাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্যে রাশিয়ান শহরগুলোর

এই রকম নতুন নামকরণ করা হয়। ওই এলাকার তিনশো মাইল ওপরে মার্কিন স্পাই স্যাটেলাইট নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরলেও, সাইন-পোস্টের লেখা পড়ার সাধ্য সেগুলোর নেই।

সোভিয়েট সেনাবাহিনীর একটা গ্রুপ বিরোধী পক্ষ ন্যাটোর ভূমিকা পালন করে। প্রধান আক্রমণকারী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় রেড আর্মি। মহড়ায় একজন ন্যাটো সেনার বিরুদ্ধে তিনজন রেড আর্মি যোদ্ধাকে নামানো হয়—বাস্তবেও সংখ্যার দিক থেকে ন্যাটো বাহিনীর চেয়ে তিনগুণ বেশি সৈন্য রয়েছে সোভিয়েট রাশিয়ার। রেড আর্মির পরিচালনা ভার ছিল মার্শাল লিওনিদ সুখনভের হাতে। রেড আর্মি এমন ক্ষিপ্রতার সাথে, এমন দক্ষতা আর নৈপুণ্যের সাথে ন্যাটো বাহিনীকে পরাস্ত করে যে, ধারণা করা হয়, বাস্তবে ঠিক এমনটি ঘটলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রতিশোধ নেবার জন্যে নিউক্লিয়ার আঘাত করার ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করবেন না। ন্যাটোর পরাজয় সম্পন্ন এবং চূড়ান্ত হলে, শত্রুকে আঘাত হানার আর কোনো তাৎপর্য থাকে না, এ-কথা সবার মতো তিনিও অনুভব করবেন।

শেষ দিকের কথাগুলো গভীর কণ্ঠে, অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বলে-ছেন আংকেল।

'এই মুহূর্তে একমাত্র জরুরী পদক্ষেপ হলো, আমেরিকাকে তার প্রচণ্ড শক্তির উপযুক্ত নমুনা দেখাতে হবে। মার্শাল সুখনভ আর তার দোসররা পলিট ব্যুরোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদেরকে বোঝাতে হবে আমে-রিকা দুর্বল নয়···ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হবে·

কয়েক মুহূর্তের জন্যে নিস্তব্ধতা নামল ওভাল অফিসে। আস্তে করে হাত বাড়িয়ে রেকর্ডার থেকে ক্যাসেটটা বের করে নিল বেন। ডেস্ক থেকে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন প্রেসিডেন্ট। সিলিঙের দিকে

তাকিয়ে এক সেকেণ্ড কি যেন ভাবলেন তিনি, তারপর বেনের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'ইমারজেন্সী. সন্দেহ নেই। স্যাটেলাইট রিপোর্ট থেকে সামরিক মহড়ার খবর আগেই পেয়েছি আমরা। ওদিকে লেযার নিয়ে একটা সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে...'

'লেযার, স্যার ?'

'ওয়াশিংটন আর মস্কোর বিজ্ঞানীরা বলছে, লেযার সম্পর্কে গবেষণায় যে বন্ধ্যাত্ব দেখা দিয়েছিল তা বোধ হয় কাটিয়ে উঠতে যাচ্ছে তারা...

'মিঃ প্রেসিডেন্ট, স্যার, আমি ঠিক

'একদিন, হয়ত সে দিন দূরে নয়, লেযার বীম ছুঁড়ে দুর পাল্লার মিসাইল গাইডেন্স সিস্টেমকে ডাইভার্ট করা সম্ভব হবে—যার অর্থ দাঁড়াবে কোনো মিসাইল ছুঁড়লে সেটা ফেরত এসে আঘাত করবে যেখান থেকে ছোঁড়া হয়েছিল ঠিক সেখানে। ফলাফল ? এক, নিউক্লিয়ার হুমকি অসার হয়ে যাবে। দুই, নিউক্লিয়ার প্রতিশোধ নেবার ভয় না থাকলে সোভিয়েট রাশিয়া বিনা প্ররোচনায় তার সেনাবাহিনীকে পশ্চিম ইউরোপের দিকে মার্চ করাবে...'

'কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের করণীয়...'

'করণীয় এইটা,' হাত বাড়িয়ে ইন্টারকমের সুইচ অন করলেন প্রেসিডেন্ট। মাউথপীসে বললেন, 'এড, ন্যাশন্যাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের জরুরী মিটিং ডাকো। কে কোথায় আছে, তা আমি জানতে চাই না। এখানে আসতে বলো সবাইকে...'

ইন্টারকমের সুইচ অফ করে বেনের দিকে ফিরলেন প্রেসিডেন্ট। 'মিটিংটা কিছু না, স্রেফ ফর্মালিটি। কি অ্যাকশন নিতে হবে তা আমি আগেই ঠিক করে ফেলেছি। অ্যাডমিরালকে জানাবে, তোমাদের

কাজে আমি সন্তুষ্ট। নেবুলাসের দীর্ঘায়ু কামনা করি।'

মন্ট্রিলে ফিরে এলো বেন।

সেই রাতেই জরুরী কয়েকটা পদক্ষেপ নিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। টেক্সাস থেকে তিন ডিভিশন এয়ারফোর্স নিয়ে লকহীড সি-ফাইভ-ওয়ান ট্রান্সপোর্ট ফ্লিট রওনা হলো পশ্চিম ইউরোপের উদ্দেশে। হোয়াইট হাউসে বিনিদ্র রজনী কাটালেন প্রেসিডেন্ট, সারারাত ধরে তিনি টেলিফোনে কথা বললেন পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর, গ্রেট ব্রিটেনের প্রাইম মিনিস্টার, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট আর ন্যাটোর কমাণ্ডারের সাথে। ওদিকে সারারাত ধরে প্রকাণ্ড ট্রান্সপোর্ট প্লেনগুলো একের পর এক টেক-অফ করল, আটলান্টিক পেরিয়ে সোজা ইউরোপিয়ান মেইনল্যাণ্ডের দিকে রওনা হলো সেগুলো। ইউরোপিয়ানদের মনোবল বাড়াবার জন্যে অনেক ভেবেচিন্তে নির্ধারণ করা হলো ফ্লাইট শিডিউল।

সকাল ন'টায় লণ্ডনবাসীরা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে যে যার কাজে যোগ দিতে যাচ্ছে, এই সময় প্রচণ্ড গর্জনের সাথে আকাশে আবির্ভূত হলো মার্কিন বিমান বহর। হতভম্ব লণ্ডনবাসীরা ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল ঝাঁক ঝাঁক বিমান আসছে তো আসছেই, এর যেন কোন শেষ-সীমা নেই। এই ঘটনার ষাট মিনিট পর ঠিক একই দৃশ্য চাক্ষুষ করল ব্রাসেলসের লোকেরাও। আরো এক ঘণ্টা পর পশ্চিম জার্মানীর আকাশও ঢাকা পড়ে গেল মার্কিন এয়ারফোর্সের ট্রান্সপোর্ট বিমানের ভিড়ে।

সমস্ত ভুল ধারণার অবসান ঘটাবার জন্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিলেন, স্যাটেলাইট যোগে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে

পড়ল তাঁর সেই ভাষণ। প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি বললেন—'লেট নো ওয়ান মেক এনি মিসটেক—দি আমেরিকান ডিফেন্স ফ্রন্টিয়ার লাইজ অ্যালং দ্য ওয়েস্ট জার্মান বর্ডার হোয়্যার ইট অ্যাডজয়েনস দি সোভিয়েট প্রিজনার স্টেটস। অ্যাজ টু হোয়াট হ্যাজ জাস্ট ল্যাণ্ডেড ইন দি ফেডারেল রিপাবলিক, ওয়েল, দেয়ার ইজ প্লেন্টি মোর হোয়্যার দ্যাট কেম ফ্রম…'

তিন

এক বছর আগের ঘটনা।

চেকোস্লোভাকিয়া। রাজধানী প্রাগের মার্কিন দুতাবাস।

রাশান পলিট ব্যুরোর প্রথম সারির কয়েকজন সদস্য চেকোস্লোভাকিয়া সফরে এসেছেন, তাঁদের সম্মানে ডিনার পার্টির আয়োজন করেছেন মার্কিন অ্যামব্যাসাডর। দুতাবাসের সিকিউরিটি চীফ হিসেবে কাজ করছে এখানে কর্ণেল রেজনিক, ডিনার পার্টিতে সে-ও উপস্থিত।

প্রাগে আজই রেজনিকের শেষ রাত। কাল সকালেই যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাচ্ছে সে।

আজ রাতের ডিনার পার্টির ওপর একটা রিপোর্ট তৈরি করতে হবে রেজনিককে, প্রাগে এটাই তার শেষ দায়িত্ব। শত্রুপক্ষের প্রথম সারির নেতাদেরকে কাছ থেকে দেখার এই সুযোগ আর হয়ত কোনদিন পাওয়া যাবে না, কাজেই পার্টিতে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে একটা তাগাদাও অনুভব করছিল রেজনিক। শুরু থেকেই সবার কাছ থেকে একটু দুরে সরে আছে সে, প্রত্যেকের ওপর সতর্ক নজর

রাখার জন্যে সেটাই ভালো, হাতে ভদকা ভর্তি গ্লাস, চেহারায় নির্লিপ্ত ভাব, ধীর পায়ে হলঘরে ঘোরাফেরা করছে সে। তার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি কেউ, পার্টিতে উপস্থিত সবার চেহারা মনের পর্দায় গাঁথা হয়ে গেছে। সিনিয়র পলিট ব্যুরো সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন আনা-তোলি ফেরুবিন, ট্রেড অ্যাণ্ড কমার্স মিনিস্টার। উপযাচক হয়ে এগিয়ে এসে করমর্দন করলেন তিনি রেজনিকের সাথে। নিজের গ্লাস তুলে রেজ-নিকের গ্লাসের সাথে ঠুকলেন, তারপর হাসিতে উদ্ভাসিত মুখে বললেন, 'দাঁতাতের সাফল্য কামনায়!'

মন্ত্রীর সুরে সুর মিলিয়ে রেজনিকও উৎসাহের সাথে বলল, 'দাঁতা-তের সাফল্য কামনায়।'

ছোটো পরিচ্ছন্ন গোঁফ, মাথাভর্তি কালো চুল, ফেরুবিন মানুষটা ছোটোখাটো, কিন্তু রসিক এবং মেয়েদের প্রিয়পাত্র বলে খ্যাতি আছে তাঁর। সদাহাস্যময় ফেরুবিন কথায় কথায় রেজনিককে জানালেন দুনি-য়ার তাবৎ সংগীতের মধ্যে তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো ডেভ ব্রুবে-কের জ্যাজ। 'ডেভের সমস্ত রেকর্ড আছে আমার কাছে, প্রতিটি রেকর্ড বার বার করে শুনি।' অতিথিদের মধ্যে আর কাউকে এতোটা ভালো লাগল না রেজনিকের।

রাত ন'টার দিকে জমে উঠল পার্টি। মার্শাল লিওনিদ সুখনভের চারদিকে ভদকার বন্যা বয়ে যাচ্ছে। ইনি সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী। শরীরটা প্রকাণ্ড, ড্রামের মতো ধড়, পঞ্চান্ন বছর বয়সেও চুল দাড়ি কিছুই পাকেনি। কমপ্লিট ইউনিফর্ম পরে এসেছেন, সেটা প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে গাদা গাদা মেডেল আর পদকে। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সবাইকে মাতাল করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

'দাঁতাত। দাঁতাত!' গমগম করে উঠল তাঁর ভারি কণ্ঠস্বর। 'আমার

সাথে এই টোস্ট পান করতে আপত্তি আছে কারো ? তাহলে শান্তির শত্রু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করুক সে।'

দূর থেকে মার্শালকে লক্ষ্য করছে রেজনিক। নাকটা কদাকার, চোয়াল দুটো আক্রমণাত্মক, নাক আর কানের ফুটো থেকে বাঁকা হয়ে বেরিয়ে এসেছে লোমের ডগা। অন্য দিকে সরে এলো রেজনিক। বিশেষ একজন লোককে খুঁজছে ও। লোকটার চেহারা জানা নেই ওর, কোনো বর্ণনা পর্যন্ত নয়। লোকটার নাম রুবল, কর্নেল রুবল। সে কি আছে এই পার্টিতে ?

কে-জি-বি-র ডেপুটি চীফ কর্নেল রুবল পশ্চিমা এসপিওনাজ জগতে অদ্ভুত এক রহস্যময় চরিত্র হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। আজ পর্যন্ত কেউ তাকে সরাসরি দেখে চিনতে পারেনি। সেজন্যেই তার নামকরণ করা হয়েছে মিস্টার শ্যাডো। তার সম্পর্কে মাত্র কয়েকটা লাইন লেখা আছে ওয়াশিংটনের ডোশিয়ারে, সেই লেখাতেও তার সম্পর্কে বাস্তব কোনো তথ্য নেই। শোনা যায়, সোভিয়েট মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স, জি-আর-ইউ, আর কে-জি-বি-র মাঝখানে লিঁয়াজো অফিসার হিসেবে কাজ করে সে। ধারণা করা হয়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সোভিয়েট দূতাবাসে ছদ্ম পরিচয়ে দায়িত্ব পালন করেছে সে।

একটু পর পলিট ব্যুরোর আরেকজন সিনিয়র সদস্যকে দেখে প্রায় চমকে উঠল রেজনিক। আরে, জেনারেল তুর্গেনিভও এসেছেন! অথচ অতিথিদের তালিকায় জেনারেলের নাম ছিল না!

শত্রুদের মধ্যে মার্কিনীরা অল্প যে-ক'জনকে ভয় করে তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন জেনারেল তুর্গেনিভ। মার্কিনীদের আতংক খোদ কে-জি-বি-র চীফ তিনি। ভিড়ের কিনারা ঘেঁষে ধীরে, রাজকীয় ভঙ্গিতে হাঁটাচলা করছেন জেনারেল, যেন উপস্থিত সবাইকে গেঁথে নিচ্ছেন মনের

পর্দায়। পরনে গাঢ় রঙের বিজনেস স্যুট। বয়স ষাটের কোঠায়, কিন্তু দেখে মনে হয় চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ। ছোটোখাটো গড়ন, কিন্তু শক্তি-শালী কাঠামো। হঠাৎ একবার দাঁড়িয়ে পড়লেন, চেহারায় ভাবের কোনো রকম প্রকাশ নেই। কাঁচাপাকা ঘন ভুরু জোড়ার ভেতর গভীর দুটো চোখ, চোখাচোখি হলে মনে হয় অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখে ফেললেন। তাঁর সম্পর্কে ওয়াশিংটনে তিন ইঞ্চি পুরু ডোশিয়ার আছে। এনসাইক্লোপেডিক মেমোরির অধিকারী বলে খ্যাতি আছে জেনারেল তুর্গেনিভের। শোনা যায়, মার্কিন দূতাবাসের সকল কর্মচারীর নাম, চেহারার বর্ণনা ইত্যাদি স্মৃতির মণিকোঠায় জমা রাখেন তিনি।

পার্টি এখন তুঙ্গে। চারদিকে ভারি গলার হাসি আর গ্লাস ঠোকা-ঠুকির আওয়াজ। সতর্ক হয়ে উঠল রেজনিক, জেনারেল তুর্গেনিভ ধীর পায়ে এদিকেই এগিয়ে আসছেন। মনে মনে তৈরি হয়ে গেল সে। জেনারেল কাছাকাছি আসতেই হাতের গ্লাসটা উঁচু করে বলল, 'পীস অ্যাণ্ড গুডউইল, ফর গডস্ সেক্ জেনারেল…'

রাশান ভাষায় কি যেন বললেন জেনারেল, রেজনিকের গ্লাসের সাথে নিজের গ্লাসটা ঠুকলেন, তাঁর তীক্ষ্ণ কঠোর দৃষ্টি এক সেকেণ্ডের জন্যে স্থির হলো রেজনিকের চোখে, পরমুহূর্তে পা বাড়ালেন নিজের পথে।

পার্টির শেষ পর্যায়ে রেজনিক উপলব্ধি করল, উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নি। এমন কাউকে দেখে নি সে যাকে কর্ণেল রুবল বলে সন্দেহ করা যেতে পারে। নিছক সাদামাটা বর্ণনা দেয়া ছাড়া রিপোর্ট করার মতো কিছুই নেই তার।

বিস্ময়ের প্রচণ্ড ধাক্কাটা রেজনিক অনুভব করলো পার্টি শেষ হয়ে যাবার পর।

মাঝরাতে বাড়ি ফিরে গোছগাছের কাজে হাত দিল রেজনিক। কাল

সকালে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট ফ্লাইট ধরতে হবে ওকে। গোছগাছ শেষ করে সিগা-রেটের জন্যে পকেটে হাত ভরতেই শক্ত কাঠ হয়ে গেল শরীরটা। হঠাৎ অস্বাভাবিক সতর্ক হয়ে উঠল সে। পকেটের ভেতর কি যেন একটা রয়েছে, অথচ সেটা থাকার কথা নয়। ধীরে ধীরে পকেট থেকে জিনি-সটা বের করল সে। সীল করা একটা এনভেলাপ। এনভেলাপের গায়ে গোটা অক্ষরে লেখা, 'ফর দি প্রেসিডেন্ট'স আইজ ওনলি।'

গভীর রাতে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টকে দিয়ে এনভেলাপটা কয়েক বার পরীক্ষা করাল রেজনিক। জানা গেল এনভেলাপের ভেতর বিষ বা এক্সপ্লোসিভ নেই। সীল না খুলে এক্স-রে মেশিনের সামনে ফেলে ছবি তোলা হলো। ছবিতে পরিষ্কার ফুটে উঠল একটা ক্যাসেট। ক্যাসেটের গায়ে ধারাল কিছু দিয়ে কে যেন দুটো ইংরেজী অক্ষর এঁকে দিয়েছে—ইউ. এন.।

'কোত্থেকে পেলেন এটা, স্যার?' জানতে চাইল টেকনিক্যাল সহ-কারী।

'দেয়া হয়েছে আমাকে,' এড়িয়ে যাবার সুরে বলল রেজনিক। 'শোনো, ব্যাপারটা টপসিক্রেট, কাজেই আমি চলে যাবার পরও এ সম্পর্কে কাউকে কিছু বলো না।'

পুরোদস্তুর কাপড়চোপড় পরে বিছানায় উঠল রেজনিক ভোর পাঁচ-টায়। ঘুম আসবে না, জানে, হাতে সময়ও নেই। চিন্তায় পড়ে গেছে ও। সন্দেহ নেই, পার্টি যখন চলছিল তখনই কেউ তার পকেটে এন-ভেলাপটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। কাজটা যারই হোক, অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে লোকটা। কিছুই টের পায় নি সে। লোকটার দুঃসাহসেরও প্রশংসা করতে হয়। কিম্বা, লোকটা মরিয়া হয়ে উঠেছিল। কে-জি-বি চীফ জেনারেল তুর্গেনিভের উপস্থিতিতে এ ধরনের কাজ করতে যাওয়া

আত্মহত্যারই সামিল।

যতোই ভাবছে রেজনিক, ততোই তাৎপর্যময় হয়ে উঠছে গোটা ব্যাপারটা। সে যে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাচ্ছে, সে-খবর রাশান মহলে গোপন থাকার কথা নয়। এই তথ্যটা মনে রেখেই তার পকেটে ভরে দেয়া হয়েছে এনভেলাপটা, সন্দেহ নেই। এনভেলাপের মালিক জানে, কর্ণেল রেজনিকের পকেটে ক্যাসেটটা ভরে দিতে পারলে সেটা বেশিক্ষণ প্রাণে থাকবে না।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রেসিডেন্টের হাতে কিভাবে পৌঁছে দেয়া যায় এটা ?—প্রশ্নটার কোনো সদুত্তর খুঁজে পেল না রেজনিক। এনভেলাপটা শুধুমাত্র প্রেসিডেন্টকে দেখাতে হবে, কাজেই এ-বিষয়ে পেন্টাগনে তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে কিছু জানাতে পারছে না সে। পরদিন ওয়াশিংটনে প্লেন থেকে যখন নামল রেজনিক তখনও কোনো উপায় খুঁজে বের করতে পারে নি সে। ভাগ্যটা ভালো, সমস্যার সমাধান আপনা থেকেই হয়ে গেল।

চব্বিশ ঘণ্টা পর প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে ওয়াশিংটনে বেড়াতে এলেন পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর। চেকোস্লোভাকিয়ার সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সরাসরি চ্যান্সেলরকে অবহিত করার জন্যে হোয়াইট হাউসে ডাক পড়ল রেজনিকের।

হোয়াইট হাউস রিসেপশনে প্রেসিডেন্টের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো রেজনিকের। ব্যাপারটা নিছক আনুষ্ঠানিকতা। ভাল করেই চেনেন প্রেসিডেন্ট কর্ণেল রেজনিককে। নিজহাতে সেরা জাতীয় বীরের মেডেল পরিয়ে দিয়েছেন এর বুকে। গোটা জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে আত্ম-বিসর্জন দিতে যাচ্ছিল কর্ণেল রেজনিক, কুইক ডেথ বীজানু সহ গোটা বোমাটাকে শূন্যে ধরে হেলিকপ্টারে করে চলেছিল সে

সাগরের দিকে, শেষ মুহূর্তে রক্ষা পায় বাংলাদেশের এক আশ্চর্য বেপরোয়া যুবক মাসুদ রানার চেষ্টায়।*

কনুইয়ের কাছে চেপে ধরে রেজনিককে টেনে নিয়ে চললেন প্রেসি-ডেন্ট বৈঠকখানার দিকে।

'মিঃ প্রেসিডেন্ট, স্যার, এক মিনিট!' নিচু গলায় হড় বড় করে বলল রেজনিক। 'আপনার সাথে জরুরী একটা বিষয়ে কিছু কথা বলতে চাই, প্রাইভেটলি···।'

নিজের চারপাশটা দেখে নিয়ে শান্তভাবে বললেন প্রেসিডেন্ট, 'কেউ আমাদের কথা শুনছে না।'

সংক্ষেপে ঘটনা খুলে বলল রেজনিক। সব শেষে জানাল, 'ক্যাসেটটা আমার সাথেই রয়েছে।'

'এখন ভালো করে ভেবে উত্তর দাও, তুমি কি ওটা আমার পকেটে পাচার করতে পারবে, কারো চোখে ধরা না পড়ে?'

'ধরা পড়ি নি, মিঃ প্রেসিডেন্ট,' বলল রেজনিক মৃদু হেসে।

'হুম!' হাসলেন প্রেসিডেন্ট। 'মনে হচ্ছে, পকেট মারার লাইনেও শাইন করতে পারতে তুমি, কর্নেল।'

আবার রেজনিককে টেনে নিয়ে চললেন প্রেসিডেন্ট। পশ্চিম জার্মা-নীর চ্যান্সেলর অপেক্ষা করছেন ওদের জন্যে।

মাঝরাতে ওভাল অফিসে একা বসে ক্যাসেটটা শুনলেন প্রেসিডেন্ট। অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি এখন থেকে তার কোড-নেম কি হবে তা জানিয়ে রেকর্ডিঙের সূচনা করেছে। তারপর জানিয়েছে, শুধুমাত্র ক্যাসেটের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করবে সে। তার পাঠানো প্রতিটি ক্যাসেটের

---

*প্রেতাত্মা-১ ও ২ দ্রষ্টব্য।

গায়ে ছুরির ডগা দিয়ে খোদাই করা থাকবে ইংরেজী বর্ণমালার দুটো হরফ—ইউ আর এন। এরপর সোভিয়েট পলিসি, সোভিয়েট পলিট ব্যুরোর সবচেয়ে প্রভাবশালী সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গি, পুর্ব ইউরোপে রেড আর্মির অবস্থা ইত্যাদি টপ সিক্রেট বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যোগান দিয়েছে আংকেল।

তারপর সরাসরি প্রেসিডেন্টকে বিশেষ একটা অনুরোধ করেছে আং-কেল। তার পাঠানো ক্যাসেট ইউরোপ থেকে উত্তর আমেরিকায় নিয়ে আসার জন্যে সম্পূর্ণ নতুন একটা ইন্টেলিজেন্স ইউনিট গঠন করতে হবে, ইউনিটের হেডকোয়ার্টার অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে কোথাও হওয়া চাই। 'কে-জি-বি-র পক্ষে যা কোনোদিন সম্ভব হতো না, ঠিক তাই করেছে আপনাদের প্রেস আর কংগ্রেস—আপনাদের সমস্ত ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীর পরিচয় এবং কাজের ধারা দুনিয়ার কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে তারা,' পরিষ্কার ইংরেজীতে বলে চলেছে অস্ফুট, চাপা কণ্ঠস্বর, 'আমা-কে রক্ষা করার জন্যে এই নতুন ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের একান্ত প্রয়োজন আছে। এর কমাণ্ডার থাকবেন একজন আমেরিকান, কিন্তু স্টাফরা আমেরিকান না হলেই ভালো হয়—মনে রাখবেন, তাদেরকে কাজ করতে হবে ইউরোপে···

এরপর ক্যাসেটটা কিভাবে পাঠানো হবে তার বিশদ বর্ণনা। প্রতি মাসের প্রথম বুধবারে সুইজারল্যাণ্ডের বাজ্‌লে আসে মস্কো এক্সপ্রেস, ওটার স্লিপিং কারে লুকানো থাকবে ক্যাসেট। স্লিপিং কারের কমপার্ট-মেন্ট নাম্বার, ঠিক কোথায় লুকানো থাকবে আগামী ক্যাসেট ইত্যাদি খুঁটিনাটি সমস্ত তথ্য জানিয়েছে আংকেল। বুধবারে ক্যাসেট উদ্ধার করার পর পরবর্তী শুক্রবারে প্রাপ্তি সংবাদ দিতে হবে। কিভাবে, তাও জানিয়ে দিয়েছে আংকেল। ভয়েস অব আমেরিকার পুব ইউরোপের

জন্যে প্রচারিত অনুষ্ঠানে মস্কো সময় বিকেল পাঁচটায় তার নির্বাচিত একটা রেকর্ড বাজিয়ে দিতে হবে এই প্রাপ্তি সংবাদ। এই প্রথম ক্যাসেটটির প্রাপ্তি সংবাদ জানাতে হবে কাউন্ট ব্যাসীর 'ওয়ান ও'ক্লক জাম্প' বাজিয়ে। একটা হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে আংকেল তার বক্তব্য শেষ করেছে।

'কোনো অবস্থাতেই আপনার স্পেশাল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের কেউ যেন আমার আসল পরিচয় জানার কোনো রকম চেষ্টা না করে। সে-চেষ্টা করলে আমি তা জানতে পারব, এবং আমার তরফ থেকে আপনারা আর কখনো কোন সাড়া পাবেন না। আমার মোটিভের কথা যদি তোলেন, সেটা নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। পরবর্তী ক্যাসেট মস্কো এক্সপ্রেস যোগে রওনা হয়ে বাজ্‌লে পৌঁছাবে...'

বর্তমান প্রেসিডেন্টের জায়গায়, অন্য কেউ হলে বিষয়টা নিয়ে তিনি যে সেক্রেটারী অব ডিফেন্স, সি-আই-এ চীফ এবং আরো কতো জনের সাথে আলাপ করতেন, বলা মুশকিল। কিন্তু লোক চিনতে ভুল করেনি আংকেল। ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানতে দিলেন না প্রেসিডেন্ট। পরদিন নির্দিষ্ট কয়েকটা ব্যাপারে কোনো কারণ প্রকাশ না করেই খোঁজ-খবর নিলেন তিনি। দিনের শেষে প্রমাণ পেলেন ক্যাসেটে যে-সব টপ-সিক্রেট ইনফরমেশন দেয়া হয়েছে সেগুলো ভূয়া নয়। তিনি উপলব্ধি করলেন, আংকেল যেই হোক, সে নিশ্চয়ই সোভিয়েট পলিট ব্যুরোর সিনিয়র একজন সদস্য।

বন্ধু, এবং ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের চীফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে ডেকে পাঠালেন তিনি।

সব ঘটনা শুনলেন জর্জ হ্যামিলটন। সব শেষে প্রেসিডেন্ট জানালেন,

'আংকেলের প্রস্তাব গ্রহণ করেছি আমি। তিনি যে পলিট ব্যুরোর একজন প্রভাবশালী সদস্য, সে-ব্যাপারে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর দেয়া সমস্ত তথ্য চেক করে দেখেছি, প্রতিটির বাস্তব ভিত্তি আছে।'

'তবু, ব্যাপারটা ফাঁদও হতে পারে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'ওরা হয়ত তোমাকে ভুয়া ইনফরমেশন দিয়ে ভুল পথে পরিচালিত করতে চায়—তোমার বিশ্বাস অর্জন করার জন্যে কিছু নির্ভুল তথ্য না হয় দিলই।'

'সে-কথা আমিও ভেবেছি,' হাত বাড়িয়ে বন্ধুর চুরুটে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'কিন্তু তথ্য অনেক বেশি দিয়ে ফেলেছে আংকেল। বিশ্বাস অর্জন করার জন্যে নিজেদের এতো বেশি ক্ষতি কেউ স্বীকার করে না। চেক করে দেখে তবেই বলছি এ-কথা।'

'হুঁ,' গম্ভীর স্বরে বললেন অ্যাডমিরাল। 'কিন্তু আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি তোমাকে?'

'বেমালুম গায়েব হয়ে যাও। অফিশিয়ালি রিটায়ার করো নুমা থেকে। দেশ থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও গড়ে তোলো স্পেশাল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট। ঠিকই বলেছেন আংকেল, বর্তমান এজেন্সীগুলো এ-ধরনের কনফিডেনশিয়াল কাজের উপযুক্ত নয়। কিছু সংবাদপত্র, কিছু কংগ্রেসম্যান মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে আমাদের ইন্টেলিজেন্স সংগঠনগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে।' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে ডেস্কে দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'ওদিকে পলিট ব্যুরোর সমর্থন নিয়ে কে-জি-বি পুরোদমে স্যাবোটাজ আর এসপিওনাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এভাবে বেশিদিন চলতে পারে না। এই চাকরিতে বহাল হবার সময় আমি শপথ নিয়েছিলাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে

রক্ষা করব—বাই—গড, ঠিক তাই করতে যাচ্ছি আমি।'

'দায়িত্বটা সি-আই-এ-কে দিলেও তো পারো,' মৃদু গলায় বললেন অ্যাডমিরাল। 'আগেরটা ভেঙে নতুন সংগঠন গড়ে তুলছে ওরা...'

'সি-আই-এ। ক্লাব অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যামেচারস্। বিশ্বাস করো, ওদের দিয়ে কিস্যু হবে না।'

'কিন্তু ব্যাপারটা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে, সবাই বলবে শাসনতন্ত্র লংঘন করা হয়েছে,' বন্ধুকে সাবধান করে দিলেন অ্যাডমিরাল।

'তাও ভেবেছি আমি,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'নিন্দার ভয়ে যে প্রেসিডেন্ট দেশের নিরাপত্তার জন্যে ঝুঁকি নেয় না সে এই চেয়ারে বসার উপযুক্ত নয়।'

'দুঃখিত। ভুলে গিয়েছিলাম, দুঃসাহসী বলে খ্যাতি আছে তোমার,' মৃদু হেসে বললেন অ্যাডমিরাল। 'নতুন ইউনিটের হেডকোয়ার্টার কানাডায় হলে ভালো হয়। তোমার নাম বলে কানাডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রিয়া-লিস্ট উইলিয়াম রজার্সের সহযোগিতা চাইতে পারবো তো? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষকে অনেক সাহায্য করেছেন তিনি, তাঁর পক্ষে আমাদেরকে প্রয়োজনীয় কাভার দেয়া সম্ভব।'

'তাই করো। ওকে আমি চিনি। বুড়ো ফাইটারকে আমার শুভেচ্ছা দিয়ো। স্টাফ নিয়োগের ব্যাপারে কি করবে, ভাবো দেখি। আংকেল বলেছেন, আমেরিকান না হলে ভালো হয়।' একটু থেমে কি যেন চিন্তা করলেন তিনি, তারপর আবার বললেন, 'বিশ্বস্ত এবং কাজের লোক অথচ আমেরিকান নয়, এই রকম কারো কথা যেন মনে পড়তে চাইছে... তোমার সাথে কাজ করেছিল...'

অ্যাডমিরাল স্মরণ করিয়ে দিলেন। 'তুমি বোধহয় মাসুদ রানার কথা বলতে চাইছো?'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল প্রেসিডেন্টের মুখ। 'হ্যাঁ। কোথায় সে এখন?'

অ্যাডমিরাল তেমন উৎসাহ দেখালেন না। বললেন, 'রানা এখন কোথায় তা ঠিক জানা নেই আমার।'

ক্ষীণ একটু ভুরু কুঁচকে প্রেসিডেন্ট জানতে চাইলেন, 'তাকে দিয়ে হবে না?'

'আমাদের কাছে কাজটার অসীম গুরুত্ব রয়েছে,' বললেন অ্যাডমিরাল, 'কিন্তু তবু এটাকে ইমার্জেন্সী বলা যায় না। এ ধরনের কাজে রানার সাহায্য চেয়ে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। এর চেয়ে অনেক বেশি জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকে ও। ইমার্জেন্সী দেখা দিলে আলাদা কথা, বর্তমান পরিস্থিতিতে ওকে ডাকা উচিত বলে মনে করি না।'

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন প্রেসিডেন্ট। 'তাহলে?'

'পেন্টাগণ থেকে একজন আর নুমা থেকে দু'জনকে নিয়ে কাজ শুরু করে দিতে পারি আমি,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'ডাচ আর ফ্রেঞ্চ লোক নেবার কথাও ভাবছি। তারপর দরকার হলে বা সেই রকম পরিস্থিতি দেখা দিলে বদল করা যাবে।'

'ঠিক আছে। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আমি তোমার উপরে ছেড়ে দিচ্ছি, যা ভালো বোঝো করো,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন প্রেসিডেন্ট। বন্ধুর প্রতি অগাধ আস্থা আছে বলেই কথাটা বলতে পারলেন তিনি।

চার

নতুন ইন্টেলিজেন্স ইউনিট গড়ে তুলতে মাত্র সাতদিন সময় লাগল অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের। তাঁর উদ্যম আর দক্ষতার কথা অস্বীকার না করেও বলতে হয় কানাডিয়ান শিল্পপতি উইলিয়াম রজার্সের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া এতো তাড়াতাড়ি ব্যাপারটাকে দাঁড় করানো সম্ভব হতো না।

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বৈঠকে মিলিত হলেন ওঁরা। বাটন রুজ ভবনের এগারোতালায় নিজের অফিসে বসে উইলিয়াম রজার্স মার্কিন প্রেসিডেন্টের পরিচিতি-পত্রটা মাত্র একবার পড়লেন। 'পুড়িয়ে ফেলতে হয় এটা,' আবার যখন ফিরে এসে বসলেন তিনি, অ্যাডমিরাল অনুভব করলেন ভদ্রলোককে ঝামেলায় ফেলার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা দরকার।

'আপনাকে বোধহয় বিরক্ত···'

'আমি যতোটুকু বুঝেছি,' বাধা দিয়ে বললেন বৃদ্ধ, 'কে-জি-বি-র বিরুদ্ধে আপনি হাইলি সিক্রেট একটা ইন্টেলিজেন্স ইউনিট দাঁড় করাতে চান। এ-বিষয়ে এইটুকুই জানতে পারব আমি, বা এইটুকুই জানতে আগ্রহী আমি—ঠিক?'

'ঠিক···'

সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে কথা বলে চলেছেন উইলিয়াম রজার্স, যেন অ্যাডমিরালকে ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে তাঁর দৃষ্টি। একটা একটা করে

সমস্যা তুলে ধরলেন, সাথে সাথে নিজেই সেগুলোর সমাধান বের করে দিলেন। অ্যাডমিরাল মুখ খোলার অবসরই পেলেন না। তার কোনো দরকারই হলো না।

'এমন একটা বেস দরকার আপনার যেটা নিশ্চিতভাবে নিরাপদ। ওই যে সাইড ডোরটা দেখছেন, ওটা খুললে কয়েকটা খালি কামরা দেখতে পাবেন। ওগুলো আমি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শেষ বার ব্যবহার করেছি। যতোদিন দরকার, কামরাগুলো নিজের দখলে রাখতে পারবেন আপনি। ওখানে ইলেকট্রনিক ডিভাইস ফিট করার কাজ আজ থেকেই শুরু করাব, যেগুলো কে-জি-বি-র অত্যাধুনিক আড়ি পাতা যন্ত্রগুলোকে অনায়াসে প্রতিহত করবে। এই ভবনের ছাদে রয়েছে রেডিও অ্যান্টেনার একটা কমপ্লেক্স, সারা ছুনিয়ার অ্যালায়েড কোম্পানীগুলোর সাথে যোগাযোগ রাখার জন্যে ব্যবহার করি ওটা আমি। আপনাকে একটা অ্যাডভান্সড ট্রান্সমিটার যোগাড় করে দেব। তাছাড়াও, আমার গোটা কমিউনিকেশন সিস্টেম ব্যবহার করতে পারবেন আপনি···

'নিজেদের ইকুইপমেন্ট আমরা ইমপোর্ট করতে পারি···' শুরু করলেন অ্যাডমিরাল।

'ঠিক হবে না। সীমান্তের ওপার থেকে কিছু আমদানী করা চলবে না। এইমাত্র যে ভদ্রলোকের চিঠি পুড়িয়ে ফেললাম, তিনি জানিয়েছেন যাবতীয় কেনাকাটা স্থানীয় ভাবে যদি করতে হয়, তাতে কোনো আপত্তি নেই, খরচের টাকা গোপন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে যোগান দেয়া হবে। তাঁর এই পরামর্শ আমি অবশ্য গ্রহণ করছি না, তার কারণ সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হদিশই আসলে প্রকাশ হয়ে পড়ে, শেষ পর্যন্ত গোপন থাকে না। তাই, এক মিলিয়ন মার্কিন ডলার দিয়ে আপনার নামে ব্যাংকে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে আমার, যখন যা দরকার ওখান থেকে তুলে

খরচ করতে পারবেন।'

'টাকাটা আপনার পকেট থেকে···'

'হ্যাঁ,' মৃদু হেসে বললেন বৃদ্ধ শিল্পপতি। 'কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা চুকেবুকে গেলে আমি একটা বিল করে টাকাটা আমেরিকার কাছ থেকে চেয়ে নেব।' একটু থেমে আবার প্রসঙ্গে ফিরে এলেন তিনি। 'আপনার স্টাফরা কি ঘন ঘন এখানে আসা-যাওয়া করবে ?'

'যতোদুর বুঝতে পারছি—দুই কি তিনজন লোক প্রতিমাসে আসা-যাওয়া করবে। প্রতিবার একই লোক হবে তারা।'

'সম্ভব হলে একদিন আগে সতর্ক করে দেবেন আমাকে। মাসে মাসে রিসেপশনিস্ট বদল করব আমি, শহরে আরো অফিস আছে আমার। তাতে একজন রিসেপশনিস্ট আপনার লোকদেরকে দু'বার দেখার সুযোগ পাবে না।'

পরদিন মন্ট্রিলে এসে হাজির হলো বেন নেলসন। তার সাথে পরামর্শ করে অ্যাডমিরাল অস্ট্রেলিয়া থেকে পেণ্টাগনের কর্ণেল রেজনিক আর আয়ারল্যাণ্ড থেকে নুমার সেরেনাকে ডেকে পাঠালেন কানাডায়। বেন, রেজনিক এবং সেরেনা, তিনজনই ইউরোপের নাড়ি-নক্ষত্র সম্পর্কে খবর রাখে।'

চারজনের বৈঠকে নতুন অর্গানাইজেশনের নামকরণ করা হলো, নেবুলাস। প্রেসিডেন্টের কোড নেম স্থির করা হলো, রাইডার। বাজ্‌ল-এ রেজনিককে সাহায্য করার জন্যে একটা ব্যাক আপ টীম গঠন করলেন অ্যাডমিরাল। টীমে থাকল ডেডরিক, জার্মানীর প্রাক্তন সিক্রেট পুলিশ, ব্যক্তিগত ভাবে অনেক দিন থেকে চেনেন একে অ্যাডমিরাল। ডেডরিকের কাজ হলো মস্কো এক্সপ্রেসের স্লিপিং কারে চড়ে ক্যাসেটটা লুকানো জায়গা থেকে বের করে আনা। স্টুয়ার্ডের

ছদ্মবেশ নেবে সে। ডেডরিকের সাহায্যকারী হিসেবে টীমে নিয়ে আসা হলো একজন ডাচ আর একজন ফ্রেঞ্চকে। দু'জনেই যার যার দেশের সিক্রেট সার্ভিসে কাজ করত, এবং অ্যাডমিরালের পরিচিত। অপারেশনের দায়িত্ব থাকল রেজনিকের হাতে, কিন্তু টীমের পরিচালক নির্বাচিত হলো বেন।

প্রত্যেকের ছদ্ম-পরিচয় নির্ধারণের পর, ছোট্ট একটা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হলো বৈঠকে। বাজ্‌ল আর জুরিখে ঘন ঘন আসা যাওয়া করলে ব্যাপারটা সুইস কাউন্টার এসপিওনাজের চোখে ধরা পড়বেই। ওরা হয়ত সরাসরি আপত্তি জানাবে না, কিন্তু ব্যাপারটা কি জানার জন্যে গোপনে তদন্ত করতে পারে। তা যদি করে, আসল রহস্য ফাঁস হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। চিন্তা-ভাবনা করে অ্যাডমিরাল বল-লেন, আপাততঃ নেবুলাস তার কাজ চালিয়ে যাক, সে-রকম পরিস্থিতি দেখা দিলে তিনি নিজে কথা বলবেন সুইস এসপিওনাজ চীফ কর্ণেল লিওন মেঙ্গারের সাথে। বেন জানে, কর্ণেল অ্যাডমিরালের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন।

এরপর আংকেল সম্পর্কে কিছু আলাপ হলো। অ্যাডমিরাল বল-লেন, 'আংকেল যে-সব তথ্য পাঠাতে শুরু করেছেন আমেরিকার জন্যে তা অমূল্য বললেও কম বলা হয়। অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট যেন পলিট ব্যুরোর প্রতিটি গোপন বৈঠকে সশরীরে উপ-স্থিত থাকছেন—এই ভাবে আসছে রিপোর্ট।'

'কে হতে পারেন তিনি, কিছু ধারণা করতে পারেন?' জানতে চাইল বেন।

উত্তর দিল রেজনিক। 'আমার বিশ্বাস, আনাতোলি ফেরুবিন।'

'ভদ্রলোকের চেহারাটা লেডিকিলার···' মন্তব্য করল সেরেনা।

'পলিট ব্যুরোতে তাঁর মতো পরিশীলিত ব্যক্তিত্ব দ্বিতীয়টি নেই,' বলল রেজনিক। 'অত্যন্ত মিশুক, মিষ্টভাষী, এবং কৌতুকপ্রিয়। এক-জন কম্যুনিস্ট হিসেবে চিন্তাই করা যায় না তাঁকে।'

'আনাতোলি ফেরুবিনই যে আমাদের আংকেল, সে-ব্যাপারে আমার নিজের মনে কোন সন্দেহ নেই,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'তাঁর সম্পর্কে নতুন কিছু খবর পেয়েছি আমি।'

সবাই একযোগে জানতে চাইল, 'কি ?'

'খবরটার কোনো তাৎপর্য নাও থাকতে পারে। জানা গেছে, মস্কো রেলওয়ে স্টেশনে প্রায়ই তিনি যান। অজুহাত হিসেবে বলা হয়, পশ্চিম ইউরোপে রফতানী বাড়াবার জন্যে রেলওয়ে কর্মীদেরকে উৎ-সাহ দেয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। ট্রেড অ্যাণ্ড কমার্স মিনিস্টার, কাজেই এ-ব্যাপারে তাঁকে উদ্যোগী হতে দেখলে কারো সন্দেহ করার কিছু নেই। কিন্তু আমার ধারণা, রেলওয়ে স্টেশনে যাবার এই অভ্যাসটা তিনি গড়ে তুলেছেন মস্কো এক্সপ্রেসে ক্যাসেট রেখে আসার জন্যে।'

পয়লা নভেম্বর। মস্কো। রেলওয়ে স্টেশন।

ফ্রিজিং পয়েন্টের দশ ডিগ্রী নিচে নেমে এসেছে টেমপারেচার। সাদা তুষারে ঢাকা পড়ে আছে গোটা স্টেশন। দিনের বেলাতেই চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। ভারি ফারকোট আর হ্যাট পরে গুটি গুটি পায়ে এগোচ্ছেন আনাতোলি ফেরুবিন। প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি, রেললাইন ধরে মার্সেলিং ইয়ার্ডের দিকে হাঁটা ধরলেন। মস্কো এক্সপ্রেস ওখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর একটু পরই প্ল্যাটফর্মে ঢুকবে এক্সপ্রেস, তারপরই রওনা হয়ে যাবে পশ্চিম ইউ-রোপের উদ্দেশে।

কোনো দিকে না তাকিয়ে এক্সপ্রেসের স্লিপিং কারে চড়লেন ফেরুবিন। সামনের কমপার্টমেন্টের দিকে এগোচ্ছেন, হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন তিনি। সামনের কমপার্টমেন্টথেকে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দ্রুত বেরিয়ে এসে কোচ থেকে নেমে গেল। হন হন করে এগিয়ে কোচের দরজার কাছে চলে এলেন ফেরুবিন। আধো অন্ধকারে দরজাটা দুলছে। উঁকি দিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি। পরমুহূর্তে চমকে উঠলেন গুলির আওয়াজে।

বিস্ফোরণটা এতো কাছে হলো যে মুহূর্তের জন্যে ফেরুবিন মনে করলেন তিনি বোধহয় আহত হয়েছেন। পথের ওপর শুয়ে পড়লেন তিনি, মাথা নিচু করে নিঃসাড় পড়ে রইলেন। আরেকটা আওয়াজ হলো গুলির। তাঁর ডান দিকে একটা গুডস্ ট্রেনের আড়ালে হারিয়ে গেল টর্চ হাতে একজন লোক। মাথা তুলতে যাবেন, এই সময় তাঁর বাঁ দিক থেকে উজ্জ্বল টর্চের আলো এসে পড়ল মুখে।

'ও, আপনি···কমরেড ফেরুবিন!'

গলার আওয়াজটা চিনতে পারলেন ফেরুবিন। কে-জি-বি চীফ, জেনারেল তুর্গেনিভ।

দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন ফেরুবিন।

'এদিকে এসে দেখে যান,' বললেন জেনারেল। নিঃশব্দে তাঁর পিছু পিছু চললেন ফেরুবিন। এক্সপ্রেসের গা ঘেঁষে এগোলেন তাঁরা, খানিক দূর এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন একটা কুণ্ডলী পাকানো লাশের সামনে। লাশের মুখে টর্চের আলো ফেললেন জেনারেল। 'জি-আর-ইউ-র সেরেভ ও,' রূঢ় কণ্ঠে বললেন জেনারেল তুর্গেনিভ। 'স্যাবোটার—হাতে ওটা কি রয়েছে দেখছেন? গ্রেনেড। কোচে ফিট করতে যাচ্ছিল।' হঠাৎ ভুরু কুঁচকে ফেরুবিনের দিকে তাকালেন তিনি। 'আপনি এখানে কি

করছিলেন ?'

'ইন্সপেকশনের জন্যে এসেছিলাম...'

গুডস্ ট্রেনের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া লোকটাকে দেখেন নি ওঁরা। লোকটা এখন স্টেশনের বাইরে চলে গেছে। হন হন করে হাঁটছে সে। এখুনি বাড়ি ফিরতে হবে তাকে। রিপোর্ট করতে হবে ওয়াশিংটনে।

মন্ট্রিল। বার্টন রুজের এগারোতালায় বসে মস্কো মার্সেলিং ইয়ার্ডের ঘটনাটা শুনল বেন। বিস্তারিত বর্ণনা দেয়ার পর অ্যাডমিরাল বললেন, 'ব্যাপারটা কাকতালীয়ও হতে পারে। কিন্তু লক্ষণ যে ভালো নয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ফেরুবিন যখন স্টেশনে, সেখানে তখন জেনারেল তুর্গেনিভ কেন ? আগের রিপোর্টেও জানা গেছে, অন্ততঃ আরো দু'বার স্টেশনে ঘুর ঘুর করতে দেখা গেছে জেনারেলকে। প্রতিবারই ফেরুবিন সেখানে হাজির ছিলেন।'

'তার মানে ফেরুবিনের অর্থাৎ আংকেলের ওপর সন্দেহ হয়েছে ওদের,' বলল বেন। 'তাঁর সময় হয়ত শেষ হয়ে আসছে।'

পরবর্তী ক্যাসেট সংগ্রহ করার তারিখ ছিল তেসরা ডিসেম্বর, বুধবার। এটা নিয়ে বারোটা ক্যাসেট সংগ্রহ করবে নেবুলাস। দু তারিখ মঙ্গলবারে জুরিখে, হোটেল সুইজারহফে উঠেছে বেন। আগামীকালের ক্যাসেটে জেনারেল লিওনিদ সুখনভের ব্যাপক সামরিক মহড়ার খবর থাকবে, এবং সে-খবর জানার পর প্রেসিডেন্ট পশ্চিম জার্মানীতে এয়ারফোর্স পাঠাবেন, এসব কিছুই জানা ছিল না তার।

সেরেনা মার্সল্যাণ্ড এবং কর্ণেল রেজনিক এরই মধ্যে পৌঁছে গেছে বাজ্‌লে, এবং আগে যে-সব হোটেলে উঠেছিল তারা সেগুলোকে এড়িয়ে

গিয়ে নতুন আরেকটা হোটেলে উঠেছে তারা। কাল সকালে মস্কো এক্স-প্রেস বাজ্‌ল হপ্টবাহানহফে এসে পৌঁছুবে।

ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অ্যাডমিরাল, ইমার্জেন্সী দেখা না দিলে মন্ট্রিল ছেড়ে কোথাও যাবেন না তিনি। ওদিকে সুইস কাউন্টার এস-পিওনাজ চীফ কর্ণেল লিওন মেঙ্গারের সাথে দেখা করাটা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। নেবুলাসের স্টাফরা বাজ্‌ল আর জুরিখে এতো বেশি ঘন ঘন আসা যাওয়া করছে যে সুইস কাউন্টার এসপিওনাজের সন্দেহ না জেগেই পারে না। ব্যাপারটা বেশিদুর গড়াবার আগেই একটা কিছু করতে হয়। অগত্যা একটা পরিচিতি পত্র দিয়ে কর্ণেল লিওন মেঙ্গারের সাথে দেখা করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি বেনকে।

ছুই তারিখ সকালেই রওনা হয়ে গেল বেন। রওনা হবার আগে ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিল সে।

রাশভারি গাম্ভীর্যের সাথে বেনকে অভ্যর্থনা জানালেন কর্ণেল লিওন মেঙ্গার। মাত্র চল্লিশ বছর বয়স, দীর্ঘ সুঠাম শরীর, পরনে গাঢ় নীল রঙের স্যুট, অ্যাডমিরালের চিঠিটা পড়ে তাঁর ভাবলেশহীন চেহা-রায় কোনো পরিবর্তন ঘটল না। ধূমায়িত কফিতে চুমুক দিয়ে তিনি বল-লেন, 'আপনাদের মুভমেন্ট সম্পর্কে অনেক আগেই খবর পেয়েছি আমি। কিন্তু বিশেষ মাথা ঘামাই নি, কারণ জানি আমাদের কোনো ক্ষতি আপনারা করবেন না। তাছাড়া, নিজের ঘায়েই পাগল হবার দশা হয়েছে আমার।'

'কি রকম? অবশ্য অনধিকার চর্চা হয়ে গেলে মাফ করবেন

সাথে সাথে কোনো উত্তর দিলেন না কর্ণেল লিওন মেঙ্গার। কাপে চুমুক দিয়ে একটা সিগার ধরালেন তিনি। 'আপনি যখন এসেই পড়ে-ছেন, তখন আপনার মাধ্যমে আমি অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের

কাছ থেকে ছোট্ট একটা সাহায্য চাইব। সাহায্য পাবো কিনা তা আপনিও হয়ত বলতে পারবেন। সেজন্যেই ব্যাপারটা আপনাকে খুলে বলার প্রয়োজন বোধ করছি।'

আগ্রহের সাথে জানতে চাইল বেন. 'বলুন। সম্ভব হলে নিশ্চয়ই সাহায্য করব আমরা।'

'আমাদের বিশ্বাস করার কারণ ঘটেছে যে আনডারম্যাট এলাকায় বড় ধরনের একটা কম্যুনিস্ট সেল কিংবা হয়ত কোনো স্যাবোটাজ টীম তৎপরতা শুরু করেছে। ওই শহরে তদন্ত করতে গিয়ে মারা পড়েছে আমার লোক—রোন গ্লেসিয়ার। একটা আইস টানেলের ভেতর পাওয়া গেছে তার লাশ। স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু ফোরেনসিক টীম পরীক্ষা করে তার খুলির গোড়ায় ছোট্ট একটা হাইপডারমিক ফুটো আবিষ্কার করেছে। এখনও আমরা জানি না ঠিক কি বিষ পুশ করা হয়েছিল।'

অপেক্ষা করছে বেন।

'এরপর দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটা ঘটে,' আবার শুরু করলেন কর্নেল মেঙ্গার। 'এবারও আমার একজন লোককে ওখানে হারাই আমি। একই পদ্ধতিতে খুন করা হয়েছে তাকেও।'

'কিন্তু ঠিক কিভাবে সাহায্য করতে পারি আমরা…'

'নতুন মুখ দরকার, সুইস নয়, বিদেশী কেউ,' বললেন কর্নেল। 'একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে, আমাদের সব লোককে চেনে ওরা, যাকেই পাঠাব, সাথে সাথে টার্গেট হয়ে যাবে সে। এই পরিস্থিতিতে একজন অপারেটর ধার চাই আমি। সম্ভব?'

চিন্তায় পড়ে গেল বেন। নেবুলাসে যারা কাজ করছে তাদের পক্ষে অন্য কোনো কাজে জড়িয়ে পড়া কোনোমতেই উচিত হবে না।

হাতের কাছে এমন কেউ এই মুহূর্তে নেইও যাকে আনডারম্যাটে পাঠানো যায়। অথচ কর্ণেলকে নিরাশ করাও উচিত হবে না। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা কথা মনে পড়ে গেল।

'আমাদের হাতে এই মুহূর্তে লোক নেই, কর্ণেল,' বলল বেন। 'কিন্তু আপনার আপত্তি না থাকলে ভদ্রলোককে অনুরোধ করে দেখতে পারি আমি, তিনি হয়ত লোক দিয়ে সাহায্য করতে পারবেন আপনাকে। ভদ্রলোককে আপনিও চেনেন, আমারও তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল কর্ণেলের। বোঝা গেল, অসন্তুষ্ট হয়েছেন তিনি। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'ধন্যবাদ। তার কোনো দরকার নেই। চেষ্টা করলে হয়ত সরাসরি সাহায্য করতে পারবে এমন বন্ধু পাবো আমি।' একটু থেমে আবার তিনি বললেন, 'আমিও চিনি···জানতে আগ্রহ হচ্ছে, কার কথা বলতে যাচ্ছিলেন আপনি?'

অপ্রতিভ বোধ করছে বেন। ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল, 'প্রসঙ্গটা এখানেই শেষ হোক, কর্ণেল। তার নাম শুনে কি লাভ? আমি আপনাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিতে পারলাম না বলে সত্যি দুঃখিত। তবে, প্রস্তাবটা আপনি অ্যাডমিরালকে দিতে পারেন, তিনি হয়ত কোনো উপায় বের করতে পারবেন।'

'ধন্যবাদ,' আগের চেয়ে গম্ভীর দেখাল কর্ণেলকে। 'এ-ব্যাপারে তাঁকে আর আমি বিরক্ত করতে চাই না। একজনের কথা মনে পড়ছে, দেখি, তার সাথে যোগাযোগ করা যায় কিনা।' ইন্টারকমের দিকে হাত বাড়ালেন তিনি।

লজ্জায় অধোবদন হয়ে বসে থাকল বেন। বুঝতে পারছে, আনাড়ীর মতো গোটা ব্যাপারটা লেজে গোবরে করে ফেলেছে সে। কর্ণেল যে তার ওপর চটে গেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ইণ্টারকমের সুইচ অন করে কথা বললেন কর্ণেল, 'খবর নিয়ে দু'-ঘণ্টার মধ্যে জানাও রানা এজেন্সীর চীফ এই মুহূর্তে কোথায় আছেন।'

'মাসুদ রানা!' একটা ঢোক গিলল বেন নেলসন।

'হ্যাঁ,' গম্ভীর সুরে বললেন কর্ণেল, 'আমার প্রিয়পাত্র। তাকে পাওয়া গেলে তার কাছ থেকেই সাহায্য চাইব আমি। এর আগেও অনেক ব্যাপারে তার সাহায্য পেয়েছি। অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোক, অযথা সব ব্যাপারে নাক গলায় না…'

একটা হাত তুলে কর্ণেলকে থামতে অনুরোধ করল বেন। বলল, 'দোহাই আপনার, রানার সুখ্যাতি আমাকে শোনাবার দরকার নেই। কর্ণেল, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন! আমি তো ওর কথাই তখন বলতে যাচ্ছিলাম আপনাকে।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল কর্ণেলের চেহারা। 'তাই নাকি! ভেরি গুড! সে এখন কোথায়, জানেন?'

'বোধহয় ঢাকাতেই,' বলল বেন। 'আপনার ফোনটা যদি ব্যবহার করতে দেন, একটা লং ডিসট্যান্স কল বুক করতে চাই…'

'গো অ্যাহেড,' বললেন কর্ণেল।

রিসিভার তুলে অপারেটরকে ঢাকার একটা নাম্বার দিল বেন। প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো ওকে। তারপর পাওয়া গেল লাইন। রানা এজেন্সীর হেডকোয়ার্টার থেকে কথা বলছে রানা।

কুশলাদি বিনিময়ের পর ছোট্ট একটা ভূমিকা করল বেন, তারপর রানার সাথে কথা বলার জন্যে রিসিভারটা তুলে দিল কর্ণেল মেঙ্গারের হাতে।

ওদের কথাবার্তার ধারা লক্ষ্য করে পরিষ্কার বুঝল বেন, রানাকে শুধু স্নেহ নয়, সেই সাথে শ্রদ্ধাও করেন কর্ণেল। ব্যক্তিগত আলাপ

শেষ করে সাংকেতিক ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন তিনি, এই ভাষা তিনি এবং রানা ছাড়া আর কারো বোঝার সাধ্য নেই।

কর্ণেলকে সাহায্য করতে হবে শুনে বেজার হলো না রানা, বরং খুশিই হলো। মাঝে মধ্যে সাহায্যের প্রয়োজন রানা এজেন্সীরও হয়, তখন অনেক কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সই তাদের সাধ্যমতো করে থাকে, সেগুলোর মধ্যে সুঁইস এসপিওনাজও একটা। সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল রানা।

ঢাকায় বসে একটা লং ডিসট্যান্স কল বুক করল রানা। ঘণ্টাখানেক পর লাইন পাওয়া গেল। অপরপ্রান্তে নীলনয়না সুফিয়া, রানা এজেন্সীর লণ্ডন ব্রাঞ্চ থেকে কথা বলছে। তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে তিন মিনিট সময় নিল রানা। সবশেষে সুফিয়ার প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলল, 'হ্যাঁ, আনডারম্যাট।' যোগাযোগ কেটে দিল ও।

সেবারই বাজ্‌ল হপ্টবাহানহফে 'স্টুয়ার্ড' ডেডরিকের কাছ থেকে বারো নম্বর ক্যাসেটটা পেয়েছিল সেরেনা মার্সল্যাণ্ড। আর এই বারো নম্বর ক্যাসেটেই মার্শাল লিওনিদ সুখনভের ব্যাপক সামরিক তৎপরতা সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে সতর্ক করে দিয়েছিল আংকেল। এবং পরদিন সকালে পশ্চিম জার্মানীর আকাশ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল ঝাঁক ঝাঁক মার্কিন প্লেনে।

ঘটনাটা সারা দুনিয়া জুড়ে হৈ-চৈ তুলল।

মস্কো। শুক্রবার, পাঁচই ডিসেম্বর।

পলিট ব্যুরোর জরুরী মিটিং রাত আটটায়। ক্রেমলিনের প্রকাণ্ড গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল অসংখ্য জিল লিমুসীন। ড্রাইভাররা সবাই কে-

জি-বির লোক, প্রত্যেকের মাথায় ছোটো কার্ণিশের চ্যাপ্টা হ্যাট, পরনে নীল ওভারকোট। সবার আগে এসে পৌঁছুলেন লিওনিদ তালিন, ফার্স্ট সেক্রেটারী। তারপর এলেন কে-জি-বি চীফ জেনারেল তুর্গেই তুর্গেনিভ, ট্রেড অ্যাণ্ড কমার্স মিনিস্টার আনাতোলি ফেরুবিন।

আটটা বাজতে তিন মিনিট বাকি থাকতে সবার শেষে এলেন মার্শাল লিওনিদ সুখনভ। রোজকার মতো কমপ্লিট ইউনিফর্ম পরে এসেছেন তিনি, মেডেল আর পদকে তাঁর কাঁধ আর বুক ঝলমল করছে। বিশাল শরীর নিয়ে তিনি আসন গ্রহণ করতেই সেক্রেটারী লিওনিদ তালিন সভার কাজ শুরু করে দিলেন।

শুরুতেই প্রকট হয়ে দেখা দিল মধ্য আর চরম পন্থীদের দ্বন্দ্ব। আজকের পরিস্থিতি মধ্যপন্থীদের অনুকূলে, মার্শাল সুখনভ আর তাঁর সমর্থকদের বিরুদ্ধে সুতীক্ষ্ণ শর ছুঁড়তে কার্পণ্য করলেন না তাঁরা। ঝাড়া একটি ঘণ্টা চুপচাপ বসে প্রতিপক্ষের কড়া অভিযোগ শুনে গেলেন মার্শাল সুখনভ।

'মার্শাল সুখনভ, এসবের জন্যে এককভাবে আপনিই দায়ী! আমেরিকাকে অ্যাকশন নিতে প্ররোচিত করেছেন আপনি…পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশগুলোর মনোবল এর ফলে আশংকাজনকভাবে বেড়ে গেছে …ফ্রান্স আর ইটালিতে আমাদের কমরেডরা অনেক কষ্টে তাদের সরকারের ভেতর অনুপ্রবেশ করার একটা পরিবেশ তৈরি করেছিল, আপনি সেটা নষ্ট করেছেন…আপনার পরিকল্পনাটা নিছক নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই ছিল না, পুরো এক দশক পিছিয়ে গেছি আমরা…'

ঝানু রাজনীতিক না হলেও, মার্শাল সুখনভ একজন যোদ্ধা তো বটেন। যখন সময় এলো একজন দক্ষ জেনারেলের মতোই পাল্টা আক্রমণ করলেন তিনি। প্রচুর সময় নিয়ে একটা ফোল্ডার খুললেন

তিনি, সেটা থেকে টাইপ করা একটা রিপোর্ট বের করে রাখলেন পালিশ করা চকচকে টেবিলের ওপর। ধীর, গম্ভীর গলায় বললেন, 'এখানে আমার কাছে হাইলি সিক্রেট একটা রিপোর্ট রয়েছে। এটা তৈরি করেছেন আমার কমরেড জেনারেল তুর্গেনিভের ডিপুটি, কর্ণেল রুবল। কমরেড তুর্গেনিভের কাছেও রয়েছে এই রিপোর্টের একটা কপি। আপনারা জানেন, জি-আর-ইউ এবং কে-জি-বির মাঝখানে লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে কাজ করছেন কর্ণেল রুবল, বিষয়টা এতো বেশি বিপজ্জনক যে তিনি সরাসরি রিপোর্ট করেছেন আমার কাছে। এখন সেই রিপোর্টটা...'

'এক মিনিট!' বাধা দিলেন ফার্স্ট সেক্রেটারী তালিন। ভদ্রলোক-কে ঠিক লম্বা বলা যায় না, শক্তিশালী কাঠামো, বয়স ষাট। কানের ছ'পাশের সমস্ত চুল সাদা, মাথার মাঝখানে চকচকে টাক। জেনারেল তুর্গেনিভের দিকে তাকালেন তিনি, ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠেছে। জান-তে চাইলেন, 'জেনারেল তুর্গেনিভ, এই রিপোর্ট সম্পর্কে আপনি নিজে কথা বলতে চান, নাকি মার্শাল...?'

ঘন ভুরুর ভেতর থেকে মার্শাল সুখনভের দিকে তাকিয়ে আছেন কে-জি-বি চীফ জেনারেল তুর্গেনিভ; চেহারাটা গম্ভীর, থমথম করছে। 'রিপোর্টের বিষয়বস্তু মার্শাল প্রকাশ করুন, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

'আমি তাহলে শুরু করি,' গমগম করে উঠল মার্শাল সুখনভের কণ্ঠস্বর। 'ন্যাটো শক্তি আর আমাদের সীমান্ত থেকে কয়েক শো মাইল দূরে অনুষ্ঠিত হয়েছে অপারেশন থাণ্ডারস্ট্রাইক—কাজেই, তথাকথিত দাঁতাতের শর্ত পূরণের জন্যে অপারেশনের কথা ন্যাটোকে জানাবার প্রয়োজন দেখা দেয়নি। মহড়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য আঁচ করার সাধ্য মার্কিন

স্পাই স্যাটেলাইটগুলোরও নেই, আকাশ থেকে সাইন-পোস্টগুলো পড়তে পারে না ওরা। অথচ!' নাটকীয় ভঙ্গিতে কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলেন মার্শাল, তারপর আবার শুরু করলেন, 'অথচ অপারেশন শেষ হতে না হতেই পশ্চিম ইউরোপে ব্যাপক সামরিক সাহায্য এবং সৈন্য পাঠিয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট। প্রশ্ন হলো...'

'এক্সকিউজ মি,' বাধা দিলেন সেক্রেটারী তালিন, 'এসব কথা বলে আপনি ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন...' অসহায় একটা ভঙ্গি করলেন তিনি। 'মার্শাল, আপনি কি দয়া করে আসল পয়েন্টে আসতে পারেন না?'

'পারি,' গুরুগম্ভীর মেঘের ডাকের মতো শোনাল মার্শালের গলার আওয়াজ। 'এখানে আমরা যারা উপস্থিত রয়েছি, তাদের মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতক আছে—খবরটা সে-ই জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে।'

বোমাটা ছেড়ে নিজের আসনে বসে পড়লেন মার্শাল সুখনভ। রুদ্ধদ্বার সভাকক্ষ প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো।

'অসম্ভব!' তীব্র সুরে প্রতিবাদ জানালেন আনাতোলি ফেরুবিন। 'এ-ধরনের অবাস্তব প্রলাপ আমরা শুনতে চাই না।'

'আপনার অভিযোগ গুরুতর, মার্শাল,' ঠাণ্ডা গলায় বললেন সুস-লভ পাভেল। পার্টির উপদেষ্টা তিনি, রোগা-পাতলা প্রায়-রুগ্ন চেহারা, কিন্তু পার্টির নীতি ব্যাখ্যা এবং দার্শনিক তত্ত্ব যোগান দিতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। এক বছর আগে পলিট ব্যুরোর সদস্যদের সাথে ইনিও প্রাগ সফরে গিয়েছিলেন, উপস্থিত ছিলেন আমেরিকান দূতাবাসের পার্টিতে (ওই পার্টিতেই রেজনিকের পকেটে ভরে দেয়া হয়েছিল প্রথম ক্যাসেটটা)। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলেন না, তাই অনেকেরই চোখ

এড়িয়ে যান তিনি। সেক্রেটারী তালিন, তাঁর জীবনের অর্ধেকটা সময় মধ্য আর চরম পন্থীদের দ্বন্দ্ব নিরসনে ব্যয় করেছেন, আবারও তিনি নাক গলালেন।

'আপনার অভিযোগ আপনি প্রমাণ করতে পারবেন, মার্শাল সুখনভ?' জানতে চাইলেন তিনি।

'অযথা প্রতিবাদ করে আসল সত্য চাপা দেয়া যায় না,' বললেন মার্শাল। 'প্রমাণ? হ্যাঁ, তাও আছে।' ফোল্ডার থেকে এক বাণ্ডিল কাগজ বের করলেন তিনি। 'গত বছর আমাদের অ্যাকশন আর আমেরিকার রি-অ্যাকশন চুলচেরা বিশ্লেষণ করে আরো একটা রিপোর্ট তৈরি করেছেন কর্ণেল রুবল। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, প্রতিটি ক্ষেত্রে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আমাদের অতি গোপনীয় সিদ্ধান্তগুলো সম্পর্কে কিভাবে যেন জেনে ফেলেন, অন্ততঃ তাঁর রি-অ্যাকশন দেখে তাছাড়া আর কিছু মনে করার উপায় নেই। এর একটাই অর্থ হতে পারে—একজন টপ-লেভেল ইনফরমার···

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন জেনারেল তুর্গেনিভ। 'রিপোর্টটা পড়েছি আমি,' হঠাৎ করে শুরু করলেন তিনি। 'পড়ে বিশ্বাস এবং উপলব্ধি করেছি, অভিযোগটা অহেতুক নয়। প্রমাণগুলো আনুমানিক হলেও, যে-সব লক্ষণ দেখে সেগুলো অনুমান করা হয়েছে সেগুলো নিরেট বাস্তব। কাজেই, আমি প্রস্তাব করছি, এই মুহূর্তে একটা টাস্ক ফোর্স গঠন করে ব্যাপারটা তদন্ত করার ব্যবস্থা হোক। টাস্ক ফোর্সে আমরা থাকবঃ ফার্স্ট সেক্রেটারী তালিন, আমি, এবং মার্শাল সুখনভ···'

'কিন্তু তার আগে ওই রিপোর্টটা সম্পর্কে জানতে হবে আমাদের। এভাবে···' কথা শেষ করতে পারলেন না আনাতোলি ফেরুবিন।

তাকে বাধা দিয়ে ফার্স্ট সেক্রেটারী তালিন বললেন, 'আমি প্রস্তাব

করছি, জেনারেল তুর্গেনিভের প্রস্তাবটা ভোটে দেয়া হোক।'

সামান্য কিছু বেশি ভোট পেয়ে পাস হয়ে গেল জেনারেল তুর্গেনিভের প্রস্তাব। শোরগোলের মধ্যে সভার সমাপ্তি ঘোষণা হলো। সভাকক্ষ থেকে একে একে বেরিয়ে গেলেন সদস্যরা, ভেতরে রয়ে গেলেন শুধু তিনজন—ফার্স্ট সেক্রেটারী তালিন, মার্শাল সুখনভ এবং জেনারেল তুর্গেনিভ।

শুরু হলো আংকেলকে খুঁজে বের করার কাজ।

পাঁচ

মন্ট্রিল, কানাডা। বাটনরুজের এগারো তলায় নেবুলাসের অফিস।

ভারি গলায় অ্যাডমিরাল বললেন, 'আমি চাই, এবার তোমরা আগের চেয়েও বেশি সতর্কতা অবলম্বন করো।' একটা চুরুট ধরালেন তিনি। তাঁর ডেস্কের সামনে বসে রয়েছে বেন নেলসন আর সেরেনা মার্সল্যাণ্ড। 'আমার মন বলছে, নেবুলাসের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠেছে। বিপদের গন্ধ পাচ্ছি আমি।'

আজ তেসরা জানুয়ারী, সোমবার। পাঁচ তারিখ বুধবারে সুইজারল্যাণ্ডের বাজ্‌ল থেকে সংগ্রহ করবে ওরা তেরো নম্বর ক্যাসেট।

'গতবার দু'জন লোক নাক গলিয়ে ছিল,' আবার বললেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। 'কে-জি-বি ছাড়া আর কে হতে পারে?'

'কিন্তু ওদেরকে তো রেজনিক ব্যর্থ করে দেয়, স্যার!' বলল সেরেনা।

'তুমি কি মনে করো কে-জি-বি-তে শুধু ওই দু'জন লোকই ছিল, আর নেই ?' সেরেনার কথায় বিরক্তই হয়েছেন অ্যাডমিরাল। নতুন রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, কে-জি-বি চীফ জেনারেল তুর্গেনিভ বারবার চেক করছে মস্কো রেলস্টেশন। নিশ্চয়ই কোনো সূত্র পেয়েছে সে। যে-কারণেই হোক, তার সন্দেহ হয়েছে। অত্যন্ত খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোক, সন্দেহ যখন একবার হয়েছে, এর পিছনে সত্যি কিছু আছে কিনা না দেখে ক্ষান্ত হবে না সে। আমি বলতে চাইছি, তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে বেশি দিন টিকে থাকা সম্ভব নয় আংকেলের। চার হাজার মাইল দূর থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি জেনারেল তুর্গেনিভ পলিট ব্যুরোর সমস্ত সদস্যের পেছনে লোক লাগিয়েছে, খবর নিচ্ছে···' হঠাৎ থামলেন তিনি, তারপর বললেন, 'আমি তোমাদেরকে আতংকিত করে তুলতে চাইছি না। আমি চাইছি, বিপদ হবেই ধরে নিয়ে কাজে হাত দেবে তোমরা এবার।'

'ঠিক আছে, স্যার···'

পরবর্তী আটচল্লিশ ঘণ্টা দুঃস্বপ্নের মধ্যে কাটল অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের।

বুধবার। হাত দুটো মুঠো পাকানো, কপালে চিন্তার রেখা, অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন অ্যাডমিরাল। জুরিখ ফ্লাইটের সময় এক ঘণ্টা আগেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আধ ঘণ্টা আগে শেষ বার এয়ারপোর্টে ফোন করেছিলেন তিনি। খারাপ আবহাওয়ার জন্যে জুরিখ ফ্লাইট পৌঁছুতে দেরি হবে, এর বেশি কিছু জানতে পারেন নি।

ফ্লাইট বা আবহাওয়ার কথা ভাবছেন না তিনি, তাঁর দুশ্চিন্তা বাজ্‌ল-এ কি ঘটল না ঘটল তাই নিয়ে। গতবার ওখানে গোলযোগ

হয়েছে, কথাটা মাথা থেকে সরাতে পারছেন না কিছুতেই।

রিস্টওয়াচ দেখলেন অ্যাডমিরাল। বিকেল চারটে। শেষবার এয়ার-পোর্টে ফোন করেছিলেন, তাও এক ঘণ্টা আগে। এগিয়ে গিয়ে ডেস্কের সামনে দাঁড়ালেন তিনি। ফোনের দিকে হাত বাড়াবেন, এই সময় খুলে গেল দরজা। ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন, দেখলেন দোর-গোড়ায় একা দাঁড়িয়ে রয়েছে বেন নেলসন। ঝড়ো কাকের মতো চেহারা হয়েছে বেনের। চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি। একটা অমঙ্গল আশংকা করে বুকটা দুলে উঠল অ্যাডমিরালের।

'তোমাদের ফ্লাইট পৌঁচেছে, এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করে আমাকে তা জানায় নি কেন ফ্রেড?' বেন দরজাটা বন্ধ করতেই প্রশ্ন করলেন অ্যাডমিরাল।

'টেলিফোন-সিস্টেমে কি একটা গোলমাল দেখা দিয়েছে...' বিড়বিড় করে বলল বেন। এগিয়ে গিয়ে ডেস্কের সামনে দাঁড়াল, পকেট থেকে বের করল তেরো নম্বর ক্যাসেটটা।

প্রথমেই যে প্রশ্নটা করা উচিত ছিল সেটা উচ্চারণ করতে ভয় করছে অ্যাডমিরালের। বেনকে একা, এবং ওর চেহারা দেখেই ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিয়েছেন তিনি। 'সেরেনা কোথায়?' রুদ্ধস্বরে জানতে চাইলেন তিনি।

টেপ-রেকর্ডারে ক্যাসেটটা ঢুকিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে অ্যাডমিরালের দিকে তাকাল বেন। 'বাজলে গোলাগুলি হয়েছে। সেরেনা হাসপা-তালে। বেঁচে যাবে।'

'মাই গড!' দ্রুত এগিয়ে এসে নিজের চেয়ারে বসলেন অ্যাডমি-রাল। 'তার মানে নেবুলাস খতম? সব ফাঁস হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর সুরে বলল বেন। 'সেরেনাকে দিয়ে কাজ করাবার প্রশ্নই

ওঠে না আর। রেজনিককেও বাদ দিতে হবে।'

'সব কথা খুলে বলো আমাকে।'

'আগে থেকে কিছুই টের পায়নি রেজনিক,' বলল বেন। 'দু'জন থুরথুরে বুড়োর ছদ্মবেশ নিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঘুরঘুর করছিল ওরা—নিশ্চয়ই কে-জি বি-র লোক। ডেডরিক ক্যাসেট নিয়ে স্লিপিং কার থেকে নিরাপদেই নেমে আসে। সেরেনার কাছে সেটা পাচার করে দিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে যায় সে। সেরেনা যখন ট্র্যান্স আলপাইন এক্সপ্রেসে চড়ছে ঠিক ওই সময় একজন বুড়ো গুলি করে। খালি প্ল্যাটফর্ম, কেউ ওদেরকে গুলি করতে দেখেনি। ভাগ্যিস হলরুম থেকে রেজনিক চোখ রেখেছিল সেরেনার ওপর, তা না হলে ক্যাসেটটা হারাতে হতো। হলরুম থেকে গুলি করে একটা বুড়োকে খুন করে ও। কিন্তু দ্বিতীয় লোকটা রেললাইন টপকে পালিয়ে যায়। রেজনিককে গুলি করতে দেখেছে সে।' একটু দম নিয়ে আবার শুরু করল বেন, 'সেরেনাকে হাসপাতালে পাঠাবার আগে তার ব্যাগ থেকে ক্যাসেটটা উদ্ধার করে রেজনিক। তারপর পুলিশের সাথে থানায় যায়। ওখান থেকে ফোন করে ও সুইস কাউণ্টার এসপিওনাজ চীফ লিওন মেঙ্গারকে। মেঙ্গারের নির্দেশে পুলিশ ওকে ছেড়ে দেয়। খবরটা প্রেসে যাবে, তবে প্রচার করা হবে যে রেজনিক আত্মরক্ষার জন্যে গুলি করেছিল। বুড়োর ছদ্মবেশ নেয়া লোক দু'জনের পরিচয় দেয়া হবে দুষ্কৃতকারী।'

চুরুট ধরাচ্ছেন অ্যাডমিরাল। মৃদু মৃদু কাঁপছে তাঁর হাত দুটো। নেবুলাস পুরোপুরি ধ্বংস হয়নি, মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন তিনি। এর চেয়ে আরো খারাপ কিছু ঘটতে পারত। মারা যেতে পারত সেরেনা, এমনকি রেজনিক এবং ডেডরিকও। খোয়া যেতে পারত ক্যাসেটটা। এসব কিছুই ঘটেনি। অন্য লোককে দিয়ে ক্যাসেট সংগ্রহের

কাজ হয়তো চালিয়ে যেতে পারবেন তিনি। বাজ্‌লে আরো লোক রাখতে হবে, যাতে শত্রুপক্ষ সুবিধে করতে না পারে।

'কেমন আছে সেরেনা?' জানতে চাইলেন তিনি।

'বুকে গুলি লেগেছে,' বলল বেন। 'কিন্তু ফুসফুস স্পর্শ করতে পারে-নি। আজই অপারেশন হবে। ডাক্তার বলেছেন, বেঁচে যাবে ও। রেজ-নিকের ব্যাক আপ টীম পাহারা দিচ্ছে ওকে।'

'হুঁ,' গম্ভীর চিন্তামগ্ন দেখাল অ্যাডমিরালকে। খানিক পর চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন তিনি। বললেন, 'ঠিক আছে, আগে শোনা যাক নতুন কি বলার আছে আংকেলের। তারপর নেবুলাসের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা যাবে।'

টেপ-রেকর্ডার অন করল বেন।

পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। চাপা গলায়, পরিষ্কার ইংরেজিতে কথা বলছে আংকেল। মিনিট খানেক তার কথা শোনার পর, ঘরের ভেতরটা যথেষ্ট গরম হওয়া সত্ত্বেও, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে যেন বরফ হয়ে গেলেন অ্যাডমিরাল। হাতের চুরুট কখন নিভে গেছে, খেয়াল নেই। চোখ দুটো হয়ে উঠেছে বিস্ফারিত। ডেস্কের কিনারা আঁকড়ে ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন তিনি।

'এখানে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে···আগামী রবিবার, জানুয়ারী নয় তারিখে, রুমানিয়া থেকে আমাকে প্লেনে তুলে নেবার ব্যবস্থা করুন···এতে ব্যর্থ হলে আমাকে আপনারা হারাবেন···এখানকার পরিস্থিতি চরম

রেকর্ডার বন্ধ করে অ্যাডমিরালের দিকে তাকাল বেন। উদভ্রান্ত ভাবটা দূর হয়ে গেছে তাঁর চেহারা থেকে। ধীরে সুস্থে নিভে যাওয়া

চুরুটে আগুন ধরালেন তিনি।

'রাইডারের সাথে দেখা করতে হয়, তাই না, স্যার?' নিচু গলায় জানতে চাইল বেন।

'রাইডার দেশে নেই,' শান্ত গলায় বললেন অ্যাডমিরাল। 'গতকাল হঠাৎ টোকিও গেছেন তিনি—তাইওয়ানকে নিয়ে নতুন একটা সংকট দেখা দিয়েছে। আজ বা আগামী কাল তাঁর ফেরার কোনো সম্ভাবনা নেই, কাজেই যা করার আমাদেরকেই করতে হবে...'

'কিন্তু করার আদৌ কিছু আছে কি?' অবাক হয়ে জানতে চাইল বেন। 'আজ বুধবার। অ্যাংকেল রোববারে প্লেনে চড়তে চাইছেন। এ তো অসম্ভব!'

'সেটা পরে বিবেচনা করা যাবে,' একটু চিন্তা করে বললেন অ্যাড-মিরাল। 'তার আগে শোনা যাক কি বলার আছে আংকেলের।'

আংকেল তার রিপোর্টে জানিয়েছে—গত কয়েক মাস ধরে পাওয়া তথ্য-প্রমাণ থেকে পলিট ব্যুরোর সদস্যরা প্রায় সবাই একমত হয় যে ক্রেমলিনের ওপর মহলে একজন ইনফরমার আছে। অবশেষে ফাটলের উৎস পলিট ব্যুরোর ভেতরই কোথাও আছে বলে অনুমান করা হয়। ইনফরমারকে খুঁজে বের করার জন্যে তিনজনের একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়, কমিটিতে থাকে মার্শাল সুখনভ, জেনারেল তুর্গেনিভ এবং ফার্স্ট সেক্রেটারী তালিন।

এরপর আংকেল বিশদভাবে জানিয়েছে কিভাবে তাকে উদ্ধার করতে হবে।

'...বুখারেস্টের ঠিক পশ্চিমে একটা এয়ারস্ট্রিপ আছে...ম্যাপ রেফারেন্স... ইত্যাদি ইত্যাদি...উদ্ধারকারী প্লেন নামবে রুমানিয়ান সময় সকাল সাড়ে এগারোটায়...কয়েকজন রুমানিয়ান নাগরিকের

সহযোগিতা পাওয়া যাবে···উদ্ধারকারী প্লেনের পাইলটকে অত্যন্ত দক্ষ হতে হবে···এই সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়েছে তা আমাকে জানাবার উপায়, ছয়ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার মস্কো টাইম সেভেনটিন আওয়ার্সে ভয়েস অফ আমেরিকা থেকে বাজাতে হবে ডেভ ব্রুবেকের "টেক ফাইভ" ···রিপিট, বৃহস্পতিবার, ছয়ই জানুয়ারী···সময়ের এদিক ওদিক হলে আমাকে হয়ত আপনারা হারাবেন···'

'অসম্ভব! অসম্ভব!' এদিক ওদিক মাথা নেড়ে হতাশা প্রকাশ করল বেন।

'কঠিন, স্বীকার করি,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'কিন্তু অসম্ভব বলছ কেন?'

'হাতে মাত্র চার দিন সময়, স্যার! আমরা এখানে নর্থ আমেরিকায় বসে রয়েছি! পুব ইউরোপ থেকে প্লেনে তুলে নিতে হবে আংকেলকে! কিভাবে তা ম্যানেজ করা সম্ভব?'

'কিভাবে সম্ভব তা আমি নিজেও জানি না,' ভারি গলায় বললেন অ্যাডমিরাল। 'কিন্তু জানি, আংকেলকে যেভাবেই হোক উদ্ধার করতে হবে। তিনি যে তথ্য আমাদেরকে দিতে পারবেন, কয়েক বিলিয়ন মার্কিন ডলার দিয়েও তার দাম পরিশোধ করা যাবে না। আমেরিকার অস্তিত্ব নিরাপদ করার জন্যেই ওই তথ্যগুলো আমাদের দরকার।'

'কিন্তু স্যার, আমাদের এই ইউনিট, নেবুলাসের পক্ষে কাজটা সম্ভব নয়! বাজ্‌লে ওদের তৎপরতা দেখে বোঝা যাচ্ছে, নেবুলাস ওদের কাছে এখন আর কোনো গোপন ব্যাপার নয়। আমিও যে ওদের চোখে ধরা পড়ে যাই নি, তাই বা কে বলবে?'

ওপর-নিচে মাথা দোলালেন অ্যাডমিরাল। 'নেবুলাসের অস্তিত্ব প্রকাশ পেয়ে গেছে ধরে নিয়েই আংকেলকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করতে

হবে আমাদের।'

'তার মানে নতুন ইউনিট?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল বেন। 'এই কাজের জন্যে রেডিমেড লোক আপনি হুট করে পাচ্ছেন কোথায়, স্যার? হাতে মাত্র চার দিন সময়, ওদিকে দ্রুত একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ইউরোপের এয়ারপোর্টগুলো। অসম্ভব স্যার! অন্ততঃ আমি তো কোন উপায় দেখছি না।'

'রেডিমেড লোক...' বিড় বিড় করলেন অ্যাডমিরাল। 'রেডিমেড লোক...' বিদ্যুৎ চমকের মতো একজনের কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। পরমুহূর্তে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন তিনি। ধীরে ধীরে চোখ দুটো বুঁজে গেল তাঁর।

মাসুদ রানার কথা ভাবছেন অ্যাডমিরাল। এর আগে যতো বার তিনি রানার কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছেন, সানন্দে সাহায্য করেছে তাঁকে রানা। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। বর্তমান কেসে দুটো সুপার পাওয়ার জড়িত। সোভিয়েট রাশিয়ার একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে দেশ থেকে পালাতে সাহায্য করতে চাইছে আমেরিকা। বাংলাদেশ সব সময় নিজের নিরপেক্ষতা বজায় রেখে এসেছে। কাজটা কি শুনলেই রানা হয়ত বেঁকে বসবে। কোনো কারণ ছাড়া একটা সুপারপাওয়ারের বিরুদ্ধে কিছু করতে রাজি হবে না সে। অথচ পরিস্থিতিটা নিয়ে যতোই ভাবছেন, ততোই রানার সাহায্য একান্তভাবে প্রয়োজন বলে উপলব্ধি করছেন তিনি। আংকেলকে উদ্ধার করতে হলে জীবন বাজি রাখতে হবে, আর থাকতে হবে পুব এবং পশ্চিম ইউরোপ-জোড়া পরিচিতি, এবং শুধু পেশীর জোর নয়, থাকতে হবে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেবার যোগ্যতা, উপস্থিত বুদ্ধি, চমকপ্রদ কৌশল উদ্ভাবনের ক্ষমতা। অতীতে অনেক ঘটনার মাধ্যমে রানা একাধিকবার

প্রমাণ করেছে, এসবই তার আছে। তার ওপর, রানাকে যতোটা বিশ্বাস করেন তিনি, আর কাউকে তার সিকি ভাগও করেন কিনা সন্দেহ।

কিন্তু রানাকে রাজি করানো অসম্ভব। অনুরোধে কাজ হবে না। চাপ প্রয়োগে? নিজের বোকামি উপলব্ধি করে লজ্জা পেলেন অ্যাডমিরাল। জানেন, চাপের মুখে নতি স্বীকার করবার পাত্র আর যেই হোক, রানা নয়। তাহলে? হঠাৎ মনে হলো, কাউকে সুপারিশ ধরলে কেমন হয়? কাকে ধরা যেতে পারে···? যতটুকু জানেন, মাত্র একজনের কথা ফেলতে পারে না রানা। তিনি মেজর জেনারেল রাহাত খান। তাঁর বন্ধু, রানার বস। রাহাতকে ধরবেন নাকি? রাহাতও রাজি হবে বলে মনে হয় না, তবে চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি!

মনস্থির করে ফেললেন অ্যাডমিরাল। রানার সাহায্যের জন্যে রাহাত খানের সুপারিশ চাইবেন তিনি। প্রস্তাবে তিনি বলবেন, এই কাজটায় বাংলাদেশ যদি সাহায্য করে, আমেরিকা তার বিনিময়ে বাংলাদেশের মস্ত কোন উপকার করে দেবে। এমন একটা উপকার, যাতে দশ বছর এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

ধীরে ধীরে চোখ মেললেন অ্যাডমিরাল। বেন লক্ষ্য করল, বসের চোখ দুটো কিসের প্রত্যাশায় যেন জ্বলজ্বল করছে।

'বেন, রানা এখন কোথায়, জানো?'

'সম্ভবতঃ ঢাকায়, স্যার।' দ্রুত উত্তর দিল বেন। রানার নামটা কানে ঢোকা মাত্র অদ্ভুত আশার দোলা অনুভব করল বুকে। খানিক আগে পর্যন্ত ভাবছিল সে, অ্যাডমিরাল রানার কথা তুলছেন না কেন।

'ওর সাথে কথা বলব আমি,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন অ্যাডমিরাল। কামরার দ্বিতীয় দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। দরজাটা দিয়ে নেবুলাসের দ্বিতীয় কামরায় যাওয়া যায়। বেন, রেজনিক বা সেরেনা

ওখানে কখনো ঢোকেনি। ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন অ্যাডমিরাল। একটা টেবিল সামনে নিয়ে বসে আছে একজন এক্স-সী-গোয়িং ক্যানাডিয়ান, শিল্পপতি উইলিয়াম রজার্স অ্যাডমিরালকে ধার হিসাবে দিয়েছেন এই লোক। লোকটা এক সময় ক্যানাডিয়ান ইন্টেলিজেন্সে কাজ করত। কামরার ভেতর দুটো টেবিল, একটায় রয়েছে শক্তিশালী ট্র্যান্সমিটার, আরেকটায় রয়েছে কোডিং মেশিন—দ্বিতীয়টা অ্যাডমিরাল নিজে ব্যবহার করেন। শত বিশ্বস্ত হলেও, এ পর্যন্ত নেবুলাসের কোনো স্টাফকে দেখার অনুমতি পায়নি ক্যানাডিয়ান অপারেটর।

অ্যাডমিরালকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা।

পাশে আরেকটা কামরা আছে, সেখানেই যাত্রিযাপন করে সে। ইশারায় সেই কামরার দরজা দেখিয়ে অ্যাডমিরাল বললেন, 'আমি নিজেই একটা মেসেজ পাঠাব।'

নিঃশব্দে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল লোকটা।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। হেড অফিস ঢাকা।

ধীরে, দৃঢ় পদক্ষেপে নিজের অফিসে ঢুকল মাসুদ রানা। গম্ভীর থমথমে চেহারা। মাথায় চওড়া কার্ণিশের হ্যাট, পরনে জীনসের ট্রাউজার, আস্তিন গুটানো সাদা পপলিনের শার্ট।—কাউবয়ের পোশাক। এক টানে দেরাজ খুলে ভেতরে হাত ভরল ও। হোলস্টার বের করে পেঁচিয়ে নিল কোমরে, পরীক্ষা করে নিল রিভলভারটা। এগিয়ে এসে প্রচণ্ড এক লাথি মারল দরজায়। দড়াম করে খুলে গেল সেটা। বেরিয়ে এলো করিডোরে। চোখে মুখে বেপরোয়া একটা ভাব নিয়ে করিডোরের দু'দিকে তাকাল ও। কেউ নেই। দৃঢ় পায়ে এগোল ও। সোজা মেজর জেনারেল রাহাত খানের চেম্বারের দিকে।

আউটার রুমে বসেছিল ইলোরা, মেজর জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটারী। রানার রণমূর্তি দেখে আঁতকে উঠল সে, তড়াক করে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। চিৎকার করতে যাবে, এই সময় এক ঝটকায় হোলস্টার থেকে রিভলভারটা বের করে তার দিকে তাক করল রানা। ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করল ইলোরা, ধপ করে বসে পড়ল আবার চেয়ারে।

'কোনো আওয়াজ নয়···খুন করে ফেলব!' কঠিন স্বরে সতর্ক করে দিয়ে দৃঢ় পায়ে এগোল রানা। নক না করেই ঢুকে পড়ল রাহাত খানের চেম্বারে।

খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছেন রাহাত খান। দরজা খোলার শব্দ হতে ভুরু কুঁচকে উঠল তাঁর। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন তিনি।

রাহাত খান ঘাড় ফেরাচ্ছেন, এই সময় গুলি করল রানা। অব্যর্থ লক্ষ্য—সোজা গিয়ে কপালে লাগল গুলি। দু'সারি দাঁতের মাঝখানে ধরা পাইপটা খসে পড়ল। চরকির মতো আধপাক ঘুরে দাঁড়িয়েই লাফ দিয়ে দরজা টপকে চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলো রানা। রিসেপশনে দেখল না ইলোরাকে। দৌড়াল ও। করিডোরে বেরিয়ে এসেই মুখোমুখি হলো সোহেলের। দুম করে তার নাকে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল রানা। 'বাবারে! মারে!' করে চেঁচিয়ে উঠল সোহেল। ছিটকে পড়ে গেছে করিডোরের মেঝের ওপর। তাকে টপকে ছুটল রানা। নিজের কামরায় ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজাটা। ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করল ও। ধপাস করে বসে পড়ল চেয়ারে।

'শালা ফাঁকি মারা হচ্ছে!' রানার কামরায় ঢুকেই বলল সোহেল।

স্লিপ প্যাড থেকে কাগজ ছিঁড়ল একটা। সেটার একটা প্রান্ত সরু করে পেঁচিয়ে ঢুকিয়ে দিল রানার নাকে।

'হ্যাঁচ্চো!' প্রচণ্ড একটা হাঁচি দিয়ে ধড়মড় করে চেয়ারের ওপর সোজা হয়ে বসল রানা। টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিল এতোক্ষণ। সোহেলকে হাসতে দেখে পিত্তি জ্বলে গেল ওর। হাতটা লম্বা করে দিয়ে ধরতে যাবে, বিদ্যুৎ গতিতে সরে গেল সোহেল।

'ধরা পড়ে গেছিস, এখন তোর লজ্জায় মরে যাওয়া উচিত!' বলল সোহেল। 'হ্যাঁরে, রাতের বেলা কি করিস বলতো? চুরি করতে বের হোস? নাকি···যাই হোক, ব্যাপারটা বসকে রিপোর্ট না করে পারব না আমি। মাসে মাসে বেতন তো কম নাও না, কাজে তাহলে ফাঁকি দেয়া কেন, বাপু? ছি, ছি।'

মুচকি হাসল রানা। বলল, 'জানিস, কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, টেরই পাইনি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে···' হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল রানা।

'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি? এতো হাসির কি হলো? নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখেছিস। কাজ নেই, কম্ম নেই, হারামের পয়সা খাচ্ছ, দিবা স্বপ্ন তো দেখবেই...'

'কিন্তু কি স্বপ্ন দেখেছি তা জানিস?' হাসি থামিয়ে জানতে চাইল রানা। 'দেখ্, ভালো চাস তো আমার ছুটির দরখাস্তটা মঞ্জুর কর। তা না হলে ঘুসি খেয়ে চিত হয়ে পড়ে থাকবি করিডোরে। আর ওই বুড়ো···বুড়োর পাইপ খাওয়া ঘুচিয়ে দিয়েছি আজ স্বপ্নে...খেলা পেয়েচিস, না? এই নিয়ে তিন তিনটে ছুটির দরখাস্ত করেছি, একটাও গ্রাহ্য করা হয় নি। সবাই ছুটি পায়, আমি কেন পাই না শুনি? ছুটি দিবি তো দে, তা না হলে শালার চাকরিই আমি ছেড়ে দেব।'

'তাহলে তো বেঁচে যাই,' মুচকি হেসে বলল সোহেল। রানা চেয়ার

ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি সুর পাল্টে ফেলল সোহেল। 'না-না, মরে যাই। তুই চাকরি ছাড়লে আমরা সবাই মাঠে মারা পড়ব দোস্ত! আচ্ছা, কথায় কথায় অমন তেড়ে আসিস কেন বলতো? ছোটোবেলায় বুঝি খুব ডানপিটে ছিলিস?'

'কাজের কথায় আয়,' গম্ভীর হলো রানা। 'আমাকে ছুটি দেয়া হচ্ছে না কেন? ছুটি-ছাটার ব্যাপার তো তোরই হাতে।'

'আমার হাতে,' বলল সোহেল, এগিয়ে এসে ডেস্কের সামনের একটা চেয়ারে বসল সে, 'ঠিক। কিন্তু কাউকে ছুটি দেবার আগে বসের সাথে আলাপ করে নিতে হয়। তোর ব্যাপারে যতোবার আলাপ করতে গেছি, বস বলেছেন, এখন রানাকে ছুটি দেয়া যাবে না। কেন, তা ব্যাখ্যা করে বলেন নি।'

'তুই জিজ্ঞেস করিস নি কেন?'

'কারণ জানি, জিজ্ঞেস করলেও সঠিক উত্তরটা পাবো না। জানাবার মতো হলে জিজ্ঞেস করার দরকার করে না, নিজের থেকেই তিনি জানান।' রানার চোখে চোখ রেখে মুচকি হাসল সোহেল। 'আমার ওপর এতো চোটপাট না দেখিয়ে তুই নিজেও জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারিস।'

'বেশ,' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'আমিই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি।' ডেস্ক ঘুরে দরজার দিকে এগোল ও।

'রানা!' রানা সিরিয়াস, বুঝতে পেরে আঁতকে উঠল সোহেল। 'রানা, শোন! দাঁড়া!'

হাসি চেপে কামরা থেকে বেরিয়ে এলো রানা। হন হন করে হাঁটছে মেজর জেনারেল রাহাত খানের চেম্বারের দিকে।

করিডোরে বেরিয়ে এলো সোহেল। 'রানা! পাগলামি করিস নে।

কথা শোন।'

পিছন ফিরে তাকালই না রানা। বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ল মেজর জেনারেল (অব) রাহাত খানের আউটার অফিসে।

রানাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ইলোরা। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখ। 'হ্যালো, রানা! হঠাৎ এদিকে কি মনে করে? বিগ বস তোমাকে ডাকেন নি তো!'

'গিয়ে বলো, আমি তাঁর সাথে দেখা করতে চাই,' থমথমে গলায় বলল রানা।

দ্রুত কি যেন বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল ইলোরা। বুঝল, সিরিয়াস কোনো ব্যাপার, প্রশ্ন করা উচিত হবে না। ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে গেল সে। নক্ করল রাহাত খানের চেম্বারের দরজায়।

ভেতর থেকে জলদগম্ভীর আওয়াজ ভেসে এলো, 'কাম ইন।'

বুড়োর সাথে দেখা করতে এলে যা হয়, বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়তে শুরু করেছে রানার। ঢোক গিলে, ঠোঁটে জিভের ডগা বুলিয়ে সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করল ও।

একটু পরই চেম্বার থেকেই বেরিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল ইলোরা। 'যাও, রানা। বললেন, উনি নাকি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছেন। তোমাকে যে খবর পাঠিয়েছেন, কই, তা তো আমাকে বলো নি তুমি।'

'খবর পাঠান নি,' বলল রানা। ইলোরাকে পাশ কাটিয়ে এগোল ও।

দুরু দুরু বুকে ভেতরে ঢুকল রানা। ভাবছে, আমার জন্যে অপেক্ষা করছে মানে?

খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন রাহাত খান। শব্দ পেয়েও

ফিরলেন না। বললেন, 'বসো, রানা।'

নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে একটা হাতলহীন চেয়ারে বসল রানা। কামরার ভেতর কোনো শব্দ নেই। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। এক সময় হঠাৎ জানালার সামনে থেকে ঘুরে দাঁড়ালেন রাহাত খান। দাঁতের ফাঁকে টোবাকো পাইপ। কপালে চিন্তার রেখা। মনে মনে আশ্চর্য হলো রানা। বুড়োর চেহারা এতো গম্ভীর কেন? কি ভাবছে এতো?

রানার দিকে তাকালেন না, এগিয়ে এসে বসলেন নিজের চেয়ারে। পাইপটা এখনও কামড়ে ধরে আছেন। 'হ্যাঁ, বলো।'

ঠিক কিভাবে শুরু করবে ভেবে পেল না রানা। ধমক খাবার ভয়ে সরাসরি প্রসঙ্গে চলে এলো ও। বলল, 'ক্যানাডা থেকে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের একটা মেসেজ পেয়েছি আমি, স্যার। অ্যাডমিরাল আর্জেন্ট একটা ব্যাপারে আমার সাহায্য চাইছেন। একজন সোভিয়েট কর্মকর্তাকে রাশিয়া থেকে বের করে আনার ব্যাপারে ..'

'জানি,' এতোক্ষণে রানার দিকে তাকালেন রাহাত খান। 'জর্জ যতটা জানে তার চেয়েও বেশি জানি আমি। যাই হোক, কি বলেছ তাকে?'

'বলে দিয়েছি, দুঃখিত, এ-ধরনের কাজে সাহায্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমার উত্তরটাই চূড়ান্ত বলে মেনে নেন নি অ্যাডমিরাল। তিনি আপনার সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করার পরামর্শ দিয়েছেন আমাকে।'

রিস্টওয়াচ দেখলেন রাহাত খান। 'কাজটা আমরা করে দেব, রানা। একঘণ্টার মধ্যে হংকং থেকে চার্টার করা একটা ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের প্লেন নামবে ঢাকা এয়ারপোর্টে। ওতে করেই চলে যাও তুমি ক্যানাডায়।'

'কিন্তু স্যার…'

'শুনেছি, ইউরোপের প্রায় সব দেশের ইন্টেলিজেন্স চীফদের সাথে নাকি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে নিয়েছ তুমি। এইবার সে-সম্পর্ক কাজে লাগা-নোর সময় এসেছে। যোগ্যতার কঠিন এক পরীক্ষা দিতে হবে এবার তোমাকে।'

'কিন্তু স্যার, এতে করে সরাসরি একটা সুপার পাওয়ারের বিরো-ধিতা করা হয়ে যাবে না?'

'না,' বললেন রাহাত খান। 'রাশিয়া থেকে বের হয়ে আসার জন্যে কাউকে আমরা প্ররোচিত করছি না, কিংবা সরাসরি কাউকে আমরা সেখান থেকে বের করেও আনছি না। বাংলাদেশ কিছুই জানে না। টাকা বা বিশেষ কোন সুবিধের বিনিময়ে তোমার এজেন্সী যুক্তরাষ্ট্রের একটা কাজ করে দিচ্ছে।'

'সত্যিই কোন বিশেষ সুবিধে দিচ্ছে ওরা আমাদের?'

মাথা ঝাঁকালেন মেজর জেনারেল। 'মস্ত বড় এক কর্মকর্তা ডিফেক্ট করছে। ব্যাপারটা আমেরিকার জন্যে সাঙ্ঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ। সাহায্যের বিনিময়ে কি কি চাইব তারই লিস্ট তৈরি করছিলাম আমি এতক্ষণ। যা চাইব তাই পাব। তাছাড়া…' একটু চুপ করে থাকলেন বৃদ্ধ, বাম হাতের কড়ে আঙ্গুল দিয়ে নাকের এক পাশ চুলকালেন, 'রাশিয়ার ওই কর্ম-কর্তাটি আমার বিশেষ বন্ধু মানুষ। অনেক ব্যাপারে ওর কাছে ঋণী আছি আমি। মস্ত বিপদ এখন ওর সামনে। যদি ওকে বাঁচাতে পার, কিছুটা ঋণমুক্ত হব আমি। আমি চাই তোমার ক্ষমতার সবটুকু প্রয়োগ করো তুমি এ ব্যাপারে, এক্সপোজড হয়ে যাবার ঝুঁকি নিয়ে হলেও।'

'ঠিক আছে, স্যার,' বলল রানা। 'তাহলে ছুটিতে ক্যানাডায় যাচ্ছি আমি?'

'না।' সংক্ষেপে উত্তর দিলেন বৃদ্ধ।

মনে মনে চমকে গেল রানা। এটা অফিশিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট। তার মানে সাজ্ঘাতিক গুত্বরুপূর্ণ কিছু ঘটতে চলেছে।

'তোমার সাথে রূপা যাচ্ছে,' আবার বললেন রাহাত খান। আবার রিস্টওয়াচ দেখলেন তিনি। 'এতোক্ষণে বোধ হয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে ও।'

ছুটিতে আছে রূপা, তাকেও এর মধ্যে টেনে এনেছে বুড়ো। অর্থাৎ একাজে চোখা একটা মেয়ের দরকার আছে। ভালই। একসাথে কাজ করলেও সযত্নে একটা দুরত্ব বজায় রেখে চলে মেয়েটা। কথায় না হলেও আচরণে ভারি একটা দেমাক দেখিয়ে বেড়ায়। এই সুযোগে সেটা ভাঙার চেষ্টা করা যাবে।

'তৈরি হয়ে নাও গিয়ে,' নিভে যাওয়া পাইপে আগুন ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রাহাত খান।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল রানা। রাশান বন্ধুটি কে, কিভাবে তাকে সাহায্য করতে হবে ইত্যাদি কিছুই বললেন না চীফ। তার মানে, কানাডায় না পৌঁছে এ-ব্যাপারে আর কিছু জানা যাবে না। কামরা থেকে বেরিয়ে এলো রানা। অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় মনটা নাচছে খুশিতে। বেশ কিছু দিন পর আবার একটা অ্যাসাইনমেন্ট হাতে পেয়েছে ও। আর অ্যাসাইনমেন্ট মানেই বিপদ, রোমাঞ্চ, শিহরণ আর উত্তেজনা।

পরদিন। বিকেল তিনটে।

মন্ট্রিল, কানাডা। বাটনরুজ ভবনের এগারোতালায় নেবুলাসের অফিস।

ডেস্কের এধারে গদিমোড়া চেয়ারে পাশাপাশি বসে রয়েছে রানা,

রূপা, রেজনিক আর বেন। ডেস্কের ও-ধারে রিভলভিং চেয়ারে বসে কথা বলছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। প্রথম থেকে কিছুই বাদ না দিয়ে নেবুলাসের ইতিহাস শোনাচ্ছেন তিনি রানাকে।

গভীর মনোযোগের সাথে অ্যাডমিরালের কথা শুনছে রানা, দু'-আঙ্গুলের ফাঁকে ধরা সিগারেটের ছাইটা লম্বা হচ্ছে, টানতে ভুলে গেছে ও। এক সময় থামলেন অ্যাডমিরাল। আঙ্গুলে আগুনের আঁচ লাগতে সিগারেটটা ছাইদানিতে ফেলে দিয়ে নতুন আরেকটা ধরাল রানা।

অ্যাডমিরাল উপসংহার টানছেন। 'আংকেল কে, কি তার পরিচয় তা আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না। তবে আমার বিশ্বাস, ট্রেড অ্যাণ্ড কমার্স মিনিস্টার আনাতোলি ফেরুবিন ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না তিনি। সে যাই হোক, তাঁকে উদ্ধার করে আনতে হবে। কাজটা শুধু কঠিন নয়, প্রায় অসম্ভব। সেজন্যে প্রথমেই তোমার কথা মনে পড়েছিল আমার। এখন বলো, সব তো শুনলে, কাজটা তুমি সম্ভব বলে মনে করো? একটা দিন এমনিতেই নষ্ট হয়ে গেছে, হাতে আর মাত্র তিনটে দিন সময়। আজ বৃহস্পতিবার, রবিবারে আংকেলকে প্লেনে তুলে নিতে হবে।'

'সাতদিনের মধ্যে প্ল্যান তৈরি করে সেটা বাস্তবায়িত করেছিল ইসরায়েল, অ্যান্টাবী অপারেশন,' বলল রানা। 'তার চেয়ে এই কাজটা কঠিন নয়। বুখারেস্ট থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন আংকেল, কাজেই এ-ধরনের কাজে তিন দিনের বেশি লাগা উচিত নয়।'

পরম স্বস্তির একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়লেন অ্যাডমিরাল। 'তোমার মুখ থেকে ঠিক এই কথাটা শুনব বলেই আশা করেছিলাম আমি। কিন্তু কাজটা কিভাবে করবে...'

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল রানা। অ্যাডমিরালের পিছনে চলে এলো

ও। পিছনের দেয়ালে ইউরোপের লার্জ-স্কেল ম্যাপ রয়েছে। ম্যাপের সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু গলায় বলল ও, 'রুলার, প্লীজ।'

সবাই রানার পিছনে এবং পাশে এসে দাঁড়াল। অ্যাডমিরালের ডেস্ক থেকে রুলার নিয়ে তাড়াতাড়ি ওর হাতে ধরিয়ে দিল বেন।

মাপজোক আর দূরত্ব চেক করতে শুরু করল রানা। সবচেয়ে সতর্কতার সাথে মিলান-বুখারেস্ট ফ্লাইট রুটের দূরত্ব চেক করল ও। তারপর কামরার কোণে গিয়ে গ্লোবের ওপর ওই একই দূরত্ব চেক করল একটা ফ্লেক্সিবল রুল দিয়ে। রুলটা বগলদাবা করে একটা প্যাডে খানিক অংক কষল ও। তারপর মুখ তুলে অ্যাডমিরালের দিকে তাকাল। 'একটা আপ-টু-ডেট ইউরোপিয়ান রেইল টাইমটেবল দরকার আমার।'

'আছে,' বলেই পাশের কামরায় গিয়ে ঢুকলেন অ্যাডমিরাল। টাইমটেবল নিয়ে একটু পরই ফিরে এলেন তিনি।

অ্যাডমিরালের হাত থেকে সেটা নিয়ে মনোযোগ দিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল রানা, প্যাডে আরো কিছু হিসেব করল। সবাই নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে। ফিরে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসেছেন অ্যাডমিরাল। গরম দুধের গ্লাসটা তুলে ছোটো একটা চুমুক দিলেন তাতে।

সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা। সাথে সাথে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল, 'ইয়েস?'

'আমার একটা শর্ত আছে, অ্যাডমিরাল,' মৃদু গলায় বলল রানা।

'ইয়েস, মাই বয়।' একটু গম্ভীর দেখাল অ্যাডমিরালকে। তিনি যেন আগে থেকেই জানতেন, এ-ধরনের কিছু একটা বলবে রানা। 'কি শর্ত?'

'গোটা অপারেশনের দায়িত্ব আমার হাতে ছেড়ে দিতে হবে,' বলল রানা। 'পুরো কন্ট্রোল থাকবে আমার হাতে। কারও মাতব্বরী

চলবে না।'

ইতস্ততঃ করছেন অ্যাডমিরাল।

'অপারেশনটা সফল করার স্বার্থেই সর্বময় ক্ষমতা চাইছি আমি,' বলল রানা। 'আমার সমস্ত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। ভেবে দেখুন, রাজি হলে আমি আছি।'

আরো খানিক ইতস্ততঃ করে অ্যাডমিরাল বললেন, 'কিন্তু তোমার তো পরামর্শও দরকার হতে পারে, রানা?'

'তা যদি দরকার হয়, আমি চাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন আপনি। না চাইতেই দিতে যাবেন না।'

অ্যাডমিরাল জানেন, রানার সাথে যুক্তিতে বা জেদ করে তিনি পারবেন না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলেন তিনি। 'ঠিক আছে, ফুল কন্ট্রোল তোমার হাতেই থাকবে।' একটু থেমে আবার তিনি বললেন, 'আরেকটা কথা জানানো হয় নি তোমাকে।' দেরাজ থেকে একটা ফাইল বের করে নিজের সামনে ডেস্কের ওপর রাখলেন তিনি। 'আংকেল বলেছেন, বুখারেস্ট থেকে প্লেনে তুলে নিতে হবে তাঁকে। এতো জায়গা থাকতে বুখারেস্ট কেন? এর উত্তরও পেয়ে গেছি আমি। দু'দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক ঝালাই করার জন্যে একটা সোভিয়েট ডেলিগেশন রুমানিয়া সফরে আসছে আগামী রোববার। প্রতিনিধি দলে রয়েছেন…' গ্লাসে চুমুক দিয়ে কয়েক ঢোক দুধ খেলেন তিনি।

'দলে কারা আছেন, স্যার?' দ্রুত জানতে চাইল বেন।

'রিপোর্টটা আজ সকালে আমার কাছে এসে পৌঁচেছে। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আনাতোলি ফেরুবিন। সদস্যদের মধ্যে একজন রয়েছেন সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির উপদেষ্টা সুসলভ পাভেল।'

'আচ্ছা!' সবজান্তার মতো মাথা দোলাল বেন। রানার দিকে

ফিরল সে। 'এবার বলো তো দোস্ত, এই অসম্ভবকে তুমি কিভাবে সম্ভব করবে?'

'এর মধ্যে অসম্ভবের কি দেখলে তুমি?' বলল রানা। 'ভালো একটা টীম থাকলে এর চেয়ে কঠিন কাজও সারা যায়। ওটাই আসল —ভালো একটা টীম।'

রানার কথায় মোটেই প্রভাবিত হলো না বেন। বলল, 'কিভাবে কি করবে, শোনাও দেখি।'

'অপারেশন শুরু হবে মিলান থেকে। প্রথমে আমার এক ইটালিয়ান প্লেবয় বন্ধুর কাছ থেকে একটা হকার-সিডলি ওয়ান হানড্রেড টোয়েনটি ফাইভ ধার করব আমরা। মিলান থেকে বুখারেস্ট আটশো মাইল, যেতে আসতে ষোলোশো মাইল। এইচ-এস হানড্রেড টোয়েনটি ফাইভের রেঞ্জ হলো ছাব্বিশশো মাইল, কাজেই ফুয়েলের জন্যে ঝামেলায় পড়তে হবে না।'

'কিন্তু আংকেলকে সরাসরি প্লেনে করে জুরিখে নিয়ে আসায় অসুবিধে কোথায়?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'তাহলে হাঙ্গেরিয়ান বর্ডারের খুব কাছ দিয়ে আসতে হবে আমাদের, সেটাই অসুবিধে। রাশানরা প্লেনটাকে গুলি করে নামাবার জন্যে ইনটারসেপটার পাঠাতে পারে। তাছাড়া, আবহাওয়ার যা অবস্থা, মেইন সুইস আলপাইন লাইন পেরোবার ঝুঁকি নিতে আমি রাজি নই। মিলান থেকে আংকেলকে জুরিখে নিয়ে আসব ট্রেনে করে। সম্ভবতঃ একটা নাইট ট্রেন হবে সেটা, হয়ত আটলান্টিক এক্সপ্রেস ব্যবহার করব আমরা।'

'কিন্তু ইতিমধ্যে যদি জুরিখ এয়ারপোর্ট বন্ধ হয়ে যায়?' উদ্বেগের সাথে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল। 'আবহাওয়া সম্পর্কে শেষ যে

রিপোর্টটা পেয়েছি তা থেকে মনে হয়, জুরিখ এয়ারপোর্ট বন্ধ হয়ে যাবারই সম্ভাবনা।'

গম্ভীর দেখাল রানাকে। রূপার দিকে তাকাল ও। তারপর বলল, 'সেক্ষেত্রে সারাটা পথ, সমস্তটা ইউরোপ, হল্যাণ্ডের শিফল পর্যন্ত যেতে হবে ওই ট্রেনে করেই। প্রকৃতির খেয়াল, এবারের দুর্যোগ হল্যাণ্ডকে পাশ কাটিয়ে গেছে। সেটা আমাদের জন্যে বরং অসুবিধেরই সৃষ্টি করবে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আংকল পালাচ্ছেন এ-খবর পাওয়া মাত্র জেনারেল তুর্গেই তুর্গেনিভ কে-জি-বি আর জি-আর-ইউ এর গোটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড অ্যাপারাটাস লেলিয়ে দেবেন আমাদেরকে খুন করার জন্যে?'

'এখন টীম গঠনের প্রশ্ন,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'কাকে কাকে নিচ্ছ তুমি, রানা?'

'রেজনিক বাদ পড়ছে,' বলল রানা। 'দরকার মনে করলে বেনকে নেব। আর আমাকে সাহায্য করার জন্যে রূপা তো থাকছেই।'

'তোমরা মাত্র দু'জন এতো বড় একটা কাজ···'

'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট বলে একটা কথা আছে বাংলায়,' বলল রানা। 'অনুবাদ করলে দাঁড়ায়···'

'থাক, থাক,' হাত তুলে বাধা দিলেন অ্যাডমিরাল। 'বুঝেছি।' তাঁর ভঙ্গি দেখে হেসে উঠল সবাই।

'আজ রাতেই ইউরোপে যেতে হবে আমাদের,' বলল রানা। 'সন্ধ্যায় একটা এয়ার কানাডা ফ্লাইট আছে, কাল বিকেলে আমরা শিফল-এ পৌঁছে যাবো। ওখান থেকে জুরিখ, তারপর মিলান পৌঁছুব আগামী-কালই, শুক্রবার, সন্ধ্যায়।'

'আজই রওনা হতে চাও তুমি?'

'শনিবারটা মিলানে কাটাতে চাই আমি,' বলল রানা। 'অ্যারেঞ্জমেণ্টগুলো ফাইন্যাল করতে হবে না ? কানাডার চেয়ে ইউরোপে বসে কাজটা করা সহজ হবে। রোববার সকালে জেট নিয়ে রওনা হয়ে যাবো বুখারেস্টের এয়ারস্ট্রিপ থেকে আংকেলকে তুলে নিতে।'

'তুমি নিজে চালাবে জেট ?'

'অবশ্যই' বলল রানা। 'ওটা আমি এর আগেও কয়েকবার চালিয়েছি।' প্যাড থেকে কাগজটা ছিঁড়ে নিল ও। সন্ধ্যার ফ্লাইট ধরার আগে প্রতিটি মিনিট কাজে লাগাতে চাই আমি। বেশ কয়েকটা মেসেজ আছে, সব কোড করতে হবে। বিভিন্ন ইউরোপিয়ান ইণ্টেলিজেন্স চীফদের কাছে পাঠাতে হবে ওগুলো।'

'ইউরোপিয়ান ইণ্টেলিজেন্স চীফ ?' ভুরু কুঁচকে উঠল অ্যাডমিরালের।

'দান হেগেনে জেনারেল ম্যাক্স পলটন, জার্মান বি-এন-ডি-র ওয়ালথার ফিচার, জুরিখে কর্ণেল লিওন মেঙ্গার এবং মিলানে এস-আই-এফ-এ-আর-এর কর্ণেল ও'হারা। এদের সবাইকে সতর্ক সংকেত দিয়ে রাখতে হবে।'

'হোয়াট! সংকেত দিতে হবে মানে ?' চোখ কপালে উঠে গেল অ্যাডমিরালের।

'এই বলে, যে ওদের সাহায্য দরকার হতে পারে আমার, তার বেশি কিছু নয়,' আশ্বাস দিয়ে বলল রানা। 'আংকেল সম্পর্কে এখুনি মুখ খোলার দরকার হবে না। তবে, রুমানিয়া থেকে তাকে বের করে নিয়ে আসার পর ওদেরকে হয়ত কথাটা জানাতে হতে পারে...' কথা বলার সাথে সাথে প্যাডে খস খস করে মেসেজগুলো লিখছে ও। 'আংকেলকে যদি শিফল পর্যন্ত সারাটা পথ ট্রেনে করে নিয়ে আসতে হয়,

পথে বোধ হয় রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। ভালো কথা, আমরা যে তাঁকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি, আংকেলকে তা জানাবার জন্যে ভয়েস অব আমেরিকা থেকে "টেক ফাইভ" বাজাবার ব্যবস্থা করেছেন তো?' রিস্টওয়াচ দেখল রানা।

হেসে ফেললেন অ্যাডমিরাল। 'কিছুই ভোলো না দেখছি!' চেয়ারে হেলান দিলেন তিনি, সিলিঙের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আরো একটা খবর জানানো হয় নি তোমাকে, রানা।'

লেখা বন্ধ করে মুখ তুলল রানা।

'বুখারেস্ট যে সোভিয়েট প্রতিনিধি দল আসছে তাদের মধ্যে আরো একজন আছেন।'

'কে?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার।

'জেনারেল তুর্গেই তুর্গেনিভ, কে-জি-বি চীফ।'

ছয়

রাত ন'টা পঁয়ত্রিশে এয়ার কানাডার এইট সিক্সটি সিক্স ফ্লাইটে উঠল ওরা। লণ্ডন এয়ারপোর্টে প্লেন বদল, কে-এল-এম-এর ওয়ান-টোয়েনটি এইট ফ্লাইটে চড়ে শিফলে পৌঁছুল। সারাটা পথ কারো সাথে বিশেষ কথা বলল না রানা। কিন্তু রূপার মুখে যেন খই ফুটছে। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সাথে সুন্দর একটা হাসি-ঠাট্টার সম্পর্ক তৈরি করে নিয়েছে সে।

ডাচ কাউন্টার-এসপিওনাজ চীফ জেনারেল ম্যাক্স পলটন অপেক্ষা করছিলেন এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি অফিসে। ভদ্রলোকের সাথে একা

দেখা করল রানা।

'সাহায্য চাওয়ার লোক তো নও তুমি,' এক হাত দিয়ে রানার সাথে হ্যাণ্ডশেক করলেন জেনারেল পলটন, আরেকটা হাত রানার কাঁধে তুলে দিলেন। তাঁর চেহারা থেকে ঝরে পড়ছে একাধারে স্নেহ এবং সমীহের ভাব। 'নিশ্চয়ই কোনো বড় ধরনের ঝামেলায় পড়েছ?'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'আপনাদের খবর কি, সব ভালো তো?

'ভালো?' প্রায় আঁতকে উঠলেন জেনারেল পলটন। তাঁর ক্লিনশেভ প্রকাণ্ড মুখে তিক্ততার ছাপ ফুটে উঠল। পকেট থেকে সিগারের প্যাকেট বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন তিনি। 'চলবে?' রানা ধন্যবাদ জানিয়ে মাথা নাড়ল, পকেট থেকে বের করল ফিলটার টিপড গোল্ড লিফের প্যাকেট। নিজের সিগার ধরিয়ে রানার সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিলেন জেনারেল। 'তাজা বোমার ওপর বসে আছি, রানা। যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।'

'কিসের বিস্ফোরণ?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার।

'গোপন সূত্রে খবর পেয়েছি, কংকাইট গ্রুপ সীমান্ত টপকে হল্যাণ্ডে ঢোকার প্রস্তুতি নিচ্ছে,' গম্ভীর সুরে বললেন জেনারেল পলটন। 'ভেনলো টীমকে ইতিমধ্যেই সতর্ক করে দিয়েছি আমি, কিন্তু তবু স্বস্তি বোধ করছি না। মুশকিল কি জানো, হল্যাণ্ডের সীমান্ত টপকানো একেবারে পানির মতো সহজ।'

সহানুভূতি প্রকাশের সুরে বলল রানা, 'চিন্তার কথা!'

কংকাইট গ্রুপ একটা সন্ত্রাসবাদী দল, গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিম জার্মানীতে জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছে তারা। ব্যাংক লুঠ, লোক-জনকে জিম্মি হিসেবে আটকে রেখে টাকা আদায়, রাজনৈতিক কিড-

হ্যাপিং, বোমার সাহায্যে পাওয়ার স্টেশন উড়িয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি ইত্যাদি করে বেড়ায়।

'আমার বিশ্বাস, ওদেরকে উৎসাহ এবং টাকা যোগায় কে-জি-বি,' বললেন জেনারেল পলটন্। 'বাই রিমোট কন্ট্রোল, অফকোর্স। হাতে যদি প্রমাণ থাকতো...'

'এখানে কেন আসছে তারা?' জেনারেলকে বাধা দিয়ে জানতে চাইল রানা।

'জার্মান সিক্রেট পুলিশ ওদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। ওখানে সুবিধে করতে পারছে না, তাই পালিয়ে আসছে এখানে। ভেনলো টীমের সামনে পড়লে হয়, টের পাবে—'বিশেষ পরিস্থিতির জন্যে বাছাই করা একদল স্নাইপারকে নিয়ে গঠন করা হয়েছে এই ভেনলো টীম। 'সে যাই হোক, তুমি নিশ্চয়ই আমার সমস্যা শোনার জন্যে অতো দূর থেকে খবর দিয়ে আসোনি। তোমার ব্যাপারটা শোনাও দেখি?'

'আমরা এখানে এসেছি একজন রাশান কর্মকর্তাকে দেশ থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে সাহায্য করতে,' বলল রানা। 'এখনো ঠিক জানি না, তবে তাকে হয়ত আটলান্টিক এক্সপ্রেসে তুলতে হতে পারে। এ-ব্যাপারে পরে আপনাকে আরো কিছু জানাবো। কোডেড সিগন্যাল ব্যবহার করব আমি।'

'বড় মাছ?' সহজভাবে জানতে চাইলেন জেনারেল। 'নাকি এই পর্যায়ে বেশি জানতে চাইছি?'

'এ গ্রেট কাতলা,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'এমন একজন, যাকে বের করে আনতে পারলে পলিটব্যুরোর অনেক গুমর ফাঁস হয়ে যাবে। কে-জি-বি-র ও।'

কপালে চিন্তার রেখা ফুটল জেনারেলের। 'তোমার ওপর আমার

বিশ্বাস আছে রানা, তবু একটা প্রশ্ন করতেকরতে চাই, কিছু মনে করো না। কোনো গোলমালে জড়িয়ে পড়ব না তো ?" আমাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এমনিতেই তেমন সুবিধের নয়, তার ওপর যদি…'

'যাই ঘটুক না কেন, হল্যাণ্ড বা আপনাকে কেউ ছুঁবে না, এইটুকু আশ্বাস আমি দিতে পারি।'

হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করলেন জেনারেল। 'ব্যস, আর কোনো প্রতিশ্রুতির দরকার নেই আমার। এবার বলো, কি ধরনের সাহায্য দরকার তোমার।'

'তার আগে বলুন, প্লেনটা…'

'তোমার আমেরিকান বন্ধুর সাত শো সাত বোয়িং মিনিট দশেক আগে এসে পৌঁচেছে,' বললেন জেনারেল। বোয়িংটা রানা এজেন্সীকে দিয়ে নিউইয়র্ক থেকে চার্টার করিয়েছে রানা। ব্যাপারটা কাউকে, এমন কি অ্যাডমিরালকেও জানতে দেয় নি সে। রিজার্ভ হিসেবে ওটাকে তৈরি রাখতে চায় রানা। 'বোয়িংটা এখন এয়ারপোর্টের শেষ প্রান্তে রয়েছে, তোমার কথামতো হেভি পাহারার ব্যবস্থা করেছি আমি। আর তোমার সুইস এয়ারের জুরিখ ফ্লাইট সিক্সটিন হানড্রেড ফোরটি আওয়ারের আগে যেহেতু টেক-অফ করছে না, এই ফাঁকে চলো তোমার বান্ধবীর সাথে একটু পরিচিত হয়ে নিই। বিলিভ মি, এতো সুন্দর মেয়ে অনেক দিন চোখে পড়ে নি। নিশ্চয়ই তোমাকে…'

'আরে না!' হেসে উঠল রানা।

'অস্বীকার করো না!' কৃত্রিম ধমকের সুরে বললেন জেনারেল পলটন। 'বুড়ো হয়েছি বলে কি প্রেম বুঝি না ? প্লেন থেকে নামার সময় তোমার দিকে বার বার যেভাবে তাকাচ্ছিল, তার একটাই মানে হতে পারে…ঠিক আছে, ওকেই আমি জিজ্ঞেস করব !'

সেরেছে! মনে মনে আঁতকে উঠল রানা। বুড়ো জেনারেলের মতলবটা কি? ঘটকালি করা নয়ত?

ইউরোপ জুড়ে তুষার ঝড়ের প্রকোপ প্রচণ্ডতর হয়ে উঠল। টেলিভিশনের পর্দায় দর্শকরা দেখল, জার্মান নদী ওয়েসার এক পাড় থেকে আরেক পাড় পর্যন্ত জমাট বরফে পরিণত হয়েছে, রাস্তা-ঘাট থেকে তুষার সরাবার যুদ্ধে নেমে পরাজয় স্বীকার করেছে অস্ট্রিয়ান সেনাবাহিনী, এবার নিয়ে এই শতাব্দীতে তৃতীয় বার দেখা যাচ্ছে লেক জুরিখে স্কেটিং করছে সুইসরা।

সুইসএয়ার ফ্লাইট সেভেন নাইনটি থ্রি তুষার ঝড়ের মাতামাতিতে আর একটু হলেই দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসছিল। জার্মান বর্ডার পেরিয়ে এসে ডিসি-নাইনের অবস্থা আরো বিপজ্জনক হয়ে উঠল। বাতাসের ধাক্কায় বার বার নিজের পথ থেকে সরে যাচ্ছে প্লেন। জানালা থেকে মুখ সরিয়ে নিল রূপা। উপন্যাস পড়ায় ক্ষান্ত দিলেন অ্যাডমিরাল। ওদের পিছনের সীটে বসে আছে রানা, ভাবলেশহীন চেহারা। মাঝে মধ্যে শুধু রিস্টওয়াচ দেখছে। জুরিখে নেমেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ফোন করতে হবে ওকে।

কর্ণেল লিওন মেঙ্গার জানেন, এই ফ্লাইটে আসছে রানা। এয়ারপোর্টে একজন পুলিশ অফিসার দেখা করল রানার সাথে। সে-ই রানাকে কর্ণেলের কাছে নিয়ে যাবে। 'একটু দাঁড়ান,' অফিসারকে বলল রানা, 'আমার ফিয়াঁসের সাথে একটু কথা বলে নিই।'

টেলিফোন বুথে ঢুকে আনডারম্যাটের নাম্বারে ডায়াল করল রানা। মন্ট্রিল ত্যাগ করার আগেও সুফিয়াকে টেলিগ্রাম করেছিল ও।

টেলিফোনে দ্রুত কথা বলল রানা। সুফিয়াকে কয়েকটা প্রশ্ন

করল ও, কিছু নির্দেশ দিল। তিন মিনিট পর বেরিয়ে এলো বুথ থেকে।

এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি অফিসারের অফিসে অপেক্ষা করছিলেন রানার জন্যে কর্ণেল মেঙ্গার। রানাকে ঢুকতে দেখে এগিয়ে এলেন তিনি, হ্যাণ্ডশেকের জন্যে রানার বাড়ানো হাতটাকে অগ্রাহ্য করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ওকে।

শিফল-এ জেনারেল পলটনকে যা বলেছে রানা, কর্ণেল মেঙ্গারকেও ঠিক তাই বলল। তারপর জানাল, 'আনডারম্যাটে লোক পাঠিয়েছি আমি। এখনও তেমন সুবিধে করতে পারে নি ওরা, তবে নিরাশ হবারও কিছু নেই।'

'আমি কৃতজ্ঞ, রানা...'

'আরেকটা ব্যাপার,' বলল রানা। 'ইমার্জেন্সী দেখা দিলে ওরা আপনার ওপেন নাম্বারে ফোন করবে—কিন্তু নিজেদের পরিচয় দেবে না। বলবে, 'মিঃ হেরিঙকে চাই, আমি লরা বলছি।' ওরা একটা মেসেজ দেবে, এবং মেসেজটা সাথে সাথে আমার কাছে পৌঁছানো দরকার। আপনি হয়ত সে-সময় উপস্থিত থাকবেন না, তাই আপনার সহকারী কর্ণেল স্যাবরকে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখলে ভালো হয়। তার আগে অবশ্যই আমার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করতে হবে তা জানতে পারবেন আপনি এবং কর্ণেল স্যাবর।'

'মিঃ হেরিঙকে চাই, আমি লরা বলছি,' কথাটা দু'বার আওড়ালেন কর্ণেল মেঙ্গার। 'ঠিক আছে।'

'সুইসএয়ারের মিলান ফ্লাইট ধরছি আমি,' বলল রানা। 'যাই ঘটুক আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ঘটবে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। ঘন তুষারে বেশি দূর দেখা যায় না। 'আমেরিকা থেকে বোয়িংটা এসে পৌঁচেছে?'

'দু'ঘণ্টার মধ্যে আসার কথা,' বললেন কর্ণেল। 'তোমার মিলান ফ্লাইট টেক-অফ করার পরপরই। ওটার ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে না তোমাকে, আমরা দেখেশুনে রাখব।' পাইপ ধরাবার জন্যে একটু থামলেন তিনি। 'যার জন্যে এতো তোড়জোড়, ইউরোপ থেকে যাকে এসকর্ট করে নিয়ে যেতে চাইছ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লোক, তাই না?'

'সম্ভবতঃ যুদ্ধের পর এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আর ঘটেনি,' বলল রানা। জেনারেল পলটনের চেয়ে কর্ণেল মেঙ্গারকে কিছু বেশি তথ্য দেয়া যেতে পারে, সিদ্ধান্ত নিল ও। ডাচ ভদ্রলোকের চেয়ে সুইস সিকিউরিটি চীফের গায়ে অনেক বেশি লাগবে আগুনের আঁচ। জুরিখ এয়ারপোর্ট খোলা থাকলে হল্যাণ্ডে যাবার দরকারই হবে না। 'আটলান্টিক এক্সপ্রেসে তুলে তাকে আমরা এখানে নিয়ে আসতে চাই রোববার রাতে, পরশু দিন। কারণ, আবহাওয়াবিদরা বলছে, ওই সময়ের মধ্যে মিলান এয়ারপোর্ট বন্ধ হয়ে যাবে।'

কপালে চিন্তার রেখা নিয়ে জানতে চাইলেন কর্ণেল, 'এতো তাড়াতাড়ি? তাহলে বোধহয় সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করে দেয়াই উচিত হবে, কি বলো?'

'হবে,' একমত হলো রানা। 'এক্সপ্রেসে আমরা একটা কমিউনিকেশন ইউনিট রাখব, আপনার সাথে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখার জন্যে। ওদিকে মিলানের কর্ণেল ও' হারা আমার সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করছেন। এখন, আমার জন্যে স্পেশাল একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করা যায় কিনা দেখুন—এক্সপ্রেস চিয়াস্সো পৌঁছুলে এই অ্যারেঞ্জমেন্ট কাজে লাগবে...' সবিস্তারে প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করল ও। সমস্ত আয়োজন করতে একবাক্যে রাজি হলেন কর্ণেল।

বিদায় দেবার সময় রানার কাঁধে হাত রেখে সুইস সিকিউরিটি চীফ

বললেন, 'বি কেয়ারফুল, বি লাকি।'

সাতই জানুয়ারী, শুক্রবার। সুইস প্লেনে চড়ে মিলানে যাচ্ছে ওরা। রাত আটটা পাঁচে ল্যাণ্ড করবে প্লেন। ছোটোখাটো একটা উৎসব পালন করছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। নিজের ওপর দারুণ খুশি তিনি, রীতিমতো গর্ব অনুভব করছেন। ভাগ্যিস তিনি রানাকে নির্বাচন করেছিলেন, তা না হলে কি এতো সহজে এই সব ঝামেলা কাটিয়ে ওঠা যেতো।

জেনারেল পলটন আর কর্ণেল মেঙ্গারের মতো কঠিন ব্যক্তিদের কাছ থেকে সহযোগিতা আদায় করা চাট্টিখানি কথা নয়, বিশেষ করে সাহায্য চাওয়ার কারণ সম্পর্কে তাদেরকে প্রায় অজ্ঞ রেখে। অ্যাডমিরাল ধরেই নিয়েছিলেন, রানা ব্যর্থ হবে, শেষ পর্যন্ত বুঝি তাঁকেই গিয়ে সবকিছু ভেঙেচুরে বলে রাজি করাতে হবে সিকিউরিটি চীফদের। কিন্তু এখন বুঝতে পারছেন, রানাকে খাটো করে দেখা উচিত হয় নি তাঁর। মনে রাখা উচিত ছিল, রানা এজেন্সী ইউরোপ জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। ইউরোপের সিকিউরিটি চীফরা যে রানাকে সাহায্য করতে পারলে বর্তে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে! তাদের যে-কোন সমস্যার সমাধানে ডাকলেই পাশে চলে আসে রানা। এই যেমন তাঁর অনুরোধে কাজ করছে এখন, এর পর ও কিছু চাইলে বারণ করার উপায় থাকবে?

উৎসব, মানে, একটা চমক সৃষ্টি করতে চাইছেন অ্যাডমিরাল। স্টুয়ার্ডকে ডেকে ফিস ফিস করে কি যেন বললেন তিনি। ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেও, তেমন গুরুত্ব দিল না রূপা। একটু পরই টনক নড়ল ওর। স্টুয়ার্ড ওদের তিনজনকে ওয়াইন নিয়ে এসে দিল।

অ্যাডমিরালকে ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিতে দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল রূপার। 'সে কি! আমি তো ভেবেছিলাম আপনি নির্ভেজাল দুগ্ধসেবী। এখন দেখছি লুকিয়ে লুকিয়ে ঠিকই পানি খাওয়া হয়!'

'এই একটু-আধটু,' চেহারাটা যথাসম্ভব গম্ভীর করে বললেন অ্যাডমিরাল।

ওদের পিছনের সীটে বসেছে রানা। গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে বটে, কিন্তু চেহারা দেখে মনে হলো, এ-জগতে নেই।

যথাসময়ে ল্যাণ্ড করল সুইস প্লেন মিলানে। ছত্রিশ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে হকার-সিডলি জেট নিয়ে টেক-অফ করবে রানা বুখারেস্ট থেকে আংকেলকে তুলে নেবার জন্যে।

এয়ারপোর্টে কর্ণেল লুইগী ও'হারার সংগঠন মুগ্ধ করল অ্যাডমিরালকে। কোন রকম ইমিগ্রেশন বা কাস্টমস্ ঝামেলা পোহাতে হলো না, দ্রুত জানালাহীন একটা ভ্যানে তুলে দেয়া হলো ওদেরকে। ভ্যানের ভেতর গদি মোড়া চেয়ার রয়েছে। বাইরে তুষার ঝড়, কিন্তু ভেতরে কি আরামের গরম। এয়ারপোর্ট থেকে কার্গো এন্ট্রান্স দিয়ে বেরিয়ে এলো ভ্যান। ফ্রন্ট সীটে একটা টেবিল সামনে নিয়ে বসে আছেন ও'হারা, টেবিলের ওপর একটা রেডিও-টেলিফোন, অনর্গল ইতালিয়ান ভাষায় কথা বলছেন। কি বলছেন কর্ণেল, তার বিন্দু-বিসর্গ কিছুই বুঝতে পারছেন না অ্যাডমিরাল। কিন্তু রানা আর রূপা ভাষাটা জানে, কাজেই বুঝতে পারল কর্ণেল ওদের উপস্থিতি সম্পর্কে নিজের লোকজনকে সতর্ক করে দিচ্ছেন।

'গাড়িটা তো বেশ,' প্রশংসার সুরে বললেন অ্যাডমিরাল।

রেডিও-টেলিফোনে কথা শেষ করেছেন কর্ণেল ও'হারা, ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন। 'এটা একটা কমাণ্ড ভ্যান, অ্যান্টি টেরোরিস্ট

অপারেশনেই শুধু ব্যবহার করা হয়,' পরিষ্কার ইংরেজীতে বললেন তিনি। 'স্পেশাল একটা বেসে আপনাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ইমারর্জেন্সী ছাড়া জায়গাটা ব্যবহার করা হয় না—গোটা বেসটা আপনাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হবে।'

ছোটোখাটো, মাঝারী গড়নের মানুষ কর্ণেল, বয়স পঞ্চাশ, কিন্তু চুল দাড়ি কিছুই পাকে নি।

'মিলানো সেন্ট্রাল, মানে স্টেশন থেকে কত দূরে?' জানতে চাইল রানা।

'দু'কিলোমিটার। তোমার সিগন্যাল ছিল কাছে পিঠে কোথাও হতে হবে, তাই না?'

অ্যাডমিরাল একবার রানার মুখের দিকে, পরক্ষণে কর্ণেলের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। ভাবছেন, এতো দহরম-মহরম ওদের মধ্যে? স্রেফ রানার একটা মেসেজ পেয়েই এস-আই-এফ-এ-আর চীফ এই ব্যাপক সাহায্য নিয়ে এক পায়ে খাড়া হয়ে আছেন! কিন্তু অ্যাডমিরালের জন্যে আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল।

'ঠিক যে-সব-যন্ত্রপাতি চেয়েছিলে তুমি,' রানাকে বললেন কর্ণেল ও'-হারা। পায়ের কাছে একটা বড় সড় কাঠের বাক্স রয়েছে, সেটা খুললেন তিনি। ভেতর থেকে বের করলেন একটা পয়েন্ট থ্রি-এইট স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন স্পেশাল। রূপা এবং অ্যাডমিরাল দু'জনেই হাত বাড়ালেন, কিন্তু কর্ণেল বললেন, 'লেডিস ফার্স্ট—' রিভলভার আর এক প্যাকেট অ্যামুনিশন রূপার হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি। এরপর অ্যাডমিরালকে দিলেন একটা কোল্ট পয়েন্ট থ্রি-ফাইভ আর এক বাক্স অ্যামুনিশন। রানাকে এসব কিছু নয়, দিলেন স্পেয়ার ম্যাগাজিন সহ দুটো স্টেন-গান।

নিজের কেস থেকে খালি একটা হোল্ড-অল বের করে স্টেন আর ম্যাগাজিনগুলো রেখে দিল রানা।

অ্যাডমিরাল উঁকি মেরে দেখলেন, বাক্সের ভেতর এখনো প্রচুর আর্মস আর অ্যামুনিশন রয়েছে। 'ছোটোখাটো একটা যুদ্ধ বাধাবার জন্যে যথেষ্ট,' মন্তব্য করলেন তিনি।

'রানাতো আমাকে সেই রকম ধারণাই দিয়েছে—ছোটোখাটো একটা যুদ্ধ বেধে যেতে পারে,' উত্তরে বললেন কর্নেল। ভ্যানের সামনে একটা জানালা খুললেন তিনি, সেটা দিয়ে ড্রাইভারকে দেখা গেল। একটা ফোনের রিসিভার তুলে কয়েকটা কথা বলে রেখে দিলেন সেটা। এরপর একটা ম্যাপের ভাঁজ খুলে বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে। 'এটা বোধহয় দেখতে চাইবে তুমি। তোমাদের ঘাঁটির লোকেশান। ওখানে পৌঁছে এটা পুড়িয়ে ফেলো।'

ছোট্ট জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছেন অ্যাডমিরাল, ড্রাইভারের উইণ্ডস্ক্রীন ভেদ করে ভ্যানের সামনে চলে গেছে তাঁর দৃষ্টি। পাশে এসে দাঁড়াল রূপা। 'কি দেখছেন, অ্যাডমিরাল?' সরু, কাঁকর বিছানো একটা রাস্তা দিয়ে এগোচ্ছে ভ্যান, রাস্তার দু'দিকে অন্ধকার বাড়ির পাঁচিল। এই একটু আগে কি ভাগ্যি বন্ধ হয়ে গেছে তুষারপাত। উজ্জ্বল হেডলাইটের আলোয় রূপা দেখল, ট্রাকটা রাস্তার শেষ মাথার দিকে এগোচ্ছে। সামনে একটা প্রকাণ্ড কাঠের গেট। বন্ধ। কিন্তু থামার কোনে লক্ষণ নেই ভ্যানের।

তলপেটের পেশীতে টান অনুভব করল রূপা। একটা দুর্ঘটনা অনিবার্য। কিন্তু না, কর্নেল ফোনে নির্দেশ দেয়ায় শেষ মুহূর্তে খুলে গেল প্রকাণ্ড গেট।

পাথরের তৈরি একটা বিশাল উঠোনে চলে এলো ভ্যান। দু'জন

লোক ছুটে গিয়ে বন্ধ করে দিল গেট।

ভ্যান থেকে নামল ওরা। দেখল, ছয়তালা উঁচু কয়েকটা প্রাচীন ভবন সম্পূর্ণ ঘিরে রেখেছে উঠোনটাকে। রানা লক্ষ্য করল, যে গেটটা দিয়ে ঢুকেছে ওরা, সেটার উল্টোদিকে আরো একটা গেট রয়েছে। কর্ণেল ওদেরকে পথ দেখালেন। পাথরের তৈরি প্যাঁচানো সিঁড়ি। দোতালার একটা কামরায় ঢুকল ওরা। কিন্তু রূপার হাত ধরে কর্ণেল বেরিয়ে এলেন করিডোরে। সোজা তিন তালায় নিয়ে এলেন তাকে। বাথরূম, বেডরূম ইত্যাদি দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'মেয়েদের এতো কষ্ট সহ্য হয় নাকি! ওদের তৈরি হতে সময় লাগবে, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসো—দশ মিনিটের মধ্যে খানা দিয়ে যাবে আমার লোক।' আশ্চর্যই হলো রূপা। সব দিকে নজর রাখেন ভদ্রলোক।

নিচে, দোতালায় নেমে এলেন কর্ণেল। কোনো রকম ভূমিকা না করে সরাসরি কাজের কথা পাড়লেন তিনি। রানা আর অ্যাডমিরালের সামনে বসে টেবিলের ওপর কলম আর প্যাড রাখলেন, বললেন, 'তোমার সিগন্যাল থেকে আমি যতোটুকু বুঝতে পেরেছি, তোমরা একজন গুরুত্বপূর্ণ সোভিয়েট নাগরিককে উদ্ধার করতে যাচ্ছ...'

'এইচ-এস হানড্রেড টোয়েনটি ফাইভ কি...' শুরু করল রানা।

'মিলান এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছে,' মুচকি হাসলেন কর্ণেল ও'হারা। 'তোমার প্লেবয় বন্ধু অলডু টমাসিনো প্লেনটা তোমাকে ধার দিতে পেরে ভীষণ খুশি হয়েছে। আমার নিজের লোকেরা পাহারা দিচ্ছে ওটাকে। কখন উড়তে চাও তুমি?'

'রোববার জিরো-সেভেন-থ্রি-জিরো আওয়ার্সে। ফেরার আশা রাখি ওয়ান-থ্রি-থ্রি-জিরো আওয়ার্সে। পোশাক পাল্টাবার জন্যে আমার প্যাসেঞ্জারকে এখানে নিয়ে আসতে হবে, সেজন্যে পোশাক

আর গাড়ি দরকার। সঠিক মাপ দিতে পারছি না, বিভিন্ন সাইজের কয়েক ধরনের পোশাক ম্যানেজ করতে পারবেন? একটা ভিকুনা ওভারকোট অবশ্যই থাকা চাই, ভদ্রলোককে যাতে খুব ধনী বলে মনে হয়।'

মাঝখান থেকে নাক গলালেন অ্যাডমিরাল। 'এসবের জন্য খরচ-পাতি যা লাগে দেয়া হবে।'

'জেট প্লেনের চার্জও?' নিরীহ ভঙ্গিতে চাইলেন কর্ণেল ও'হারা। 'অলড্ টমাসিনো ঘণ্টায় পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলার চার্জ করবে…।'

'কি! পঞ্চাশ হাজার ডলার!' চোখ কপালে উঠে গেল অ্যাডমিরালের।

'উনি ঠাট্টা করছেন,' তাড়াতাড়ি অ্যাডমিরালকে আশ্বস্ত করল রানা। 'মিঃ এক্সের পোশাক পাল্টানো হয়ে গেলেই তাঁকে নিয়ে আমি মিলানো সেন্ট্রালে চলে যাবো। প্রোগ্রামের প্রতিটি কাজ ঘড়ির কাঁটা ধরে সারতে হবে, একটু এদিক ওদিক হওয়া চলবে না। তাঁকে আমরা আটলান্টিক এক্সপ্রেসে করে জুরিখে নিয়ে যেতে চাই—অবশ্য, যদি মিলান এয়ারপোর্ট খোলা থাকে তাহলে আলাদা কথা।'

'সে আশা করো না,' বললেন কর্ণেল। 'আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা জানিয়ে দিয়েছে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে এয়ারপোর্ট। এখনই যা অবস্থা, জেট নিয়ে তোমার টেক-অফ করাই হয়তো মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে!'

'ঝড়-তুফান যাই হোক, টেক-অফ আমাকে করতেই হবে,' বলল রানা। 'আপনি যা বললেন তা থেকে নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে হয়, আটলান্টিক এক্সপ্রেসে চড়েই জুরিখ রওনা হবো আমরা। এবার, কর্ণেল, এক এক করে অনেক আবদার পেশ করব আমি, মানসিকভাবে তৈরি

আছেন তো?' মৃদু হাসি লেগে রয়েছে রানার ঠোঁটে।

'সম্পূর্ণ,' গম্ভীর সুরে বললেন কর্ণেল। 'তোমার যে-কোন আবদার পূরণ হবে, রানা। তারপরেও শোধ হবে না ঋণ। হ্যাঁ শুরু করো।'

ঠিক এই সময় তিন তালা থেকে রূপা, এবং নিচের তালা থেকে কর্ণেলের একজন লোকের সাথে বেন নেলসন ঢুকল কামরায়। ঠকাস করে একটা স্যালুট ঠুকল বেন রূপাকে। তারপর রানার দিকে ফিরে বলল, 'দেরি হয়ে যাবার জন্যে দুঃখিত, রানা। বাজল থেকে ট্রেনে মিলানে নেমে সরাসরি এখানে না এসে ঘুরেফিরে স্টেশনটার সাথে পরিচিত হয়ে নিলাম, ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে ভেবে...'

'ভালোই করেছ,' বলল রানা। তাকাল রূপার দিকে। 'বসো। তোমারও সব কথা শোনা দরকার। যে-টুকু বাদ পড়েছে পরে তা আমি জানিয়ে দেব তোমাদের।'

'স্টেশনটা কিন্তু বিশাল,' একটু সংশয়ের সুরে বলল বেন। 'অনেক কিছুই ঘটতে পারে ওখানে।'

'সমস্ত জায়গায় আমার লোক থাকবে,' তাকে অভয় দিয়ে বললেন কর্ণেল। 'শুধু ইউনিফর্ম নয়, সাদা পোশাকও।'

দ্রুত কথা বলতে শুরু করল রানা। হাজারটা কাজ, কিন্তু সময় অল্প। 'দুটো অতিরিক্ত ওয়াগন-লিট স্লিপিং কার চাই আমি, আটলান্টিক এক্সপ্রেসের পিছনে জোড়া লাগানো থাকবে। যে কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্টের জন্যে অনুরোধ করেছিলাম, তা কি যোগাড় হয়েছে, কর্ণেল?'

'মিলানো সেন্ট্রালে অপেক্ষা করছে।'

'দ্বিতীয় ওয়াগন-লিটে কমপ্লিট একটা কমিউনিকেশন ইউনিট সেট করা অবস্থায় চাই আমি—দ্বিতীয়টায়, পিছনের কারে নয়। আমাদের

নিজেদের অপারেটর আছে, সে-ই ওটা অপারেট করবে। লোকটার নাম লী ডেডরিক, তাকে আমি আপনার নাম্বার দিয়ে বলেছিলাম...'

'এই মুহূর্তে সে এখন এই ভবনের চারতালায়, আমাদের নিজস্ব কমিউনিকেশন রুমের পাশের কামরায় রয়েছে।'

'গুড,' বলল রানা। 'কয়েকটা আর্জেন্ট সিগন্যাল পাঠাতে হবে আমাকে। আবার এক্সপ্রেস প্রসঙ্গে ফিরে আসছি। ওয়াগন-লিটের কমিউনিকেশন কমপার্টমেন্ট থেকে ট্রেন ড্রাইভারের কেবিনে সরাসরি একটা টেলিফোন লাইন চাই। এতো সব ম্যানেজ করতে পারবেন তো, কর্ণেল?'

প্যাডে সব লিখে নিচ্ছেন কর্ণেল ও'হারা। মুখ না তুলেই বললেন, 'পারব। চব্বিশ ঘন্টা সময় তো পাচ্ছিই। তারপর বলো।'

'প্যাসেঞ্জারকে নিয়ে আমি যখন মিলান এয়ারপোর্টে ফিরে আসব, তখন একটা স্মোকস্ক্রিন তৈরি করার জন্যে আপনাদের সাহায্য লাগবে। প্যাসেঞ্জারকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছি, সেটা গোপন করাই এর উদ্দেশ্য।' ঠিক কি করতে হবে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করল ও। কর্ণেল জানালেন, সাহায্য করা যাবে। সম্ভাব্য প্রতিপক্ষের চোখকে ফাঁকি দেবার জন্যে আরেকটা কৌশলের কথা বললেন তিনি, সাথে সাথে সম্মতি দিল রানা।

রূপার দিকে ফিরল ও, বলল, 'আমার সাথে বুখারেস্ট যাচ্ছ তুমি। এখানে ফিরে এসে মিঃ এক্সের পোশাক পাল্টাবার ব্যাপারেও তোমার সাহায্য লাগবে। মেকআপ কিট সাথেই আছে তো?'

'আছে।'

আপত্তির সুরে অ্যাডমিরাল বললেন, 'রূপা? কেন, বেনকে নিয়ে গেলেই তো পারো? অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা ফ্লাইট...'

হেসে ফেলল রানা। বলল, 'বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার ট্রেনিং তো পেয়েছে ও।' বেনের দিকে ফিরে বলল, 'বেন, মিলানো সেন্ট্রালের ওপর নজর রাখার দায়িত্ব আমি তোমার ওপর দিয়ে যাচ্ছি। কোনো জিনিস যদি বেখাপ্পা লাগে, সবার আগে যেন তোমার নজরে পড়ে সেটা। তোমার বিশেষ নজরটা খোলা রেখে স্টেশনে ঘুরঘুর করবে।' কর্ণেলের দিকে ফিরল রানা। 'চলুন, কর্ণেল, লী ডেডরিকের কাছে নিয়ে চলুন আমাকে। ওর সাথে একা কিছুক্ষণ থাকতে হবে।'

ডেডরিকের কাছে রানাকে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিলেন কর্ণেল।

দীর্ঘ একটা সিগন্যাল লিখতে শুরু করল রানা, এই ফাঁকে কয়েকটা নির্দেশ দিল ডেডরিকে। ডেডরিকের পরিচয়, সে একজন প্রাক্তন সার্জেন্ট, গত বারো মাস ধরে সাদা জ্যাকেট পরে মস্কো এক্সপ্রেসের স্লিপিং কার থেকে আংকেলের ক্যাসেট সংগ্রহ করেছে। বয়স বিয়াল্লিশ, মাঝারী আকৃতি, তাগড়া শরীর। চেহারায় একটা গাম্ভীর্য আছে।

'এই সিগন্যাল পাঠাবার সময় তোমাকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে,' সাবধান করে দিল রানা। সমারসেট মমের "দি মুন অ্যাণ্ড সিক্স পেন্স" বইটা তার হাতে ধরিয়ে দিল ও। 'এই বইয়ের এক থেকে এক শো পৃষ্ঠা পর্যন্ত ব্যবহার করবে তুমি। টেকনিক্যাল ডাটাগুলো বলছি, মুখস্থ করে নাও।'

কোডের রহস্য ডেডরিক আর রানা ছাড়া আর কারো জানার উপায় নেই। এই কোড আর একজন মাত্র জানেন। তিনি যুগোস্লাভ পলিট ব্যুরোর একজন সিনিয়র সদস্য। তাঁর কাছেই যাচ্ছে মেসেজটা।

ব্যাপারটা ইচ্ছে করেই এতোক্ষণ চেপে রেখেছিলেন অ্যাডমিরাল। ডিনার খেয়ে উঠে মুখ খুললেন তিনি।

রানা, রূপা, বেন এবং অ্যাডমিরাল ছাড়া আর কেউ নেই কামরায়ঃ কর্ণেল গেছেন ব্যবস্থাপনার কাজ তদারক করতে।

'তোমার অনুমতি না নিয়ে একটা কাজ করতে হয়েছে আমাকে, রানা, সেজন্যে তুমি যেন আবার কিছু মনে করো না,' একটু অপ্রতিভাবেই শুরু করলেন অ্যাডমিরাল। 'এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে যেখানে যতো সাহায্য আছে সব আমাদের দরকার, তাই না? সে-কথা ভেবেই অন্য এক আউটফিট থেকে টীমে আরো একজন লোককে নিয়েছি আমি। তার নাম অ্যান্থনি পল। পল একজন খুনী। মানে, ক্র্যাক শট। জেনোয়া থেকে কাল আসছে সে...'

হঠাৎ কঠোর হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'জানতে পারি, অ্যাডমিরাল, কোন্ আউটফিট থেকে?'

'সি-আই-এ,' ক্ষমা-প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসলেন অ্যাডমিরাল। 'শোন, এনিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই তোমার। পল আমেরিকান নয়, ব্রিটিশ। এর আগে তাকে শুধু ব্যাক-আপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, কাজেই কেউই তার পরিচয় জানে না। পলের মস্ত গুণ হলো পঞ্চাশ গজ দূর থেকে গুলি করে একটা মৌমাছির পাখনা উড়িয়ে দিতে পারে, এই ধরনের গল্প প্রচলিত আছে তার সম্পর্কে। তা যদি সত্যি হয়, তাহলে মনে করতে হবে, তোমার চেয়েও দক্ষ সে।' শেষ কথাটা সহাস্যে, ঠাট্টার সুরে বললেন তিনি।

'তাকে কেন দরকার আমাদের, সি-আই-এ নিশ্চয়ই তা জানে না?' প্রশ্ন করল রানা।

'গুড গড, নো!' আঁতকে উঠে বললেন অ্যাডমিরাল। 'নেবুলাসের অস্তিত্ব সম্পর্কেই কিছু জানে না ওরা। পলের ব্যাপারে ওরা শুধু জানে, স্থানীয় একটা সমস্যার জন্যে ওকে আমার দরকার।'

'কিন্তু টীমে তাকে নেবার আগে তার সাথে কথা বলতে হবে আমার,' শর্ত আরোপ করল রানা। 'পৌঁছুলেই আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন তাকে—পরিস্থিতি আঁচ করার আগেই।'

রানার মত নেবার জন্যে যুক্তির অবতারণা করলেন অ্যাডমিরাল। 'ছ'দুটো ওয়াগন-লিট পাহারা দিতে হবে আমাদের—আর যদি দুর্ভাগ্যক্রমে ট্রেনে করে শিফল পর্যন্তই যেতে হয়, ডিউটি ভাগ করার জন্যে একজন অতিরিক্ত লোক আমাদের হাতে থাকা উচিত। একটু-আধটু ঘুম তো সবারই দরকার, তাই না?'

রানাও ভাবছে। একজন সাধারণ ফিল্ড এজেন্ট আর একজন ব্যাক-আপ ম্যানের মধ্যে পার্থক্য আছে। শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে ব্যবহার করা হয় তাকে, এবং বছরে তিন বারের বেশি কাজে লাগানো হয় না। ফলে প্রতিপক্ষের এজেন্টরা তার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো খবর পায় না। 'অ্যান্থনি পলের কথা শুনেছি আমি,' মৃদু গলায় মন্তব্য করল রানা।

'শুনেছ!' বিমূঢ় দেখাল অ্যাডমিরালকে। 'কার কাছ থেকে? নিশ্চয়ই কর্ণেল ও'হারার কাছ থেকে নয়?'

'আরে, না!' একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'মনে করুন, আমার নিজের সূত্র থেকেই জেনেছি। ভয় নেই, পলের কাভার নষ্ট হয়নি। আপনার কথাই ঠিক, অ্যাডমিরাল, যেখানে যতো সাহায্য আছে সব আমাদের দরকার।' রিস্টওয়াচ দেখল ও। কর্ণেলের দেয়া ম্যাপটা নিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। ম্যাপটা পুড়িয়ে আবার ফিরে এলো ও। 'এবার বোধহয় নিদ্রাদেবীর আরাধনা করা যেতে পারে, কি বল রূপা?'

মুখের সামনে হাত তুলে একটা হাই তুলল রূপা। 'প্লেনের ধকলে বারোটা বেজে গেছে শরীরের...'

'ওকে পৌঁছে দিয়ে এসো, রানা,' সহাস্যে বললেন অ্যাডমিরাল। 'বেচারী সাংঘাতিক ক্লান্ত, একটু সাহায্য করো।' কথাটা বলে বেনকে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

উৎসাহের সাথে এগিয়ে এলো রানা।

'তার কোনো দরকার নেই,' স্পষ্ট জানিয়ে দিল রূপা। 'আমি দিব্যি নিজের কামরায় যেতে পারব।'

'কিন্তু শুনেছি এটা নাকি ভূতুড়ে বাড়ি···' শুরু করল রানা।

'এতোদিন ছিল না, আমরা আসার পর থেকে হয়েছে,' ব্যাগ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল রূপা।

'তার মানে?'

'সাথে করে একটা ভূত এনেছি আমরা,' বলে ঘুরে দাঁড়াল রূপা। 'আমি শুতে যাচ্ছি।'

রূপার পিছু পিছু কামরা থেকে বেরিয়ে এলো রানাও।

ঝট করে পিছন ফিরল রূপা। 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'তিন তালায়।'

'কেন? তিন তালায় তো আমার কামরা।'

'তুমি জান না? আমার জন্যে কর্ণেল আলাদা কামরার ব্যবস্থা করতে পারেনি, ওই একটাতেই···'

'সে কি!' আঁতকে উঠল রূপা। 'তা কি করে হয়?'

'হয়েই যখন গেছে, কি আর করবে—বিছানাটা মাঝখান থেকে ভাগ করে নেব দু'জন। সেই হংকং হোটেলের কথা মনে নেই?'

'আছে। কিন্তু তখন মনের যে জোরটা ছিল, এখন তা নেই।'

'তার মানে তুমি স্বীকার করছ, এখন আর আমাকে রেজিস্ট করতে পারবে না—একটু চাপাচাপি করলেই প্রেমে পড়ে যাবে। তাই না?

বুকে জড়িয়ে ধরলে নেতিয়ে পরবে লাজুক লতার মত। তারপর দুজনে মিলে...আহা, ওফ্‌! তা অত ভয় পাচ্ছ কেন? ঢাকায় ওরা কেউ কিছু জানবে না।' রানার হাসি দেখে গা জ্বলে গেল রূপার।

'সব ব্যাপারকে একটা নোংরা কালার দিতে জুড়ি নেই তোমাদের। নিজেদের কী যে ভাবো! কর্ণেলকে আমার কথা কি বলেছ তুমি?'

'কি আবার, বান্ধবী।' রানার চেহারায় নিরীহ একটা ভাব ফুটে উঠল। 'কর্ণেলকে দুষো না, ওদের সমাজে বান্ধবীর সাথে এক ঘরে রাত কাটানো তেমন খারাপ কিছু নয়। বিশেষ করে জরুরী অবস্থায়...'

'থাক, আমাকে আর জ্ঞান দান করতে হবে না,' ঝাঁঝের সাথে বলল রূপা। করিডোর ধরে সিঁড়ির দিকে এগোল ও।

'তার মানে রাজি তুমি?' উৎসাহের সাথে জানতে চাইল রানা। 'এক ঘরেই রাত কাটাব আমরা? দারুণ মজা হবে .'

'না,' দৃঢ় স্বরে বলল রূপা। 'ড্রইংরুমে বসে অপেক্ষা করো। রাতে নিশ্চয়ই কর্ণেল ফিরবেন, তখন তাকে সমস্যাটা বুঝিয়ে বললেই তিনি একটা না একটা ব্যবস্থা করবেন। গুডনাইট।' সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠে যাচ্ছে সে।

'শুনেছি মেয়েরা মমতাময়ী হয়,' রূপার পিছু পিছু রানাও উঠছে। 'কিন্তু তুমি দেখছি ঠিক তার উল্টো। আমিও তোমার চেয়ে কম ক্লান্ত নই, তার ওপর কাল আর পরশু অমানুষিক পরিশ্রম করতে হবে আমাকে—এ সবই তুমি জানো, তবু একটু মায়া হচ্ছে না? তুমি না বাংলাদেশের মেয়ে?'

সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে রানার দিকে ঘুরল রূপা। 'ঠিক। তোমার বিশ্রাম দরকার। আমিই বরং ড্রইংরুমে অপেক্ষা করি। কর্ণেল এলে...'

'কর্ণেল এখানে থাকলে তো আসবে। যাতে আমাদের প্রেমের ব্যাঘাত না হয়, সেজন্যে আমাদের শোয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েই কেটে পড়েছে। চলো। চলে এসো। বাঘ-ভাল্লুক তো নই যে খেয়ে ফেলব। কোন ভয় নেই!'

রূপার হাত ধরার চেষ্টা করল রানা। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুতপায়ে ওপরে উঠে গেল সে। মহা দ্বিধায় পড়েছে, কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না বেচারী। মনের মধ্যে ভয়, এতদিন ঠেকিয়ে রেখেছে সে, আজ একা একটা ঘরে রানাকে পেলে আর সামলাতে পারবে না নিজেকে। ভেতর থেকে বাধা দিচ্ছে অদ্ভুত এক সংকোচ—কিছুতেই রানাকে জানতে দিতে চায় না সে নিজের দুর্বলতার কথা। ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করতে চায় না, যে প্রয়োজন হলে রানার জন্য প্রাণ দিতে পারে সে হাসিমুখে। তালায় চাবি ঢুকিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানাও চাবি ঢুকিয়েছে উল্টোদিকের দরজায়। মৃদু হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। তার মানে এতক্ষণ জ্বালাচ্ছিল ওকে খামোকা।

দরজা খুলেই ঘুরে দাঁড়াল রানা, হাত নেড়ে টাটা করল, মুখে মৃদু হাসি। রূপাকে হাসতে দেখে চট্ করে জিজ্ঞেস করল, 'কি? কোন্ ঘরে ঢুকবে—ওই ঘরে, না এ ঘরে?'

দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

সাত

নয়ই জানুয়ারী। রোববার।

মিলান এয়ারপোর্ট থেকে সকাল সাড়ে সাতটায় টেক-অফ করল রানা এইচ-এস ওয়ান-টোয়েনটি-ফাইভ জেট নিয়ে। ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে আকাশ, তার ভেতর হারিয়ে গেল প্লেনটা কয়েক সেকেণ্ডেই।

কো-পাইলটের সীটে বসে আছে রূপা। বলকানের একটা লার্জ-স্কেল ম্যাপ পড়ে রয়েছে কোলের ওপর। হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল সে। 'ওখানে পৌঁছে আমরা যদি ল্যাণ্ডিং সিগন্যাল দেখতে না পাই, তাহলে কি হবে?'

'প্লেন ঘুরিয়ে নিয়ে দৌড়!'

আংকেল তার সর্বশেষ ক্যাসেটে জানিয়েছে, বুখারেস্টের কাছাকাছি এয়ারস্ট্রিপের দিকে প্লেনকে এগোতে দেখলেই রানওয়ের আলো জ্বলে উঠবে। তারপর একটা সিগন্যাল ল্যাম্প থেকে বার বার আলো দেখানো হবে—তিনটে বড় সিগন্যাল...একটা ছোটো...তিনটে বড়...। আংকেলকে চেনার উপায়, তার কোটের ল্যাপেলে সিলভারের দুটো অক্ষর পিন দিয়ে আটকানো থাকবে—ইউ. এন.।

আরো ওপরে উঠে যাচ্ছে জেট। সোজা বেলগ্রেডের দিকে এগোচ্ছে ওরা। সরাসরি বুখারেস্টে গেলে মাঝখানে যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী পড়ে।

হঠাৎ জানতে চাইল রূপা, 'অ্যান্থনি পল সম্পর্কে কি জানো তুমি, রানা ?'

'কেমব্রিজ থেকে পাস করেছে,' বলল রানা। 'ভালো স্পোর্টস-ম্যান। চাপা স্বভাবের লোক, কারো ব্যাপারে নাক গলায় না, ঠিক আমি যা পছন্দ করি। সেরা রেসিং ড্রাইভারের মতো রিফ্লেক্স। একবার একটা কৌশল ব্যবহার করে পরীক্ষা করেছিলাম ওকে…'

'কি রকম ?'

'দু'জনের মাঝখানে টেবিলের ওপর একটা রিভলভার রেখে কোনো কারণ ছাড়াই খুব খারাপ একটা গালি দিয়েছিলাম ওকে,' বলল রানা।

'জিতল কে ?'

'বাঁটে ওর হাতই পৌঁচেছিল আগে।'

'তুমি হেরে গেলে ?'

'আমার হাত ছিল ওর হাতের ওপর, চেপে ধরে রেখেছিলাম।'

'কেমন দেখতে ? হ্যাণ্ডসাম ?'

'পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি, একশো পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজন, কোঁকড়ানো ব্রাউন চুল। ভয়ংকর ক্ষিপ্র। একজন প্রফেশন্যাল।'

তুষার-ঝড়ের মধ্যে যুগোস্লাভ উপকূল পেরিয়ে এসে বেলগ্রেডের সরকারী রাডার স্ক্যানারের সাথে যোগাযোগ করল রানা। যুগোস্লাভ সিকিউরিটি পুলিশ চীফ স্টেন হেফারের সাথে দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠতা ওর, রানা এজেন্সী ভদ্রলোকের অনেক অনুরোধ রক্ষা করেছে অতীতে। সেই সুবাদেই তাঁর সাহায্য চেয়েছে রানা। ডেডরিককে দিয়ে গোপন মেসেজ এই ভদ্রলোকের কাছেই পাঠিয়েছিল সে। তারপর, গতকালও টেলি-ফোন করে যুগোস্লাভের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার অনুমতি চেয়ে নিয়েছে। কারণ হিসেবে একটা "আর্জেন্ট মিশন"-এর কথা বলেছে রানা।

'আবহাওয়ার যা অবস্থা, কোর্স ঠিক রাখার জন্যে আমাদের রাডা-রের সাহায্য তোমার দরকার হবে,' বলেছেন স্টেন হেফার। আর্জেন্ট মিশন সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই তোলেননি তিনি। রানার ওপর আস্থা আছে তাঁর। জানেন, যুগোস্লাভের ক্ষতি হবে এমন কোনো কাজ করবে না ও।

যুগোস্লাভিয়ার ওপর দিয়ে অন্ধের মতো এগোচ্ছে ওরা। রাডারের সাহায্য না পেলে পথটা পাড়ি দেয়া বোধহয় সম্ভবই হতো না। রুমা-নিয়ার বর্ডার পেরিয়ে এসে স্বস্তির হাঁফ ছাড়ল রানা।

ঘনঘন ম্যাপ দেখছে রূপা। জানালা দিয়ে নিচে তাকাচ্ছে মাঝে মধ্যে, এলাকাটা চিনতে চেষ্টা করছে। এক সময় বলল, 'আর যাই হোক, দেখেশুনে মনে হচ্ছে, ফ্লাইটটা গোপন রাখা গেছে।'

আসলে গোপন রাখা যায়নি।

মিলান থেকে জেটটা টেক-অফ করতেই কন্ট্রোল টাওয়ারের অ্যাসি-স্ট্যান্ট এয়ার কন্ট্রোলার টনি বেবুন পেটের ব্যথার অজুহাতে টাওয়ার থেকে বেরিয়ে এল। টেলিফোন বুথে ঢুকে একটা নাম্বারে ডায়াল করল সে। সাড়া পেল সাথে সাথে।

'রুশো বলছি,' বলল টনি বেবুন। 'একটা হকার-সিডলি প্রাইভেট জেট এইমাত্র টেক-অফ করল। পুব দিকে গেছে ওটা...'

'তাতে কি?' ভারি একটা গলা থেকে এল প্রশ্নটা।

'শনিবার সারাদিন এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করেছে জেটটা, কড়া পাহারা দিয়ে রাখা হয়েছিল...'

'কে আছে প্লেনে?'

'জানতে পারিনি।'

'আরো খবর নাও।'

মিলানের একটা গ্যারেজ থেকে ফোনে কথা বলছিল লোকটা টনি বেবুনের সাথে। যোগাযোগ কেটে দিয়ে টনি বেবুনের খবরটা কোড করে আরো কিছু মেসেজের সাথে যোগ করে রাখল সে। শক্তিশালী ট্র্যান্সমিটারের সাহায্যে মেসেজগুলো মস্কোয় পাঠান হবে। সংগ্রহ করা মেসেজগুলোর কোনোটাই তেমন তাৎপর্যপুর্ণ নয়, তাই সেগুলো ট্র্যান্সমিট করতে দেরি করল সে।

'ওই যে, ওই যে আরজেস নদী।'

রুমানিয়ার ধূ ধূ সমভূমির দিকে তাকিয়েছিল রূপা, রূপালি ফিতের মতো কি একটা চকচক করে উঠতে দেখেই ওটাকে আরজেস নদী বলে চিনতে পেরেছে ও। পনেরোশো ফিট ওপর দিয়ে উড়ছে ওরা। গত আধ ঘণ্টা ধরে একের পর এক ল্যাণ্ডমার্ক আবিষ্কার করছে ও। ভাগ্যটা সহায়তা করছে, যুগোস্লাভিয়া ছেড়ে রুমানিয়ার বর্ডারের এপারে আসার কিছুক্ষণ পর থেকে অপেক্ষাকৃত ভালো আবহাওয়া পেয়ে আসছে ওরা। বলকানের এদিকটায় অন্ততঃ তুষারপাত হচ্ছে না।

'আর একটু পর পৌঁছে যাবো,' বলল রানা। 'ল্যাণ্ডিং লাইটের জন্যে চোখ খোলা রেখো।'

মিলানের চেয়ে বুখারেস্টের সময় এক ঘণ্টা এগিয়ে থাকে, তার মানে প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে রানার ঘড়িতে। দ্রুত রুমানিয়ার রাজধানীর দিকে এগোচ্ছে প্লেন। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রূপা, ঘাড়ের পেশী শক্ত হয়ে উঠেছে। দ্রুত একবার রানার দিকে তাকাল ও। শান্ত আর সমাহিত দেখাচ্ছে তাকে। রূপা তার দিকে তাকিয়েছে অনুভব করে, অভয় দিয়ে হাসল সে, বলল, 'সব ঠিকঠাক মতোই শেষ

হবে।'

প্রায় রুখে উঠল রূপা। 'আমি কি ভয় পাচ্ছি নাকি?'

রূপার কথা ভালো করে শুনতেই পেল না রানা, কন্ট্রোল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ওদের পিছনে একটা কেবিন রয়েছে, অনায়াসে ছয় জন আরোহী বসতে পারবে। অ্যাডমিরালের ধারণা, একাধিক আরোহীকে জায়গা দিতে হবে প্লেনে। আনাতোলি ফেরুবিনের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে আছে, তাদেরকে তিনি ফেলে রেখে আসবেন বলে মনে হয় না।

পিছনের সীট থেকে একটা স্টেন আর স্পেয়ার ম্যাগাজিন তুলে নিল রূপা। সেগুলো নিজের কোলের ওপর রাখল, ইচ্ছে করলে হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে পারবে রানা। নিজের পয়েন্ট থ্রি-এইট স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসনটাও কোলের ওপর রাখল সে।

এই সময়, ঠিক নাক বরাবর, কুয়াশা ঢাকা আধো অন্ধকারে জ্বলে উঠল এয়ারস্ট্রিপের আলো।

'ল্যাম্প সিগন্যাল—লক্ষ্য করো!'

চোখ কুঁচকে নিচের দিকে তাকাল রূপা, কোথায় সিগন্যাল।

প্রায় খাড়াভাবে প্লেন নিয়ে নামছে রানা। নিচে কি অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে? একটা কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের মাঝখানে নামতে যাচ্ছে ওরা—এমন একটা রাষ্ট্র, যে কিনা সোভিয়েটের আধিপত্য মেনে নিতে রাজি হয়নি, তবু একটা কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র তো বটে! আর একজন কম্যুনিস্টকেই ভাগিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে ওরা। 'সিলভারের ইউ. এন. অক্ষর ছুটোর কথা মনে আছে তো? আংকেল তার কোটে পরে থাকবেন।'

রানার কথা শেষ হতেই ল্যাম্প সিগন্যাল দেখতে পেল রূপা।

তিনটে লম্বা সিগন্যাল··· একটা ছোটো ···তিনটে লম্বা···।

প্লেনের স্পীড কমিয়ে আনল রানা। সমান্তরাল দুটো আলোর সারি বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে আসছে ওদের দিকে। প্লেনের চাকা রানওয়ে স্পর্শ করতেই তীব্র একটা ঝাঁকি খেল ওরা। রানওয়ের দৈর্ঘ্য জানা নেই, যথা সম্ভব দ্রুত স্পীড কমিয়ে আনছে ও।

থামল জেট। জানালা খুলে মাথাটা বাইরে বের করে দিল রূপা। কই। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কুয়াশায় যতো দূর দৃষ্টি যায়, কেউ নেই।

ইঞ্জিন চালু রেখেছে রানা। নিজের দিকের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। বিশ সেকেণ্ড অপেক্ষা করল। তারপর বলল, 'ব্যাপারটা কি বলো তো? কাউকে দেখছি না কেন?'

'নিশ্চয়ই কেউ আছে, তা না হলে সিগন্যাল দিল কে?'

'হুঁ,' অস্বাভাবিক শান্ত শোনাল রানার কণ্ঠস্বর। হাত বাড়িয়ে রূপার কোল থেকে স্টেনটা তুলে নিল ও। রূপাও বাগিয়ে ধরল তার স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন।

হঠাৎ চোখ কুঁচকে সামনের দিকে তাকাল রানা। অন্ধকারে অস্পষ্ট কি যেন নড়ছে। জেটের নাকে বসানো সার্চলাইটের সুইচটা অন করে দিল ও। অন্ধকার চিরে ছুটল উজ্জ্বল আলো। পরিষ্কার দেখা গেল একজন লোক রানওয়ে ধরে সোজা প্লেনের দিকে হেঁটে আসছে। একা। ছোটোখাটো গড়ন, কাঠামোটা শক্তিশালী, কাঁধ দুটো চওড়া, পরনে ভারি ফার কোট, কিন্তু মাথায় কোনো হ্যাট নেই।

দৃঢ় পায়ে, একভাবে এগিয়ে আসছে লোকটা। হাতে একটা ব্রীফ-কেস। সার্চলাইটের প্রথম ঝলকটা চোখে পড়তেই একটা হাত তুলে মুখটা ঢেকে ফেলেছে সে। মাথা নিচু করে হাঁটছে।

কাছে চলে এসেছে লোকটা। মুখটা এখন আগের চেয়ে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা। হঠাৎ শিউরে উঠল রূপা। ছবির সাথে হুবহু মিল রয়েছে। রুদ্ধশ্বাসে ফিসফিস করে বলল সে, 'সর্বনাশ হয়েছে, রানা। এটা একটা ফাঁদ।'

এয়ারক্রাফটের কাছে পৌঁছে গেছে লোকটা। রানাও এখন চিনতে পারছে তাকে। আনাতোলি ফেরুবিন নন। ইনি জেনারেল তুর্গেই তুর্গেনিভ—কে,জি,বি-র চীফ।

আট

সেই মুহূর্তে বুঝল রানা, আটকা পড়ে গেছে ওরা। প্লেন ছেড়ে দিয়ে আবার আকাশে উঠে যেতে পারে ও, কিন্তু সামনে যতোটুকু রানওয়ে দেখা যাচ্ছে তা টেক-অফ করার জন্যে যথেষ্ট নয়। সময়ও নেই যে ঘুরিয়ে নেবে প্লেন। তাছাড়া, পালাবার চেষ্টা করলে চারদিক থেকে হয়ত গর্জে উঠবে মেশিন গান। কামান দাগাও বিচিত্র নয়। তবু হাল ছাড়ল না ও। জেনারেল তুর্গেনিভের মতো একজন জিম্মি হাতে থাকলে হয়ত নিজেদের মুক্ত করা কঠিন হবে না। দরজাটা খুলে ফেলল ও। অপেক্ষা করছে। একটু পরই নিচে দেখা গেল জেনারেল তুর্গেনিভ-কে। মুখ তুলে তাকিয়ে আছেন ওর দিকে।

'একচুল নড়বেন না, জেনারেল।' জেটের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল রানার গলা। জার্মান ভাষায় কথাটা বলল ও, জানে জেনারেল নাও বুঝতে পারেন, কিন্তু এতো কাছ থেকে মাথার দিকে তাক করা স্টেনগানের ভাষা বুঝতে কারো অসুবিধে হবার কথা নয়।

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে একটা হাত নাড়লেন জেনারেল, ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইলেন, অটোমেটিক মইটা নামান হোক। কয়েক সেকেণ্ড ইতস্ততঃ করল রানা, তারপর রূপাকে মই নামাতে বলল। পাওয়ার-অপারেটেড মই বেরিয়ে এসে নিচের দিকে নেমে গেল। মই বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলেন জেনারেল।

'থামুন ওখানে!' নির্দেশ দিল রানা।

মইয়ের ধাপের ওপর থমকে দাঁড়ালেন জেনারেল তুর্গেনিভ। 'চোখে আপনি কম দেখেন নাকি?' পরিষ্কার ইংরেজীতে ধমকে উঠলেন তিনি।

হঠাৎ বিস্ময়ের একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে কেঁপে উঠল রূপা। 'মাই গড, রানা!' রানার কানের কাছে ফিসফিস করে উঠল সে। 'জেনারেলের কোটে! ফর গড্‌স সেক, ওর কোটের দিকে তাকাও।'

জেনারেল নিজেই এখন একটা আঙুল দিয়ে নিজের কোটের ল্যাপেল দেখাচ্ছেন রানাকে। রূপালি অক্ষর দুটোর দিকে বোকার মতো তিন সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর প্লেন থেকে ঝুঁকে পড়ল নিচের দিকে। ওদিকে আরো কয়েকটা ধাপ উঠে এলেন জেনারেল। দু'জনের মুখের মাঝখানে মাত্র কয়েক ইঞ্চি ব্যবধান। 'কি মানে ওগুলোর?' জানতে চাইল রানা।

'আংকেল। আমি আংকেল। এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা উচিত নয় আমাদের। আমার বন্ধুরা বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়েছেন···প্লেনে উঠতে দিন আমাকে, প্রতিটি সেকেণ্ড এখন মহামূল্যবান···!'

রানওয়ের ওপর, আধো অন্ধকার যেখানে গাঢ় হয়ে গেছে, ঠিক তার কিনারায় ফার কোট পরা কয়েকটা মূর্তি দেখতে পেল রানা। অনুমানে বুঝল, ওদের মধ্যে নিশ্চয়ই রুমানিয়ান সিক্রেট পুলিশের চীফ আছেন। জেনারেলকে চিনতে পারার পর বড়জোর এক মিনিট পেরি-

য়েছে, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্যুৎ গতিতে আংকেলের সমস্ত ব্যাপার স্মরণ করতে পারল রানার ব্রেন। আসল সত্যটা আগেই কেন আঁচ করতে পারেনি ভেবে নিজেকে তিরস্কার করল ও। স্টেন নামিয়ে জেনারেলের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল, প্লেনে চড়তে সাহায্য করল তাঁকে। রূপাকে কিছু বলতে হল না, বোতামে চাপ দিয়ে অটোমেটিক মইটা তুলে নিল সে। দরজা বন্ধ করে দিল রানা। ওদিকে ফ্রন্ট প্যাসেঞ্জার সীটের একটায় বসে কথা বলার জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন তুর্গেনিভ।

'আপনি একটা টার্ণ-রাউণ্ড পয়েন্টে রয়েছেন, বড় একটা সার্কেল। বাঁ দিকে একশো আশি ডিগ্রী বাঁক নিন, তারপর যেদিকে মুখ করে ল্যাণ্ড করেছেন সেদিকে মুখ করে টেক-অফ করুন। খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

পাঁচ মিনিটের মাথায় আকাশে উঠে এল জেট। যুগোস্লাভ সীমান্তের দিকে এগোচ্ছে ওরা। সীমান্ত একবার পেরোতে পারলেই হয়, বন্ধুদের রাডার স্টেশন পথ দেখাবে ওদেরকে।

চামড়ার চোখ, ভাবছে রানা, কোনো কাজেরই নয়। আংকেলের গোটা অপারেশনের গায়েই লেখা ছিল এটা একজন প্রফেশন্যালের কাজ, এমন একজন প্রফেশন্যাল, যিনি অত্যন্ত উঁচু মানের এসপিওনাজ শৈল্পিক দক্ষতা অর্জন করেছেন। ট্রেড অ্যাণ্ড কমার্স মিনিস্টার আনা-তোলি ফেরুবিনের পক্ষে যা অর্জন করা সম্ভব নয়। ঘাড় ফিরিয়ে জেনা-রেল তুর্গেনিভের দিকে একবার তাকাল রানা। ঘন ভুরুর ভেতর দিয়ে জেনারেলও তাকালেন ওর দিকে। বুকের ওপর হাত দুটো ভাঁজ করে বসে আছেন তিনি, চেহারায় ভাবের কোনো প্রকাশ নেই।

ঘাড় সোজা করে সামনের দিকে তাকাল রানা। একটা প্রশ্নের

কোনো উত্তর পাচ্ছে না ও। কেন ? তুর্গেনিভের মতো একজন মানুষ কেন করলেন এই কাজ ? কারণটা কি ?

উনিশশো একচল্লিশ সালে তুর্গেই তুর্গেনিভের বয়স ছিল বিশ। সেই বিশ বছর বয়েসেই তুর্গেনিভ উক্রেনে যুদ্ধ করেছিলেন। নেতৃত্ব দেবার জন্মগত গুণ ছিল তাঁর, দু'বছর পর দেখা গেল একটা ট্যাংক ইউনিটের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট-কমিশনারের পদে উন্নীত হয়েছেন তিনি। নিকিতা ক্রুশ্চেভও ছিলেন একজন উক্রেনিয়ান, তাঁর কৃপাদৃষ্টি পড়তেই ঘন ঘন যোগ্যতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান তুর্গেনিভ। যোগ্যতার অভাব ছিল না, কাজেই উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে ওপরের দিকে উঠে আসেন তুর্গেনিভ।

যুদ্ধের পর কে.জি.বি-র একজন লোকের চোখে পড়ে যান তুর্গেনিভ। লোকটার কাজই ছিল কে.জি.বি-র জন্যে মেধা খুঁজে বের করা। তুর্গেনিভের দুটো গুণ মুগ্ধ করে তাকে। সংগঠন পরিচালনার দক্ষতা, এবং স্মরণ শক্তি।

যে-কোনো লেখা মাত্র একবার পড়লেই সারা জীবন তা মনে রাখতে পারেন তুর্গেনিভ। হাজার হাজার নাম, চেহারার বর্ণনা, ঠিকানা, রিপোর্ট, যে-কোনো পরিমাণ স্ট্যাটিসটিকাল ডাটা, টেলিফোন নাম্বার, ইত্যাদি অনায়াসে মনে রাখতে পারেন তিনি। কে.জি.বি তাঁকে লুফে নেয়। তাঁর উন্নতির আরো একটা বড় কারণ হল, তিনি কখনো ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করেননি। ক্ষমতার ভাগ নিয়ে সহকর্মীরা কামড়াকামড়ি করলেও, তিনি সবসময় এসব থেকে দূরে সরে থেকেছেন। সেজন্যে সবাই তাঁকে বিশ্বাস করত। তারপর, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে তুর্গেনিভ বিয়ে করলেন।

স্ত্রী সেলিনা তুর্গেনিভ ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী, এবং রাজনীতি সচেতন। বিয়ের আগে থেকেই দেশের রাজনৈতিক সিস্টেমের ওপর ঘৃণা ধরে গিয়েছিল তাঁর। বিয়ের পর দেশের অবস্থা সম্পর্কে তাঁর ধারণা আরো খারাপ হল। দেখলেন, মার্শাল সুখনভ আর তার পলিট ব্যুরোর সমর্থকরা দেশে আধা-সামরিক ডিক্টেটরশিপ চালু রেখে নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াচ্ছে। তিনিই প্রথম সে তাঁর স্বামীর মনে সন্দেহের বীজ বপন করলেন।

দেশ যে আধা সামরিক সিস্টেমের ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে তা জেনারেল তুর্গেনিভও লক্ষ্য করছিলেন। সহকর্মী মার্শাল সুখনভের একনায়ক সুলভ আচরণ তাঁর ভালো লাগত না। কিন্তু মনের ভাব তিনি কখনো প্রকাশ করতেন না, এমন ভাব দেখাতেন যেন কিছুই তিনি বোঝেন না, এবং বুঝতে চান না। তিনি জানতেন, পশ্চিমকে ঠেকাবার জন্যে যে অস্ত্র-শস্ত্র দরকার তার চেয়ে অনেক বেশি রয়েছে রাশিয়ার, তারপরও আরো অস্ত্রশস্ত্রের জন্যে রাজস্বের অর্ধেকেরও বেশি খরচ করা হচ্ছে। আপত্তি তোলায় তাঁর ডিপুটি হিসাবে ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হল কর্ণেল রুবলকে।

এর কিছু দিন পর জেনারেল তুর্গেনিভ টের পান, কর্ণেল রুবল মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স জি-আর-ইউ আর কে. জি. বি-র মাঝখানে লিয়াজোঁ অফিসার হলেও, আসলে সে মার্শাল সুখনভের লোক, গোপনে মার্শালের প্রতিটি কাজ সমর্থন করে যাচ্ছে, এবং তাকে সব রকম ভাবে সাহায্যও করছে। আর সতর্ক চোখ রাখছে তাঁর ওপর।

তারপর এক গভীর রাতে বাড়ি ফিরে জেনারেল তুর্গেনিভ দেখলেন তাঁর স্ত্রী সেলিনা মারা গেছে। এক মুঠো স্লিপিং ট্যাবলেট খেয়ে একটা চিরকুট লিখে রেখে গেছে সে। —"কিছু লোকের সন্দেহের পাত্রীতে পরিণত হয়ে আমি তোমার জন্যে মস্ত একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি।

ভালবাসি বলে তোমাকে আমি ধ্বংস হতে দেখতে পারব না। তাই নিজেই বিদায় নিলাম।"

জীবনে কখনো ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দেননি তুর্গেনিভ, কিন্তু সেদিন তিনি অনেকক্ষণ কেঁদেছিলেন। তিন দিন বাড়ি থেকে কোথাও বের হলেন না, দেখা করতে এসে ফিরে গেল লোকজন। এরপর তিনি তদন্ত শুরু করলেন। মাত্র তিন দিন সময় লাগল তাঁর। জানতে পারলেন, তিনি যখন পুব জার্মান সফরে ছিলেন, তখন সেলিনার বিরুদ্ধে ভয়ংকর একটা গুজব ছড়ান হয়। সেলিনা নাকি সরকারের বিরুদ্ধে গোপনে কাজ করছে। গুজবের উৎসটাও আবিষ্কার করলেন তুর্গেনিভ। কর্ণেল রুবল শুধু যে গুজবটা ছড়িয়েছে তাই নয়, সে এর জন্মদাতাও বটে।

চাপা স্বভাবের জন্যেই পেশাগত জীবনে এতোটা ওপরে উঠতে পেরেছেন তুর্গেনিভ, এই স্বভাবটা এবারও তাঁকে সাহায্য করল। সারারাত জেগে জীবনের সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্তটা নিলেন তিনি। ঠিক করলেন, যে নষ্ট সিস্টেমের শিকার হয়ে মারা গেছে তাঁর স্ত্রী, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাঁর দেশ, তিনি সেই সিস্টেমের বিরুদ্ধে কাজ করবেন। জেনারেল তুর্গেনিভ হলেন আংকেল।

প্রখর বুদ্ধির অধিকারী তুর্গেনিভ জানতেন, আগে হোক আর পরে, তাঁর ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ হয়ে পড়বে। নভেম্বরে একটুর জন্যে মস্কো রেলইয়ার্ডে ধরা পড়ার হাত থেকে বেঁচে গেলেন তিনি। স্লিপিং কারে ক্যাসেট লুকিয়ে রেখে মাত্র নেমে এসেছেন, এই সময় জি. আর. ইউ, মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের একজন ক্যাপ্টেন কোচে উঠতে চাইল, উদ্দেশ্য স্লিপিং কারটা পরীক্ষা করা। চারিত্রিক দৃঢ়তার কারণে সেই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতে কোনো অসুবিধে হয়নি তাঁর। পর পর দু'বার গুলি করেন তিনি লোকটাকে। তারপর লাশের হাতে গুঁজে দেন গ্রেনেডটা। এই

গ্রেনেড সব সময় নিজের কাছেই রাখতেন তুর্গেনিভ, গ্রেফতার এড়াবার প্রয়োজন হলে নিজেকে ধ্বংস করার জন্যে।

কর্মকর্তা পর্যায়ের ইনফর্মারকে খুঁজে বের করার জন্যে তিন জনের কমিটিতে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে দুর্লভ চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তুর্গেনিভ। কিছুটা সময় পাবার আশায় তিনি আনাতলি ফেরুবিনের ওপর নিজের সন্দেহের কথা জানিয়েছিলেন কমিটির অপর দু'জন সদস্যকে। ট্রেড অ্যাণ্ড কমার্স মিনিস্টার আনাতোলি ফেরুবিনের পশ্চিমা সংস্কৃতি প্রীতির কথা জানা ছিল সবার, তাই প্রথম থেকেই তাঁকে কাভার হিসেবে ব্যবহার করছিলেন তুর্গেনিভ। ভয়েস অফ আমেরিকা থেকে জ্যাজ বাজিয়ে ক্যাসেটের প্রাপ্তি সংবাদ জানাতে বলার পিছনেও সেটাই ছিল কারণ। ব্যাপারটা যদি জানাজানি হয়েই যায়, অন্ততঃ প্রথম দিকে যেন সবার সন্দেহ আনাতোলি ফেরুবিনের ওপর পড়ে। কমিটিকে নিজের সন্দেহের কথা জানিয়ে বুখারেস্টে ফেরুবিনের সহযাত্রী হবার পথ উন্মুক্ত করেন তিনি।

এবং এই মুহূর্তে অপরিচিত একজন পাইলটের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে, যুগোস্লাভিয়ার আট হাজার ফিট ওপরে, মুক্ত বিশ্বের পথে রয়েছেন তিনি। জানেন, তাঁর এই দীর্ঘ যাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপ বিপদসংকুল। জানেন, কে-জি-বি জি-আর-আর ইউ-র সমস্ত শক্তি কাজে লাগানো হবে তাঁকে এবং তাঁর উদ্ধারকারীকে খুন করার জন্যে। কিন্তু সেজন্যে তিনি ভীত নন। সব জেনেই তিনি ঝুঁকিটা নিয়েছেন।

জেট নিয়ে রানা আকাশে ওঠার কয়েক মিনিটের মধ্যেই রুমানিয়ার এয়ারস্ট্রিপ থেকে ছোট্ট একটা গাড়ির মিছিল দ্রুত গতিতে ফিরে চলল বুখারেস্টের দিকে। রুমানিয়ান সিক্রেট পুলিশ চীফ মনে মনে ঠিক করে

রেখেছেন, জেনারেল তুর্গেনিভ পালিয়েছেন এ-খবর প্রকাশ পাবার সাথে সাথে তিনি একটা অফিশিয়াল তদন্তের আয়োজন করবেন। তদন্তের রিপোর্টে জানানো হবে, অজ্ঞাত পরিচয় ক্যাপিটালিস্ট এজেন্ট জেনারেলকে প্লেনে করে রুমানিয়া থেকে বের করে নিয়ে গেছে।

বুখারেস্ট ফেরার পথে সমস্ত গাড়িকে অনেক পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে এলেন পুলিশ চীফ। তাঁর ঠিক পিছনের গাড়িতে রয়েছে সহকারী লিউ আয়োনিস্কি। মাঝপথে, সকলের অজ্ঞাতে, উঁচু পাঁচিল ঘেরা একটা ভিলার সামনে গাড়ি দাঁড় করাল লিউ। ছোট্ট একটা ফোন করল সে। বেরিয়ে এসে আবার চড়ল গাড়িতে। বুখারেস্টে চীফের পরপরই পৌঁছুল সে। সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে আবার সে গাড়ি দাঁড় করাল শহরের ব্যস্ত একটা রাস্তার ধারে। ওখানে অপেক্ষা করছিল সোভিয়েট দুতাবাসের একজন অফিসার। এয়ারস্ট্রিপ থেকে ফেরার পথে এই অফিসারকেই ফোন করেছিল আয়োনিস্কি।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে রুমানিয়ার সোভিয়েট দুতাবাসে খবর পৌঁছুল, জেনারেল তুর্গেনিভ পালিয়েছেন। প্রায় সাথে সাথে শক্তিশালী ট্রান্সমিটারের সাহায্যে ভয়ংকর খবরটা জানানো হলো মস্কোকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে কে-জি-বি-র হেডকোয়ার্টার থেকে খবরটা পৌঁছে গেল অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায়। কর্ণেল রুবল এই মুহূর্তে ভিয়েনা সফরে রয়েছে। এসপিওনাজের নানা কাজে প্রায়ই তাকে ভিয়েনায় আসতে হয়।

কর্ণেল রুবল যখন মস্কোর খবরটা রিসিভ করছে রানা তখন জেট নিয়ে প্রাণপণে ছুটছে। মিলান এখনো অনেক অনেক দূরে।

বুখারেস্ট সময় ভিয়েনা সময় থেকে এক ঘণ্টা এগিয়ে থাকে। ভিয়েনায়

এখন সকাল এগারোটা।

অন্যান্যবারের মতো এবারও জাল পাসপোর্ট নিয়ে ভিয়েনা সফর করছে কর্ণেল রুবল। সোভিয়েট দুতাবাসের একটা কামরায় বসে মেসেজ-টার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে, চেহারা দেখে মনের অবস্থা বোঝার কোনো উপায় নেই।

মাঝারি গড়নের লোক কর্ণেল, স্বাস্থ্যটা অত্যন্ত ভালো, বয়স পঞ্চাশ, কপালটা গম্বুজের মতো। কর্ণেলের চিবুকটা ভোঁতা, যা দেখে ধারণাই করা যায় না যে এই লোক প্রচণ্ড মানসিক শক্তির অধিকারী। এই মুহূর্তে একটা রিমলেস চশমা পরে আছে সে। চোখ দুটো স্থির, দৃষ্টিতে রাজ্যের শূন্যতা, বোঝাই যায় না যে বিদ্যুৎ গতিতে কাজ করছে তার মাথা। '…যেভাবে হোক বাধা দাও এবং ধ্বংস করো…' মেসেজ-টা থেকে চোখ তুলে ধীরসুস্থে একটা চুরুট ধরাল সে। অন্য কোনো লোক হলে এ-ধরনের একটা মেসেজ পাবার সাথে সাথে লাফ দিয়ে উঠত চেয়ার থেকে, তারপর একে-তাকে হাজারটা নির্দেশ দিয়ে ফেল-তো। কিন্তু কর্ণেল রুবল তেমন কিছুই করল না। ঝাড়া দশ মিনিট ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করল সে। কি করতে হবে ঠিক করে নিয়ে হাত বাড়াল ইণ্টারকমের দিকে। সহকারী বাডি রিমলারকে ডেকে পাঠাল সে।

বাডি রিমলার সোভিয়েট মিলিটারী ইণ্টেলিজেন্সের লোক, তার কাজ হলো পশ্চিম ইউরোপের স্যাবোটাজ ইউনিটগুলোকে পরিচালনা করা। কর্ণেল রুবলের কাছ থেকে কিছু নির্দেশ পেল সে, সাথে সাথে কয়েকটা ফোন করে কাজও শুরু করে দিল। ফোন শেষ করে মুখ তুলে তাকাল, দেখল জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তুষারপাত দেখছে কর্ণেল।

'এখনো সে অ্যাংগাসসি আটশো কুড়িতে রয়েছে,' বলল বাডি রিমলার। একটা দলকে পাঠিয়ে দিয়েছি ওখানে। জুরিখ ফ্লাইটের রিজার্ভেশনও করেছি। কিন্তু, কর্ণেল, জুরিখে কেন?'

রিভলভিং চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল কর্ণেল রুবল। এগিয়ে গিয়ে একটা ওয়াল-ম্যাপের সামনে দাঁড়াল সে। বলল, 'মিলান থেকে রুটিন রিপোর্টের সাথে একটা খবর এসেছে আজ সকালে—মিলান এয়ারপোর্ট থেকে একটা জেট প্লেন পুব দিকের কোর্সে টেক-অফ করেছে। বেলগ্রেড থেকে আমাদের এজেন্ট জানিয়েছে, সে-ও একটা জেট প্লেনকে পুব দিকে যেতে দেখেছে। যুগোস্লাভ রাডার স্ক্যানিং স্টেশন থেকে আমাদের লোক জানিয়েছে, একটা জেটকে রুমানিয়ান বর্ডারের দিকে যেতে দেখা গেছে...'

শুধু তাই নয়, এই মুহূর্তে রানা যখন জেট প্লেন নিয়ে যুগোস্লাভিয়ার ওপর দিয়ে ফিরছে, বলকানের তিনশো মাইল ওপর থেকে ক্যামেরা ফিট করা সোভিয়েট স্যাটেলাইট চোখ রেখেছে ওর ওপর, এবং ওর গতিবিধি সম্পর্কে ধারাবাহিক রিপোর্ট পাঠাচ্ছে মস্কোয়।

'কিন্তু এখনো আমি বুঝতে পারছি না,' বলল বাডি রিমলার, 'আমরা জুরিখে কেন যাচ্ছি?'

'কারণ, মিলান থেকে ট্রেনে করে ওখানে, ওই জুরিখেই নিয়ে যাবে ওরা জেনারেল তুর্গেনিভকে। মিলান রেলস্টশন থেকে আমাদের একজন এজেন্ট গতকাল জানিয়েছে, হঠাৎ করে সিকিউরিটি তৎপরতা দেখা গেছে স্টেশনে। আজ বিকেলে যে আটলান্টিক এক্সপ্রেসটা ছাড়ার কথা সেটার পিছনে দুটো ওয়াগন-লিট জোড়া লাগানো হয়েছে। তখন মনে হয় নি খবরটার কোনো তাৎপর্য আছে...

'মিলান থেকে ওরা তাকে প্লেনে করে জুরিখে নিয়ে যাচ্ছে না কেন?'

'এইমাত্র খবর পেয়েছি, দুর্যোগের দরুন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে মিলান এয়ারপোর্ট। আমরা শুধু আশা করতে পারি, অ্যাক্সিডেন্ট করবে প্লেনটা, কিন্তু ওরা যে অত্যন্ত দক্ষ একজন পাইলটকে বেছে নিয়েছে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই, যে চোখ বাঁধা অবস্থাতেও জেট নিয়ে নামতে পারবে। তবে ল্যাণ্ড যদি সে করতে পারে, দ্বিতীয় ফ্লাইটের ঝুঁকি ওরা আর নেবে না। জুরিখ এয়ারপোর্ট এখনো খোলা আছে, ওখান থেকে জেনারেলকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পথে পাড়ি জমাতে পারবে ওরা। তার মানে, কোনো ভাবেই ওদেরকে জুরিখে পৌঁছতে দেয়া যায় না।'

পরবর্তী এক ঘণ্টা ধরে অনেকগুলো মেসেজ দ্রুত চারদিকে পাঠাবার ব্যবস্থা করল কর্নেল রুবল। সোভিয়েট মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের স্যাবোটাজ ইউনিটগুলোকে লেলিয়ে দেয়াই এই মেসেজ পাঠাবার উদ্দেশ্য।

ইণ্টারকমের বোতাম টিপে কর্নেল রুবল বলল, 'কোডিং সেকশনের ডিউটি অফিসারকে পাঠিয়ে দাও।'

লোকটার জন্যে অপেক্ষা করার সময় কাবার্ড থেকে একটা স্যুটকেস বের করল কর্নেল রুবল, অনেকদিন থেকে এখানে রেখে দেয়া ছিল এটা, জরুরী অবস্থা দেখা দিলে কাজে লাগবে মনে করে। প্রতি তিন মাস অন্তর একজন কে-জি-বি এজেন্ট স্যুটকেসটা খুলে নতুন করে গোছ-গাছ করে। এই মুহূর্তে স্যুটকেসে রয়েছে শীতকালীন কাপড়চোপড়, সিল্ক মোড়া একটা দুষ্প্রাপ্য বই, এবং লণ্ডনের নিলাম পরিচালনা সংস্থা সোথবি-র একটা সর্বশেষ ক্যাটালগ।

'এসো,' দরজায় নক হতেই বলল রুবল।

ঘরে ঢুকল বেসমেন্ট কোডরূমের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সাইফার ক্লার্ক

ফোবিন। বয়স পঁয়ত্রিশ, মুখটা সরু, সামান্য একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে ফোবিন। কর্ণেল রুবলের হাত থেকে একটি সীল করা এনভেলাপ নিয়ে কামরা থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল সে।

ফোবিন কামরা থেকে চলে যাবার পর হঠাৎ কর্ণেল রুবলের চোখে পড়ল বাড়ি রিমলারের কেনা জুরিখ ফ্লাইটের টিকেট দুটো টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে। টিকেট দুটোর ওপর একটা নোটপ্যাড চাপা দিল সে। চেহারাটা থমথমে হয়ে উঠেছে। সিকিউরিটির ব্যাপারে কোথাও সামান্যতম গাফিলতি বা খুঁত দেখলে সাংঘাতিক অস্বস্তি বোধ করে কর্ণেল রুবল।

বেসমেন্ট কোডরুমে বসে চীফ সাইফার ক্লার্ক কর্ণেল রুবলের দেয়া মেসেজগুলো কোড করতে শুরু করেছে। এখুনি পাঠাতে হবে সব-গুলো মেসেজ, ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় গোপন ট্রান্সসিভার রিসিভ করবে ওগুলো। প্রথমে জুরিখ, বাজ্‌ল, মিলান, মালহাউজ এবং ডুসেলডর্ফে মেসেজ পাঠাল সে। সবশেষে পাঠাল আনডারম্যাটে, সবগুলোর চেয়ে বড় হলো এটা।

ভিয়েনা।

ছোটোখাটো, একহারা চেহারার লোক হেঞ্জ বোলচাক। কারো সাতে-পাঁচে নেই, নিরিবিলি একা থাকতে পছন্দ করে। বোলচাক একজন দুষ্প্রাপ্য বইয়ের ডিলার, থাকে আটশো কুড়ি নম্বর অ্যাংগাসসিতে। লোকটা গোপনীয়তার এমনই ভক্ত যে ঘরকন্নার কাজকর্ম করার জন্যে চাকর-বাকর বা ঠিকে ঝি পর্যন্ত রাখে নি।

সোফায় বসে নিজের তৈরি করা কফির কাপে প্রথম চুমুকটা দিয়েছে বোলচাক, এই সময় কলিংবেল বেজে উঠল। আধঘণ্টা আগে একজন

লোক ফোন করেছিল, বোলচাক ভাবল নিশ্চয়ই সে এসেছে। দুর্লভ বইয়ের একজন সংগ্রাহক বলে নিজের পরিচয় দিয়েছে লোকটা, তার কথা শুনে বোলচাকের ধারণা হয়েছে দরে পোষালে ভালো ব্যবসা করবে সে আজ।

কফির কাপটা তেপয়ের ওপর নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল বোল-চাক। দরজা খুলে দেখল, একজন নয়, ওভারকোট পরা দু'জন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার সামনে। একটু ইতস্ততঃ করে পথ ছেড়ে দিল সে। লোক দু'জন ঘরে ঢুকল। দু'জনের একজন ক্ষমা-প্রার্থনার একটু হাসি দিয়ে বলল, 'সাথে করে একজন বন্ধুকে এনেছি, ইনিও একজন কালেক্টর।'

'কফি চলবে?' দরজা বন্ধ করে দিয়ে প্রশ্ন করল বোলচাক।

'বাইরে যা ঠাণ্ডা, হলে মন্দ হতো না···'

কিচেনের দিকে পা বাড়াল বোলচাক। এই সময় লম্বা পা ফেলে ঠিক তার পিছনে এসে দাঁড়াল দু'জনের একজন, ওভারকোটের পকেট থেকে রিভলভার ধরা হাতটা বের করে খুক করে কাশল সে, তারপর রিভলভারের বাঁটটা বোলচাকের মাথা লক্ষ্য করে উঁচু করে ধরল। বোলচাক ঘুরে তাকাবে, এই সময় তার মাথার মাঝখানে প্রচণ্ড একটা বাড়ি মারল লোকটা। মেঝেতে পড়ে যাবার আগেই মারা গেল বোল-চাক।

প্রথম লোকটা দ্রুত হাতে বোলচাকের মাথায় একটা পট্টি বেঁধে দিল, মেঝেতে যাতে রক্ত না পড়ে। তালিকা মিলিয়ে কয়েকটা জিনিস জায়গা মতো আছে কিনা চেক করে নিল দ্বিতীয় লোকটা। বেডরুম থেকে নিয়ে আসা হলো একটা স্যুটকেস, তাতে ভরা হলো বোলচাকের কাপড়, যেগুলো বাইরে কোথাও বেড়াতে গেলে বোলচাকের দরকার

হতো। বাথরুম থেকে শেভিং কিট আর একটা দেরাজ থেকে সংগ্রহ করা হলো বোলচাকের পাসপোর্ট।

প্রথম লোকটা বোলচাকের অভুক্ত কফির কাপটা তুলে নিয়ে গেল কিচেনে, কফিটুকু ফেলে দিয়ে কাপটা ধুয়ে অন্যান্য কাপের সাথে রেখে দিল। ফিরে এসে পকেট থেকে একটা টাইপ করা কাগজ বের করল সে, রেখে দিল টেবিলের ওপর। সুইস এয়ারের প্যাড থেকে ছেঁড়া ওটা, চারশো তেত্রিশ নম্বর জুরিখ ফ্লাইটের ডিপারচার আর অ্যারাইভ্যাল টাইম লেখা আছে ওতে।

বোলচাকের পকেট থেকে আগেই চাবিটা বের করে নেয়া হয়েছে, লাশ নিয়ে এবার ওরা বেরিয়ে এলো নির্জন করিডোরে। দরজায় তালা দিয়ে পিছনের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো গলিতে। সামনেই দাঁড়িয়ে একটা মার্সিডিজ।

গলির মুখে অপেক্ষা করছিল একজন মোটরসাইকেল আরোহী, মার্সিডিজ অদৃশ্য হয়ে যেতে সে-ও স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল তার মোটরসাইকেল। সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়েছে কাজটা, রিপোর্ট করার জন্যে সোভিয়েট দূতাবাসে ফিরে যাচ্ছে সে।

ভিয়েনা শহর থেকে বেরিয়ে একটা পাহাড়ী এলাকায় চলে এলো মার্সিডিজ। থামল একটা গভীর খাদের কিনারায়। অনেক নিচে সাদা তুষার দেখা যাচ্ছে। গাড়ি থেকে নামল লোক দু'জন। লাশটা ভেতরেই রয়ে গেল। গাড়িতে আগুন ধরাল ওরা, তারপর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল খাদের কিনারা থেকে নিচের দিকে। ঘুরে দাঁড়াল ওরা। খানিক দূর হেঁটে এসে দেখল একটা গাড়ি অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে।

সোভিয়েট দূতাবাসের দিকে চলল গাড়ি।

প্ল্যানটা তৈরি করা হয়েছিল কয়েক মাস আগেই। একজন এজে-

ন্টের চোখে পড়ে যায় হেঞ্জ বোলচাক, জরুরী অবস্থা দেখা দিলে এই লোকের ছদ্মবেশ এবং পরিচয় গ্রহণ করা যাবে ভেবে প্ল্যানটা সে-ই তৈরি করেছিল। বোলচাক একদিন বাড়ি ছিল না, তখন ওরা ভেতরে ঢুকে তার পাসপোর্টের ছবি তুলে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর সেই ছবি থেকে নতুন একটা পাসপোর্ট তৈরি হয়েছিল সোভিয়েট দুতাবাসের ল্যাবরেটরীতে। পাসপোর্টটা নকল করা হয়েছিল বটে, কিন্তু বোল-চাকের ফটোটা বাদ দিয়ে।

ভিয়েনা এয়ারপোর্ট। সুইস এয়ারের চারশো তেত্রিশ নম্বর ফ্লাইট টেক-অফ করতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। এই সময় একজন লোক অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে এয়ারপোর্টে পৌঁছুল। কাস্টমস অফি-সাররা তার পাসপোর্ট দেখতে চাইলে লোকটা এক গাল হেসে পকেট থেকে বের করে দিল সেটা। অফিসাররা দেখল, লোকটার নাম হেঞ্জ বোলচাক, দুষ্প্রাপ্য বইয়ের একজন ডিলার। পাসপোর্টে কোনও খুঁত নেই দেখে অফিসাররা ছেড়ে দিল তাকে। লোকটা তাড়াহুড়ো করে প্লেনে উঠে পড়ল।

জুরিখের দিকে উড়ে চলল প্লেন।

নয়

মিলান। এয়ারপোর্ট কন্ট্রোল টাওয়ার।

অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের পাশে এসে দাঁড়ালেন সাইফার (এস আই-এফ-এ-আর) চীফ কর্ণেল ও'হারা। বললেন, 'রেডিও মেসেজ, জেট থেকে এইমাত্র পাঠিয়েছে রানা।'

কর্ণেলের হাত থেকে মেসেজটা প্রায় ছোঁ মেরে কেড়ে নিলেন অ্যাডমিরাল। পড়তে গিয়ে দেখলেন, কাগজে কয়েকটা মাত্র শব্দ রয়েছে "ক্যাকটাসকে নিয়ে আসছি।"

বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে কয়েক সেকেণ্ড মেসেজটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন অ্যাডমিরাল, তারপর ফিসফিস করে উচ্চারণ করলেন, 'জেসাস খ্রীস্ট।'

বুখারেস্টের উদ্দেশে রওনা হবার কয়েক মিনিট আগে রানার পরামর্শে সোভিয়েট পলিটব্যুরোর সমস্ত সদস্যের নামের একটা তালিকা তৈরি করেছিলেন অ্যাডমিরাল, এবং প্রত্যেকটি নামের পাশে একটা করে ছদ্মনাম লিখে রেখেছিলেন। রানার যুক্তি ছিল, আনাতোলি ফেরুবিন যে আংকেল সেটা স্রেফ আমাদের অনুমান, তিনি অন্য কেউও হতে পারেন। যাই হোক, তাঁর পরিচয় জানার পর যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাকে খবর পাঠাব আমি…'

'ক্যাকটাস। ক্যাকটাস?' বিড় বিড় করছেন অ্যাডমিরাল। 'কী আশ্চর্য!' আনাতোলি ফেরুবিন নয়, ক্যাকটাস যে জেনারেল তুর্গেই তুর্গেনিভের ছদ্মনাম!

'আপনার জন্যে খারাপ একটা খবর আছে', আবার বললেন কর্ণেল। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার বলছেন, এই আবহাওয়ায় কোনো পাইলটের পক্ষে একটা জেট নিয়ে ল্যাণ্ড করা সম্ভব নয়। অন্ততঃ, অনুমতি দেবেন না তিনি।'

টাওয়ার স্টাফদের কাছ থেকে দূরে রয়েছেন ওঁরা, ওঁদের কথা শুনতে পাচ্ছে না কেউ। দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত নিলেন অ্যাডমিরাল। যে-সব দেশের ভেতর দিয়ে আংকেলকে নিয়ে যেতে হবে, সে-সব দেশের সিকিউরিটি চীফকে তাঁর আসল পরিচয় না জানিয়ে উপায় নেই। অদ্ভুত

একটা কঠিন দৃষ্টি ফুটে উঠল অ্যাডমিরালের চোখে। কর্ণেলের দিকে কয়েক সেকেণ্ড নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকার পর তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, 'কথাটা এখন আপনাকে জানানো যেতে পারে। রানা আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, কাজেই আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই। রানা সোভিয়েট পলিটব্যুরোর একজন সিনিয়র সদস্যকে সাথে করে আনছে। তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যেতে হবে। সোভিয়েট পলিটব্যুরোর এই সিনিয়র সদস্যর আসল পরিচয়, তিনি জেনারেল তুর্গেই তুর্গেনিভ...'

'হোয়াট!' চাপা গলায় আঁতকে উঠলেন কর্ণেল। 'কে-জি-বি চীফ?'

'হ্যাঁ।'

কয়েক সেকেণ্ড স্থিরদৃষ্টিতে অ্যাডমিরালের দিকে তাকিয়ে থাকার পর ঝট করে মাথা ঝাঁকালেন কর্ণেল। তারপর লম্বা পা ফেলে সোজা এগিয়ে গেলেন চীফ কন্ট্রোলারের দিকে।

চীফ কন্ট্রোলারের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, লোকটা দীর্ঘকায়, ক্লিনশেভ, চোখে ঠাণ্ডা অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। কর্ণেলকে এগিয়ে আসতে দেখে মুখ তুলে তাকাল সে।

'কন্ট্রোলার, কোনো উপায় নেই, জেটটা যাতে ল্যাণ্ড করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে আপনার।'

'অসম্ভব, কর্ণেল!'

পকেট থেক রিভলভারটা বের করে কন্ট্রোলারের ডেস্কের ওপর রাখলেন কর্ণেল। 'এর অর্থ হলো, জেটের পাইলটকে আপনি পথনির্দেশ দিয়ে ল্যাণ্ড করাবেন। ঘোষণা করা হয় নি, কিন্তু এখন এটা জাতীয় পর্যায়ের জরুরী অবস্থা। নাকি আপনি একটা ভীতুর ডিম?' একেবারে নরম সুরে কথাগুলো বললেন তিনি।

‘আপনি আমাকে অপমান করছেন!’ প্রায় ফেটে পড়ল কন্ট্রোলার।

‘সময় মতো সেজন্যে আমি ক্ষমা চেয়ে নেব—যখন আপনি নিরাপদে নামিয়ে আনবেন জেটটাকে।’

‘আমি বড়জোর চেষ্টা করে দেখতে পারি…’

‘তারচেয়ে একটু বেশি করুন—সফল হোন।’

নিচের দিকে নাক করে নেমে আসছে জেট।

মিলান কন্ট্রোলার অনবরত কথা বলছে রানার সাথে। রাডার স্ক্রীনে ছোট্ট, অস্পষ্ট একটা পতনশীল আলোর বিন্দুর মতো দেখতে পাচ্ছে সে জেটটাকে। ডেস্কের কিনারা ধরা হাতটা রক্তশূন্য সাদা হয়ে গেছে। বুকের ভেতর দমাদম পড়ছে হাতুড়ির বাড়ি। তার ঠিক পিছনেই নিরেট পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন কর্ণেল ও’হারা, তাকিয়ে আছেন রাডার স্ক্রীনের ক্ষুদে আলোটার দিকে। তিনটে প্রাণীকে নিয়ে চরম বিপজ্জনক মুহূর্তগুলো পেরোচ্ছে ওটা। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন অ্যাডমিরাল, কাঁধ দুটো ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে, দু’সারি দাঁতের ফাঁকে একটা চুরুট, অনেক আগেই নিভে গেছে।

কো-পাইলটের সীটে শান্তভাবে বসে আছে রূপা। এরই মধ্যে জেনারেল তুর্গেনিভের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সে। এই রকম চরম বিপদে রূপাকে একেবারে মাটির পুতুল হয়ে বসে থাকতে দেখে অবাকই হয়েছেন জেনারেল। ইতিমধ্যে নিজের সীট থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে রূপার কাঁধ চাপড়ে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু জেনারেলের একটা চোখ সারাক্ষণ স্থির হয়ে আছে অলটিমিটারের কাঁটার ওপর। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি অনুভব করলো ওরা। প্লেনের চাকা রানওয়ে স্পর্শ করেছে। ঝাপসা আলোর সারি দেখা গেল প্লেনের দু’দিকে, বিপুল

গতিতে পিছন দিকে ছুটছে। ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে এলো জেটের গতি, এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা সবাই খুলে ফেলল যার যার সীটবেল্ট। নিজের সীটের ওপর ঝট করে ঘুরে বসল রানা, হাত বাড়িয়ে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল স্টেন গানটা।

'শুয়ে পড়ুন, মেঝেতে শুয়ে পড়ুন!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

শিড়দাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে রূপার। 'কি ব্যাপার, রানা?'

'অনেক বেশি গাড়ি আসছে...'

'হুঁ,' কেবিনের মেঝে থেকে বললেন জেনারেল তুর্গেনিভ। 'এবং সন্দেহ নেই, সোভিয়েট স্যাটেলাইট বুখারেস্টের মাধ্যমেই আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করেছে ওরা।'

ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের ঘড়িতে বেলা একটা সাতান্ন মিনিট, কিন্তু বাইরে প্রায় সাঁঝ রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে। হেডলাইটের আলোয় দেখা গেল গাড়িগুলোকে। মিছিল করে এগিয়ে আসছে প্লেনের দিকে কয়েকটা ফায়ার ট্রাক, তিনটে অ্যাম্বুলেন্স, একটা আর্মার্ড ট্রাক। এই আর্মার্ড ট্রাকে করেই জেনারেল তুর্গেনিভকে ওদের সেই গোপন আস্তানায় নিয়ে যাওয়া হবে।

সবার আগে পৌঁছুল আর্মার্ড ট্রাক। ট্রাকের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল প্লেনটা। ধীর গতিতে এগিয়ে এসে প্লেনের প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল। মাঝখানে শুধু অটোমেটিক মই নামাবার মতো জায়গা আছে। বোতামে চাপ দিল রানা, ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল দরজাটা। ওদিকে ট্রাক থেকে নিচে নেমে পড়েছে সামরিক পোশাক পরা ড্রাইভার। মইয়ের ওপর টর্চের আলো ফেলল সে।

'টর্চ ফেলে দাও!' ইতালিতে গর্জে উঠল রানা।

বিস্ময়ে এবং আতংকে থতমত খেয়ে গেল ড্রাইভার। সাথে সাথে

হাত থেকে ফেলে দিল টর্চটা। স্টেন দেখিয়ে মই বেয়ে ওপরে উঠতে বাধ্য করল তাকে রানা। 'বের করো, তোমার আইডেনটিটি কার্ড দেখব।'

'আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যেতে এসেছি,' প্রতিবাদ করল লোকটা। 'ট্রুপস গিজগিজ করছে এয়ারপোর্টে...' প্রতিবাদে কান না দিয়ে আইডেন্টিটি কার্ডটা পরীক্ষা করল রানা। বলল, ট্রাকের সামনে বসব আমরা—তিনজনই। তুমি পথ দেখাবে, ড্রাইভ করব আমি।'

'সামনে জায়গা কোথায়! পিছনে সশস্ত্র গার্ড আছে আপনাদের জন্যে...'

তরতর করে মই বেয়ে নিচে নেমে এলো রূপা, মইয়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে জেনারেল তুর্গেনিভের জন্যে অপেক্ষা করছে। কোন তাড়াহুড়ো সন্ত্রস্ত ভাব নেই, ধীরে সুস্থে নামছেন জেনারেল। ব্রীফকেসটা এক হাতে বুকের সাথে সেঁটে ধরে আছেন। তাঁর ঠিক পিছনেই, গা ঘেঁষে নেমে আসছে রানা।

জেনারেলের হাত আর কোমর ধরে ট্রাকের সামনে উঠতে সাহায্য করল রূপা। পিছন পিছন নিজেও উঠল। ড্রাইভারকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল রানাও, তারপর সীট থেকে ঝুঁকে পড়ে খপ্ করে ধরে ফেলল ড্রাইভারের হাত, হ্যাঁচকা টান দিয়ে তুলে নিল তাকে। ড্রাইভিং সীটে বসেছে রানা, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে জানতে চাইল, 'কর্ণেল ও'হারা—কোথায় তিনি?'

'কিন্তু আপনি...এটা আমার ট্রাক...' আবার আপত্তি জানাল ড্রাইভার।

'এতো গাড়ি, কে বলবে কোন্‌টা শত্রু, কোন্‌টা মিত্র?' দ্রুত বলল রানা। 'বিপদ দেখলে আমি নিজে হাল ধরতে চাই, বুঝেছ? এখন,

গাইড করো আমাকে। কর্ণেল কোথায়?'

'সোজা টাওয়ারের দিকে চলুন···ওই ঝাপসা আলোগুলো দেখছেন? ওদিকেই···'

ইতিমধ্যে ট্রাক ছেড়ে দিয়েছে রানা। ফায়ার ট্রাক আর অ্যাম্বুলেন্সগুলো দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। একটুর জন্যে সংঘর্ষ হলো না, সাঁ করে বেরিয়ে গেল আর্মার্ড ট্রাক।

অদ্ভুত এক লোক! রানার দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবল ড্রাইভার। কণ্ট্রোলার অসম্ভব বলার পরও যে লোক জেট নিয়ে ল্যাণ্ড করে, সে অদ্ভুত নয় তো কি! প্যাসেঞ্জারটা কে? একটু ঝুঁকে জেনারেল তুর্গেনিভের দিকে তাকাল সে। রানা আর রূপার মাঝখানে বসে আছেন জেনারেল। ওভারকোটের কলার খাড়া হয়ে ঢেকে রেখেছে মুখটা, চেহারাটা দেখতেই পেল না সে। 'আপনাদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই ট্রাকের পিছনে ওঠার ব্যবস্থা করা হয়েছিল··' শুরু করল সে।

'এয়ারপোর্টে যদি কোনো বিশেষ রিসেপশন কমিটি থাকে, তারাও আমাদেরকে ওই পিছনেই আশা করবে, সামনে নয়,' শান্তভাবে বলল রানা। 'এখন কোন্ দিকে?'

'ওই যে দুটো আলো জ্বলছে আর নিভছে, ওই দুটোর মাঝখান দিয়ে যেতে হবে···'

একেবারে ঝাপসা, কোনো রকমে দৃষ্টিগোচর হলো আলো দুটো, কয়েক সেকেণ্ড বিরতি দিয়ে জ্বলছে আর নিভছে। ঘন তুষারপাত হচ্ছে বাইরে, বিশ গজ দূরের জিনিস ভালো করে দেখা যায় না। রূপার কোলের ওপর পড়ে রয়েছে একটা স্টেন আর একটা পয়েন্ট থ্রি-এইট স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন। আর্মার্ড ট্রাকের পিছন পিছন আসছে তিনটে অ্যাম্বুলেন্সের একটা, আর্মার্ড কারের ভারি যান্ত্রিক আওয়াজে সেটার

শব্দ চাপা পড়ে গেছে। ওটার অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানল না রানা।

কাছাকাছি এসে ঝাপসা আলোর বিন্দু দুটোকে বড়সড় সার্চলাইট বলে চিনতে পেরে আশ্চর্য হয়ে গেল রানা। দুটো সামরিক যানের মাথায় ফিট করা রয়েছে ওগুলো। গাড়ি দুটোর মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, আর্মার্ড কারটা যাতে এগিয়ে যেতে পারে। আরো কাছাকাছি এসে রানা দেখল, গাড়ি দুটোর পিছনে এবং দু'পাশে অস্পষ্ট অর্ধবৃত্ত রচনা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য যানবাহন—পুলিশ কার, মটরসাইকেল, এবং আরেকটা আর্মার্ড কার, ও যেটা চালাচ্ছে হুবহু সেটার মতোই। হেডলাইটের আলোয় কয়েকজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গতি মন্থর করে আনল রানা। একজনকে দেখে মনে হলো কর্ণেল ও'হারা, আরেকজন বোধহয় অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। রানার ডান দিকে, কাছাকাছি, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কন্ট্রোল টাওয়ার। এদিকটায় বেশ অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে, কিংবা হয়ত পাতলা হয়ে আসছে তুষারপাত। ব্রেক কষে আর্মার্ড ট্রাক থামাল ও। পিছনে দাঁড়িয়ে পড়ল অ্যাম্বুলেন্সটাও। ওটার আলো আর্মার্ড ট্রাকের পিছনের দরজার ওপর স্থির হয়ে আছে।

আর্মার্ড ট্রাক থামতেই পিছনের দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল। ভেতর থেকে লাফ দিয়ে নামতে গেল চারজন সিক্রেট পুলিশ, দৌড়ে ট্রাকের সামনে যেতে চায় ওরা। ওদের মধ্যে কেউ লাফ দিয়েছে, কেউ দিতে যাচ্ছে, এই সময় মেশিন গানের বিকট আওয়াজে কেঁপে উঠল এয়ারপোর্ট। দু'পাট খোলা আর্মার্ড ট্রাকের পিছনের দরজা, ভেতরে ঢুকছে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট। আত্মরক্ষার কোনো সুযোগই পেল না চার-জন সিক্রেট পুলিশ, প্রথম ঝাঁক বুলেটই ঝাঁঝরা করে দিয়েছে ওদেরকে। যেমন হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ করেই স্তব্ধ হয়ে গেল

মেশিন গান। তারপর গর্জে উঠল ইঞ্জিন, ব্যাক করে লাশগুলোর কাছ থেকে সরে যাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স।

একটা সার্চলাইট ট্রাকের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন কর্ণেল ও'হারা, মুহূর্তমাত্র নষ্ট না করে হাতে ধরা ওয়াকি-টকিটা মুখের সামনে তুলে নির্দেশ দিতে শুরু করলেন তিনি। ঘুরে গেল একটা সার্চলাইট, চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো সোজা গিয়ে পড়ল অ্যাম্বুলেন্সটার ওপর। তারপর যেন ভোজবাজির মতো হাজির হলো একটা লাইট ট্যাংক, হেলেদুলে দ্রুত গতিতে ছুটল নাক বরাবর অ্যাম্বুলেন্সটার দিকে। সংঘর্ষের আওয়াজটা তেমন জোরালো হলো না, আড়াআড়িভাবে কাত হয়ে পড়ে গেল অ্যাম্বুলেন্স। উল্টে পড়া গাড়িটা থেকে মাত্র একজন লোক গড়িয়ে বেরিয়ে এসে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা সামনের দিকে দৌড়াল সে। ট্যাংক মেশিন গান থেকে ছুটে এল এক ঝাঁক বুলেট। সুতোয় যেন বাঁধা ছিল লোকটা, টান পড়তেই লাফ দিয়ে উঠে পড়ল শূন্যে, তারপর দড়াম করে পড়ে গেল কংক্রিটের মেঝেতে, স্থির হয়ে গেল শরীরটা।

খপ্ করে স্টেনটা তুলে নিয়েই জানালা দিয়ে মাজল বের করে দিল রানা। 'নড়ো না কেউ!' সতর্ক করে দিল ও। আরেক দিকের জানালা দিয়ে রূপাও তার স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসনের নল বের করে দিয়েছে। হঠাৎ সে আবিষ্কার করল, কর্ণেল ও'হারার দিকে পিস্তল তাক করে আছে সে।

'বেরিয়ে আসুন, এদিকের দরজা দিয়ে!' রুদ্ধশ্বাসে বললেন কর্ণেল। 'কুইক!' পরমুহূর্তে ওয়াকি-টকিতে কথা বলতে শুরু করলেন তিনি।

সার্চলাইটের আলো কমতে শুরু করল। এই সময় আর্মার্ড ট্রাক থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল ওরা। দু'জোড়া হাত এগিয়ে এল,

ওদেরকে ঠেলেঠুলে তুলে দিল দ্বিতীয় আর্মার্ড ট্রাকে। বটাং করে আওয়াজ হল একটা, বন্ধ হয়ে গেল ট্রাকের দরজা। একটা সুইচ অন করলেন কর্ণেল, আলোকিত হয়ে উঠল আর্মার্ড ট্রাকের ভেতরটা। রূপার হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা গদিমোড়া চেয়ারে বসিয়ে দিলেন তিনি। রানার দিকে তাকালেন। তাকালেন জেনারেল তুর্গেনিভের দিকে। তারপর জানতে চাইলেন, 'কফি ?'

'একশোবার—আগুনের মতো গরম!' সাথে সাথে জবাব দিল রূপা। প্রচণ্ড শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে সে।

ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢালার ফাঁকে দ্রুত আরেকবার জেনারেলের দিকে তাকালেন কর্ণেল। 'এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব আমরা,' রানাকে বললেন তিনি। 'ওপরওয়ালাকে ধন্যবাদ যে তোমরা কেউ পিছনে ছিলে না...আগেই টের পেলে কিভাবে ?'

'পাইনি,' বলল রানা। 'স্রেফ সন্দেহ হয়েছিল। মাত্র তিনজন মানুষ আসছি আমরা, একটা অ্যাম্বুলেন্সই যথেষ্ট—দুটোকেও নাহয় মেনে নেয়া যায়, কিন্তু তাই বলে তিন তিনটে অ্যাম্বুলেন্স ? ট্রাকের সামনে রেডিও কমিউনিকেশন থাকলে আপনাকে আমি সাবধান করে দিতাম।' মৃদু হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। 'এবং আপনার ভাষায়, ওপর-ওয়ালাকে ধন্যবাদ, এই জন্যে যে ট্রাকের পিছনটা বুলেট প্রুফ ছিল। আমার ঠিক পিছনেই বুলেটগুলো মাথা খুঁড়ছিল, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম।'

দ্রুত, লম্বা চুমুক দিয়ে কফি খাচ্ছে ওরা। উত্তেজনার মুহূর্তগুলো পেরিয়ে গেছে, শান্ত হয়ে আসছে পরিবেশটা। নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন জেনারেল তুর্গেনিভ, তাঁকেই সবচেয়ে শান্ত এবং স্থির দেখাচ্ছে। 'চারজন লোককে হারিয়েছেন আপনি, কর্ণেল ও'হারা,'

বললেন তিনি। 'সেজন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু সেই সাথে বলতে চাই, সবে মাত্র শুরু হলো…'

'আমি জর্জ হ্যামিলটন,' বাধা দিয়ে এই প্রথম মুখ খুললেন অ্যাড-মিরাল, গম গম করে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বর। 'যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছুবার পর যা কিছু বলার আমাকেই আপনার বলতে হবে। কিন্তু এখনই কর্ণেল ও'হারাকে যদি কিছু নাম আর ঠিকানা দেন, কাজে লাগতে পারে—এইমাত্র যা ঘটল, তার প্রেক্ষিতে বলছি।'

'নিরাপদে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে দিন আমাকে, তার আগে কোন বিস্তারিত তথ্য নয়,' ঘন ভুরু জোড়ার ভেতর থেকে অ্যাডমিরালের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন জেনারেল তুর্গেনিভ। 'সেটাই সাধারণ নিয়ম।' থামলেন তিনি, তাকালেন কর্ণেলের দিকে। 'আপনার জন্যে নিয়মটা না হয় ভাঙছি আমি। মিলানে কে. জি. বি লোকদের কথা জানাতে পারি, কিন্তু সোভিয়েট মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের কারো কথা জানতে চাইবেন না…' কর্ণেল কিছু বলতে যাচ্ছেন দেখে হাত তুলে তাঁকে বাধা দিলেন জেনারেল। '…আমি জানি, এখানে ওরা অত্যন্ত শক্তিশালী একটা সংগঠন গড়ে তুলেছে। এও জানি, ওদের কথা আপনাদের জানা থাকলে আমার যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানো সহজ আর নিরাপদ হয়ে উঠবে। কিন্তু তবু নিয়মের বাইরে কিছু করব না আমি। আপনি রেডি?'

ফোল্ডিং টেবিলের সামনে বসলেন কর্ণেল। ফ্লাস্ক আর টেলিফোনটা সরিয়ে দিয়ে সামনে টেনে নিলেন প্যাড আর একটা বলপয়েন্ট কলম। নিশ্চয়ই জেনারেল তাঁর ব্রীফকেস থেকে নাম ঠিকানার একটা তালিকা বের করবেন, ভাবলেন তিনি। কিন্তু তার বদলে নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজলেন জেনারেল তুর্গেনিভ, তারপর স্মৃতি থেকে উদ্ধার

করে দ্রুত আওড়াতে শুরু করলেন তথ্যগুলো।

অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে ছুটি আদায় করে নিল অ্যাসিস্ট্যান্ট এয়ার কন্ট্রোলার টনি বেবুন। টাওয়ার থেকে বেরিয়ে এসে সোজা টেলিফোন বুথে ঢুকল সে। মিলানেরই একটা নাম্বারে ডায়াল করে বলল, 'আমি রুশো বলছি। এক হাজার তিনশো সাতান্ন ঘণ্টায় নিরাপদে ল্যাণ্ড করেছে জেট। প্যাসেঞ্জারদেরকে একটা আর্মার্ড ট্রাকে করে টাওয়ারে নিয়ে আসা হয়···

'তারপর?'

'গুলি হয়েছে, কিন্তু প্যাসেঞ্জার আহত হয়নি···'

'ঠিক জানো?'

'টাওয়ার থেকে সব দেখেছি,' বলল বেবুন। 'ওরা আরেকটা আর্মার্ড ট্রাকে তুলে নিয়েছে প্যাসেঞ্জারকে, এখুনি সেটা রওনা হবে···'

'কি করতে হবে তা তো তুমি জানই!'

'জানি···

'করো।'

মেইন এয়ারপোর্ট গেট দিয়ে প্রথমে বেরিয়ে এলো তিনটে মোটরসাই-কেল, প্রত্যেক আরোহীর কাঁধের সাথে ঝুলছে অটোমেটিক রাইফেল। ষাট সেকেণ্ড পর গেটে দেখা গেল তুটো পুলিশ কার। ঠিক পিছনেই রয়েছে আর্মার্ড ট্রাক। সেটার পিছনে আরো একটা পুলিশ কার। জানু-য়ারীর প্রথম দিকের একটা বিকেল, রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। এয়ারপোর্টের মেইন গেটের কাছাকাছি শুধু দাঁড়িয়ে আছে একটা রেনল্ট।

গাড়িতে বসে এয়ারপোর্টের গেটের দিকে সতর্ক চোখ রেখেছিল টনি বেবুন, মোটরসাইকেলগুলোকে দেখেই শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল তার।

গাড়ির মিছিলটা দক্ষিণ দিকে চলে গেল। খানিক অপেক্ষা করে রেনল্ট নিয়ে রওনা হল টনি বেবুন। 'বোধহয় জেনোয়ার দিকে যাচ্ছে ওরা,' বিড় বিড় করে বলল সে। তার মানে, অনেক দূরের পথ পাড়ি দিতে হবে। দূরে দেখা গেল পিছনের পুলিশ কারের লাল টেইল লাইট। সেটাকে চোখে চোখে রেখে অনুসরণ শুরু করল সে।

চোদ্দশো পঁয়ত্রিশ ঘণ্টায় জেনোয়া অভিমুখে রওনা হয়েছে কর্নেল ও'হারার কনভয়। কিন্তু কর্নেল নিজে উপস্থিত রয়েছেন এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি রুমে। রেডিও যোগে তাঁকে জানানো হল, একটা রেনল্ট গাড়ি অনুসরণ করছে কনভয়টাকে। পিছনের পুলিশ কার থেকে নাইট গ্লাসের সাহায্যে গাড়িটাকে দেখা গেলেও ড্রাইভারকে দেখা যাচ্ছে না। সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিয়ে ট্রান্সসিভারের সুইচ টিপে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন, তারপর নতুন ওয়েভ ব্যাণ্ডের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত কথা বলতে শুরু করলেন কর্নেল।

চোদ্দশো পঞ্চাশ ঘণ্টা। মিলান এয়ারপোর্টের প্রবেশ পথ দিয়ে বেরিয়ে এল আরেকটা আর্মার্ড ট্রাক। প্রথম ট্রাকটা দক্ষিণ দিকে গেছে, কিন্তু এটা চলল উত্তর দিকে। প্রথম আর্মার্ড ট্রাকের সঙ্গী ছিল অনেকগুলো গাড়ি, কিন্তু এটার আগে পিছে কোনো গাড়ি নেই। তুষার ঢাকা রাস্তার ওপর দিয়ে বিপজ্জনক গতিতে ছুটে যাচ্ছে ট্রাকটা। ড্রাইভিং সীটে বসে বারবার রিয়ারভিউ মিররে তাকাচ্ছে রানা, নির্জন রাস্তা ছাড়া কিছুই দেখার নেই। 'কৌশলটা কাজে লেগে যেতে পারে,'

পাশে বসে আছে রূপা, মন্তব্যটা তাকে উদ্দেশ্য করেই।

'আরো একটু আত্মবিশ্বাসী হতে বাধা কোথায়?' জানতে চাইল রূপা।

'এ-ধরনের কাজ সবচেয়ে খারাপটাই আশা করি আমি।'

ওদের পিছনে, আর্মার্ড দেয়ালের ওদিকে জেনারেল তুর্গেনিভের সাথে বসে আছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। কোলে অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে ওদেরকে পাহারা দিচ্ছে চারজন সাইফার অপারেটর। রাশান জেনারেলকে আগের মতোই প্রশান্ত এবং সুস্থির দেখাচ্ছে, রূপার কাছ থেকে ধার করা আগাথা ক্রিস্টির বইটা পড়ছেন তিনি একমনে।

সতর্কতার সাথে দূরত্ব বজায় রেখে আর্মার্ড ট্রাকটাকে অনুসরণ করছে কঙ্গো। রেডিও কার নিয়ে রাস্তার ধারে অপেক্ষা করছিল সে, প্রথম আর্মার্ড ট্রাক এবং সেটার পিছু পিছু টনি বেবুনকে চলে যেতে দেখেও জায়গা ছেড়ে নড়েনি সে। টনির চেয়ে সিনিয়র সে, তাই ডাবল চেকের দায়িত্বটা তার কাঁধেই পড়েছে। কঙ্গোর মাথাটা বড়, বেঁটেই বলা চলে তাকে, গায়ে প্রচুর মাংস, চেহারায় দাঙ্গাবাজের ছাপ ফুটে আছে। 'সবুরে মেওয়া ফলে, ঠিক!' আপনমনে বিড় বিড় করছে সে। রেডিও কারের স্পীড বাড়িয়ে দিল এবার। রাস্তায় এখন অনেক গাড়ি দেখা যাচ্ছে, আর্মার্ড ট্রাকের আরো কাছে থাকলেও সন্দেহের কারণ হবে না সেটা।

অনেকক্ষণ পর আবার রিয়ার ভিউ মিররে তাকাল রানা। ওদের সেই আগের আস্তানায় যাচ্ছে ওরা, চলেও এসেছে কাছাকাছি। রাস্তায় প্রাইভেট কার আর ট্রামের ভিড়, গতি কমিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছে ও। আধ মিনিটও হয়নি, আবার রিয়ার ভিউ মিররে তাকাল।

'বিপদ ?' জানতে চাইল রূপা।

'বোধহয় ফেউ লেগেছে,' বলল রানা। 'একটা ট্যাক্সি।'

'কি করে বুঝলে ? পিছনে তো হাজারটা ট্যাক্সি দেখা যাচ্ছে।'

'আমি যেটার কথা বলছি সেটা আমরা এয়ারপোর্ট থেকে বেরোবার একটু পর থেকেই পিছু পিছু আসছে।'

'ট্যাক্সিগুলো সব এক রকম দেখতে, ওটাকে তুমি আলাদাভাবে চিনছ কিভাবে ?'

'ওটার বনেটের অর্ধেকটা তুষারে ঢাকা পড়ে আছে, বাকি অর্ধেকটা পরিষ্কার,' বলল রানা। 'কিছু বুঝলে ?'

'গাড়ি নিয়ে কোথাও লুকিয়ে ছিল, গাড়ির অর্ধেক ছিল খোলা জায়-গায় অর্ধেকটা আড়ালে।' চিন্তিত দেখাল রূপাকে। 'এখন তাহলে কি করব আমরা ?'

'খসাতে হবে...'

রিস্টওয়াচ দেখল রূপা। 'সাড়ে তিনটে। পাঁচটা পাঁচে ছাড়বে আটলান্টিক এক্সপ্রেস। জেনারেলের চেহারা বদল করতেও সময় লাগবে আমার। শহরময় ওকে ধাওয়া করে বেড়াবার মতো সময় নেই আমাদের হাতে।'

'তার বোধহয় দরকার হবে না,' বলল রানা। একটা ইন্টারসেক-শনের দিকে ছুটছে ট্রাক। সামনের রাস্তা একেবারে ফাঁকা। হঠাৎ ট্রাকের স্পীড বাড়িয়ে দিল রানা।

ডান দিকে চোখ পড়তেই ছ্যাঁৎ করে উঠল রূপার বুক। 'রানা, সাবধান। ট্রাম।'

একটা নয়, দুটো নয়, ট্রামের বিরাট একটা মিছিল ইন্টারসেকশন পেরোচ্ছে। স্পীড কমাবার এখন আর কোনো উপায় নেই, ট্রাক থামা-

বার চেষ্টা করলেও সেটা ইন্টারসেকশনের ওপর গিয়ে থামবে। অবশ্য থামবে বলে স্পীড বাড়ায়নি রানা। পায়ের চাপে অ্যাকসিলারেটরটা গাড়ির মেঝের সাথে সেঁটে গেছে। দু'চোখে আতংক আর অবিশ্বাস নিয়ে রূপা দেখল, তার জানালার ঠিক সামনেই গর্জন করছে মিছিলের প্রথম ট্রামটা। ট্রামের ড্রাইভার উন্মত্তের মতো বেল বাজাচ্ছে, লোকটার বিস্ফারিত চোখ দুটো দেখতে পেল রূপা। প্রচণ্ড গর্জন তুলে ছুটে চলেছে ট্রাক।

স্তম্ভিত পথিকরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে সবাই। দু'একজন হাত চাপা দিল চোখে। ঢং ঢং বাজছে ট্রামের বেল। সংঘর্ষ এড়ানো গেল না বুঝতে পেরে ড্রাইভার দু'হাত দিয়ে নিজের মাথা চেপে ধরল। সামনে তাকিয়ে আছে রানা, এখনও মেঝের সাথে চেপে রেখেছে অ্যাকসিলারেটর। ট্রাকের পিছনে বসা চারজন সাইফার অপারেটর বেলের আওয়াজ শুনে যার যার সীটের হাতল আঁকড়ে ধরল। ট্রাম ড্রাইভার অবিশ্বাস ভরা চোখে দেখল, আর্মার্ড ট্রাকের পিছনটা এক ঝলক আলোর মতো স্যাঁৎ করে বেরিয়ে গেল তার সামনে দিয়ে। ফুল স্পীডে ছুটে চলেছে ট্রাম।

আচমকা ব্রেক কষল কঙ্গো, প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রেডিও কার। সীট বেল্ট বাঁধা না থাকলে উইণ্ডস্ক্রীন ভেঙে ছিটকে রাস্তায় পড়ত সে। হেরে গিয়ে নিজের ওপরই রেগে গেছে, অশ্রাব্য খিস্তি বেরিয়ে আসছে মুখ দিয়ে। সামনে ট্রামের মিছিল, ওপারের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অসহায়ভাবে অপেক্ষা করছে সে।

বাঁক নিয়ে পরিচিত গলির ভেতর ঢুকল রানা। এই গলিতে ঢোকার রাস্তা এই একটাই, এটা ছাড়া বেরিয়ে যাবারও কোন রাস্তা নেই। গতি কমিয়ে এনেছে ও, কিন্তু এখনও ঝড়ের বেগে ছুটছে ট্রাক।

ম্যাইক্রোফোনটা ধরে মুখের সামনে নিয়ে এল ও। 'রকো কামিং ইন… রকো কামিং ইন…' কর্ণেল ও'হারার কোড-ওয়ার্ডগুলো দ্রুত আওড়াচ্ছে ও।

ট্রাক ছুটছে, কিন্তু সামনের প্রকাণ্ড গেটটা এখনো বন্ধ। ঢোক গিলল রূপা। বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি। 'ট্রাক থামাও!' তীক্ষ্ণ বিস্ফোরণের মতো শোনাল তার গলা।

'গলির মুখে এলেই দেখে ফেলবে…'

গেটটা এখনো বন্ধ। বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে আসছে সেটা ওদের দিকে। দ্রুত, বিরতিহীন ওয়ার্নিং মেসেজ আওড়াচ্ছে রানা। শেষ রক্ষা বুঝি হল না, দরজার হাতল ধরে লাফ দিয়ে নিচে পড়ার জন্যে তৈরি হল রূপা। আর মাত্র পাঁচ মিটারের মতো বাকি, এই সময় খুলতে শুরু করল গেট। রকেটের মতো গেট পেরিয়ে এল ট্রাক, উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। রিয়ারভিউ মিররে চোখ পড়তেই রানা দেখল, কর্ণেলের লোকজন আবার বন্ধ করে দিয়েছে গেট।

সামনে থেকে শেষ ট্রামটা চলে যাবার পর আবার এগোলো কঙ্গো। ইন্টারসেকশন পেরিয়ে এসে গতি কমাল সে, ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে কোথাও আর্মার্ড ট্রাকটাকে দেখতে পেল না। কয়েকটা গলিতে ঢুকে তল্লাশীও চালাল, তারপর নিরাশ হয়ে ফুটপাতের ধারে গাড়ি থামিয়ে কথা বলল মাইক্রোফোনে।

'রোম থ্রি কলিং… রোম থ্রি কলিং…প্যাসেঞ্জারকে নামানো হয়েছে। রিপিট প্যাসেঞ্জারকে নামানো হয়েছে। কোথায় জানি না। কোথায় জানি না…'

'কোত্থেকে বলছ?' ছোটো একটা গ্যারেজ থেকে পাল্টা প্রশ্ন করা হল। এই গ্যারেজ থেকে রেডিও কার ভাড়া দেয়া হয়।

'ভায়া পিসানি

'তাহলে মিলানো সেণ্ট্রালেই যাবে ওরা। এখুনি রওনা হয়ে যাও। প্যাসেঞ্জারদের জন্যে অপেক্ষা করো ওখানে।'

দশ

চোদ্দশো পঁয়ত্রিশ ঘন্টায়, যখন কর্ণেল ও'হারার কনভয় মিলান এয়ারপোর্ট ত্যাগ করছিল, ঠিক তখন হেঞ্জ বোলচাকের পাসপোর্ট নিয়ে সুইস এয়ারের চারশো তেত্রিশ নম্বর ফ্লাইট থেকে জুরিখ এয়ারপোর্টে নামল কর্ণেল রুবল। জুরিখে তখন তুষার ঝড়ের মাতামাতি চলেছে।

প্লেন থেকে আর যারা নামল তাদের মধ্যে কর্ণেলের সহকারী বাডি রিমলারও রয়েছে, তবে সে ভ্রমণ করছে আলাদাভাবে, হু'জন পরস্পরকে সতর্কতার সাথে এড়িয়ে গেছে, যেন চেনেই না। পাসপোর্ট কণ্ট্রোলে সুইস অফিসাররা স্বভাবসিদ্ধ সতর্কতার সাথে কাগজ-পত্র পরীক্ষা করল। কর্ণেল রুবলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন অফিসার, শক্তিশালী কাঠামোর কর্ণেলকে খুঁটিয়ে দেখছে সে। তারপর চোখ নামিয়ে পাসপোর্টের দিকে তাকাল।

'আপনার চশমাটা দয়া করে একবার নামাবেন, প্লীজ?' নরম গলায় অনুরোধ করল অফিসার।

'অবশ্যই। তুঃখিত...' মৃত্যু হেসে বলল কর্ণেল।

পাসপোর্টের ফটোতে চশমাটা নেই। সেটা নামাতেই পাসপোর্টের ছবির সাথে রক্ত-মাংসের চেহারা হুবহু মিলে গেল। কিন্তু চশমাটা না থাকায় অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল কর্ণেলের চোখ হুটো। ভয়ংকর

অন্তর্ভেদী এক জোড়া চোখ, যা আগে কখনো দেখেনি অফিসার। অন্তর্ভেদী, কিন্তু দৃষ্টিতে রাজ্যের শূন্যতা, মণি দুটো যেন পাথরের তৈরি, স্থির হয়ে আছে। কর্ণেল লক্ষ্য করল, আর সব আরোহীর মতো তারও নাম, বাড়ির ঠিকানা, পাসপোর্ট নম্বর ইত্যাদি লিখে নিল অফিসার। তার জানার কথা নয়, সমস্ত এন্ট্রি পয়েন্টে কর্ণেল লিওন মেঙ্গার যে নির্দেশ পাঠিয়েছেন, এটা তারই প্রথম ফলশ্রুতি।

'ধন্যবাদ, মিঃ বোলচাক। সুইজারল্যাণ্ডে আপনি কি অনেক দিন থাকবেন বলে ভাবছেন?'

'এক, কি বড়জোর দু'দিন। তারপর আমি জার্মানী চলে যাবো…'

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি নিল কর্ণেল রুবল। ট্যাক্সিতে ওঠার সময়, বেশ জোর গলায় ড্রাইভারকে বলল, 'ব্যুর অ-ল্যাক হোটেল, প্লীজ।' লেদার স্যুটকেস নিয়ে পিছনের সীটে উঠে বসল সে।

এয়ারপোর্ট থেকে খানিক দুর এসে রিস্টওয়াচ দেখল কর্ণেল রুবল। ড্রাইভারকে বলল, 'গাড়িটা একবার থামাও তো।'

ফুটপাতের পাশে ট্যাক্সি দাঁড় করাল ড্রাইভার।

'ভাবছিলাম,' শুদ্ধ জার্মান ভাষায় বলল রুবল, '…আচ্ছা, স্টেশনে গিয়ে এখন কি বনের ট্রেন পাওয়া যাবে? যদি পাওয়া যায়, আমি না-হয় পরে আবার ফিরে আসব জুরিখে…'

'সাড়ে তিনটের সময় জার্মানীর একটা ট্রেন আছে,' রিস্টওয়াচ দেখল ড্রাইভার। 'বোধহয় পৌঁছুতে পারব।'

'একটু তাড়াতাড়ি চালাও তাহলে, প্লীজ।'

জুরিখ হপ্টবাহানহফে পৌঁছে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিল কর্ণেল রুবল। লক্ষ্য করল, সাথে সাথে আরেকজন আরোহী পেয়ে স্ট্যাণ্ড

ছেড়ে চলে গেল ড্রাইভার। স্টেশনের প্রকাণ্ড হলঘরে ঢুকল সে। একটা বুকস্টলের পাশ দিয়ে এগোবার সময় দেখল একজন লোক আপন মনে বই-পত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছে। ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনের উল্টো-দিকের গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল রুবল, পায়ে হেঁটেই পৌঁছুল হোটেল সুইজারহফে। রিসেপশন ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে রেজিস্ট্রে-শনের জন্যে পাসপোর্ট বের করে দিল সে। বলল, 'বাথ সহ একটা ডাবল রুম রিজার্ভ করা আছে আমার জন্যে।'

কার্ড ইনডেক্স দেখে নিয়ে সবিনয়ে মাথা ঝাঁকাল রিসেপশনিস্ট। 'ইয়েস, মিঃ বোলচাক। ভিয়েনা থেকে রিজার্ভ করা হয়েছে আপনার কামরা। দুশো এক নম্বর...'

ধীরে সুস্থে নিজের নাম-ঠিকানা লিখছে কর্ণেল রুবল, এই সময় রিসেপশনে ঢুকল বাডি রিমলার। স্টেশনে যে লোকটা বই-পত্র ঘাঁটা-ঘাঁটি করছিল তাকেও ঢুকতে দেখা গেল। কারো দিকে না তাকিয়ে শো-কেসে সাজানো জুয়েলারী দেখতে মগ্ন হয়ে পড়ল সে।

'কতো নম্বর কামরা বললেন?' বাডি রিমলারকে শোনাবার জন্যে জানতে চাইল কর্ণেল রুবল। 'দুশো এক?'

'ইয়েস, স্যার,' বলল রিসেপশন। 'পোর্টার আপনাকে নিয়ে যাবে।'

'তার আগে, একটা রেলওয়ে টাইমটেবল দেখাতে পারেন আমাকে?'

কাউন্টারের আরেক দিকে সরে গিয়ে টাইমটেবলটা চেক করছে কর্ণেল রুবল, ওদিকে হোটেলের খাতায় নিজের নাম রেজিস্ট্রি করছে বাডি রিমলার। তৃতীয় লোকটা শো-কেসের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এখনো। তারপর হঠাৎ, যেন কেউ কিছু না বুঝেই, তিনজনই পা বাড়াল লিফটের দিকে।

লিফটে আগে চড়ল পোর্টার, তার হাতে রয়েছে রুবল আর রিম-

লারের ব্যাগেজ। লিফট উঠতে শুরু করতেই তৃতীয় লোকটা পকেট থেকে তার কামরার চাবি বের করল। চাবির গায়ে খোদাই করা রয়েছে কামরার নম্বর—দু'শো সাত। তিন তালায় থামল লিফট। রিমলারের দিকে ফিরে পোর্টার বলল, 'আপনার কামরা চারতালায়—একটু অপেক্ষা করুন, প্লীজ। এক্ষুণি আসছি আমি।'

তৃতীয় লোকটা দুশো সাত নম্বর কামরায় ঢুকল, পোর্টারের সাথে করিডোর ধরে এগিয়ে চলল কর্ণেল রুবল। দুশো এক নম্বর কামরায় তাকে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেল পোর্টার। রিমলার প্রথমে নিজের কামরায় যাবে, পোর্টারকে বিদায় করে দিয়ে তিনতালায় নেমে এসে ঢুকবে দুশো সাত নম্বর কামরায়, কাজেই তাকে খানিক সময় দেয়া দরকার। বাথ আর বেডরুম পরীক্ষা করল রুবল। পনের মিনিট পর দরজা খুলে করিডোরটা দেখে নিল। কেউ নেই। বেরিয়ে এসে তালা লাগাল দরজায়। দ্রুত পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়াল দুশো সাত নম্বর দরজার সামনে। আঙ্গুলের উল্টাপিঠ দরজার গায়ে ঠুকে সাংকেতিক শব্দ করল সে, সাথে সাথে উন্মুক্ত হয়ে গেল কবাট দুটো। ভেতরে ঢুকল রুবল। দরজাটা বন্ধ করে দিল রিমলার।

'সব রেডি?' দ্রুত জানতে চাইল রুবল, সময় নষ্ট করার ধাত নয় তার। চোখ বুলিয়ে দেখে নিল কামরাটা। 'এখুনি আমি কয়েকটা সিগন্যাল পাঠাতে চাই।'

'আমি রেডি, স্যার।'

তৃতীয় লোকটার নাম অ্যাডলফ বয়লার। সুইজারল্যাণ্ড, বাজ্‌লের একজন ডেন্টিস্ট সে। বয়স ত্রিশ, গোঁফ জোড়া সরু, আচরণে ক্ষিপ্র একটা ভাব আছে। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কালো একটা কেস খুলল সে। ভেতরে নিরীহদর্শন এক সেট ডেন্টাল ইকুইপমেন্ট রয়েছে। কিন্তু

লুকানো বোতামে চাপ দিতেই ওপরের আবরণ সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল একটা টেলিস্কোপ এরিয়াল। কেসের ভেতর দিকে রয়েছে একটা ট্র্যান্সসিভার। সকেটে প্ল্যাগ ঢুকিয়ে দিতেই ট্র্যান্সমিশনের জন্যে সেট হয়ে গেল সেটা।

'দুটো সিগন্যাল এসেছে আপনার,' কর্ণেল রুবলকে বলল সে। 'একটা মিলান, আরেকটা মস্কো থেকে।'

রিমলেস গ্লাসটা পরে নিল রুবল। মিলানের মেসেজটা ছোটো— "নিরাপদে ল্যাণ্ড করেছে জন। হামলা ব্যর্থ হয়েছে। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, আটলান্টিক এক্সপ্রেস যোগে রওনা হবে সে। মিলান থেকে এক হাজার সাতশো পাঁচ ঘণ্টায় ছাড়বে ওটা"। মেসেজটা রিমলারের হাতে দিল সে। বলল, 'আমরা সময় মতোই পৌঁচেছি এখানে।'

মস্কোর মেসেজটা আরো ছোটো। "দরকার হলে জনকে শেষ করার জন্যে গোটা অ্যাপারেটাস ব্যবহার করো"। সই করা না হলেও, কর্ণেল রুবল জানে মেসেজটা পাঠিয়েছে মার্শাল সুখনভ এবং ফার্স্ট সেক্রেটারী তালিন। বুকের ভেতর ভাবাবেগের একটা দোলা অনুভব করল সে, কিন্তু বাইরে থেকে সেটা যাতে টের পাওয়া না যায় সে-ব্যাপারে সচেতন থাকল। জেনারেল তুর্গেই তুর্গেনিভের কোড-নেম হল জন। এবং জনকে খতম করতে পারা না পারার ওপর নির্ভর করছে তার ভবিষ্যৎ পদোন্নতি। এ-ধরনের সুযোগ সারা জীবনে একবারই আসে। মার্শাল সুখনভের আশীর্বাদ যখন রয়েছে, জেনারেল তুর্গেনিভের অনুপস্থিতিতে কে. জি. বি চীফের পদটা পাওয়া অসম্ভব নয়। দ্বিতীয় মেসেজটাও রিমলারের হাতে দিল সে। যখন কথা বলল, কোনো বিশেষ সুর বাজল না তার গলায়।

'মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের সমস্ত স্যাবোটাজ ইউনিট এখন আমা-

দের অধীনে চলে এসেছে।'

'আশা করি অতো দূর যেতে হবে না·

দৃষ্টিতে রাজ্যের শূন্যতা নিয়ে রিমলারের দিকে তাকাল কর্ণেল রুবল। বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল রিমলারের। দ্রুত বাথরুমে চলে গেল সে, কাগজগুলি পুড়িয়ে ফিরে এল তখুনি আবার। লণ্ডনের নিলাম অনুষ্ঠান পরিচালনা সংস্থা সোথবির ক্যাটালগ থেকে তিন টুকরো কাগজ বের করল কর্ণেল রুবল, অ্যাডলফ বয়লারকে দিল সেগুলো। এই সিগন্যাল তিনটে খানিক আগে নিজের কামরায় বসে লিখেছে সে।

'প্রথমটা এনকোড করো, পাঠাও; তারপর দ্বিতীয়টা এনকোড করো, পাঠাও—এইভাবে।' স্যাবোটাজ চীফ রিমলারের দিকে ফিরল রুবল। 'ম্যাপটা দেখাও আমাকে।'

সুইজারল্যাণ্ডের একটা লার্জ-স্কেল ম্যাপ, নিজের কামরা থেকে নিয়ে এসেছে রিমলার। ভাঁজ খুলে ডাবল বেডের ওপর মেলা হল সেটা। কলম বের করল রুবল। ঝুঁকে পড়ল ম্যাপের ওপর। ম্যাপের ছুটো জায়গায় ছুটো বৃত্ত আঁকল সে, কিন্তু ম্যাপে কোন দাগ ফেলল না। 'এই ছু'জায়গার যে-কোন এক জায়গায়, মিলান আর জুরিখের মাঝখানে, জনকে ধ্বংস করব আমরা,' ঠাণ্ডা গলায় বলল সে।

দ্বিতীয় জায়গাটার দিকে তাকিয়ে আছে এখনও রিমলার। 'আমরা ...ওখানে...সে-চেষ্টাও করব?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সে।

'যদি দরকার হয়, হ্যাঁ। এরই মধ্যে আমি সতর্ক করে দিয়েছি আনডারম্যাটকে। ওই এলাকায় নরক ভেঙে পড়বে, সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না—জনকে শেষ করা নিয়ে কথা।'

ওরা কথা বলছে, ওদিকে কাজ শুরু করে দিয়েছে অ্যাডলফ বয়লার। সামনে একটা ঘড়ি নিয়ে বসেছে সে, তাতে সময় বেঁধে রেখেছে আড়াই

মিনিট। কাছে পিঠে সুইস রেডিও-ডিটেকটর ভ্যান আছে বলে মনে হয় না, কিন্তু তবু কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি নয় কর্ণেল রুবল। গোপন ট্র্যান্সমিটারের লোকেশন জানার জন্যে এক সাথে কাজ করছে এই রকম হুটো রেডিও-ডিটেকটর ভ্যানের জন্যে সময় লাগবে অন্ততঃ পাঁচ মিনিট। হু'জায়গা থেকে প্লট রচনা করলে রেডিও ওয়েভের ক্রস-পয়েন্টটাই ইঙ্গিত দেয় কোথা থেকে আসছে ট্র্যান্সমিশনটা।

মেইন সোভিয়েট ট্র্যান্সমিটার এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়, সেখানেই মেসেজগুলো পাঠান হচ্ছে।

জুরিখ শহরটাকে হু'ভাগে ভাগ করেছে লিম্মাট নদী। নদীর পুব পাড় থেকে ক্রমশঃ উঁচু হয়ে উঠে গেছে জুরিখবার্গ পর্যন্ত। জুরিখবার্গ হল ঘন জঙ্গলে ঘেরা পাহাড় চূড়া, গ্রীষ্মকালে জুরিখবাসীদের অবসর বিনোদনের জায়গা। শীতকালে জুরিখবার্গে লোকজন দেখা যায় না। কিন্তু এই মুহূর্তে জুরিখবার্গের মেইন রোডে বড় একটা মোবাইল ক্যারা-ভ্যান দেখা যাচ্ছে।

প্রফেসর গ্রেগ উডসেন সুইজারল্যাণ্ডের একজন প্রখ্যাত মিটি-ওরোলজিস্ট, মোবাইল ক্যারাভ্যানে একাই রয়েছে সে। রোগা-পাতলা একহারা গড়ন তার, কথা বলে খুব কম। বয়স প্রায় পঞ্চান্ন, কিন্তু দেখে মনে হয় ষাটের কম হবে না। ক্যারাভ্যানে একটা শক্তিশালী এরিয়াল আছে, কিন্তু একটা বোতাম টিপে দ্রুত লুকিয়ে ফেলা যায় সেটা। শুধু এরিয়াল নয়, লুকানো একটা ট্র্যান্সমিটারও রয়েছে এখানে, সেটা দিয়ে ইউরোপের সবখানে সিগন্যাল পাঠান সম্ভব।

হোটেল সুইজারহফ থেকে অ্যাডলফ বয়লারের প্রথম মেসেজ পাবার হু'মিনিট পর নিজের এরিয়াল লম্বা করে লং-ডিসট্যান্স ট্র্যান্সমিশন শুরু করল প্রফেসার গ্রেগ উডসেন। বয়লারের মতো সে-ও তার ঘড়িতে

আড়াই মিনিট সময় বেঁধে নিল। প্রথম সিগন্যালটা গেল মিলানে, দ্বিতীয়টা মস্কোয়। সবচেয়ে বড় হল তৃতীয়টা, সেটা গেল আনডার-ম্যাটে।

হোটেল সুইজারহফের ছশো সাত নম্বর কামরায় বসে রিস্টওয়াচ দেখল কর্ণেল রুবল। বিকেল চারটে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মিলান থেকে দীর্ঘ যাত্রায় রওনা হবে আটলান্টিক এক্সপ্রেস, তার শেষ গন্তব্য অ্যামস্টারডাম। মুচকি একটু হাসি দেখা গেল রুবলের ঠোঁটে। চিন্তার কিছু নেই। সুইজারল্যাণ্ডের ভেতর গোপন সোভিয়েট বেস এরই মধ্যে তার কাজ শুরু করে দিয়েছে।

ভিয়েনায় চারটে বাজে। ডিউটি শেষ করে সোভিয়েট দুতাবাস থেকে বেরিয়ে এল অ্যাসিস্ট্যান্ট সাইফার ক্লার্ক ফোবিন। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নিজে ফোক্সওয়াগেনের দিকে এগোল সে। প্রচণ্ড শীত, অবিরাম তুষার ঝরছে, কিন্তু এসব গায়ে মাখল না ফোবিন। তাড়াহুড়ো করে গাড়িতে উঠে বসল সে। পরপর আটবার চেষ্টা করার পর স্টার্ট নিল ইঞ্জিন। স্টিয়ারিং হুইলটা শক্ত করে ধরে গাড়ি ছেড়ে দিল সে।

রাস্তায় যান বাহনের ভীষণ ভিড়, বোধহয় সেজন্যেই ছ'একবার পিছন ফিরে তাকাল ফোবিন। কিন্তু পুরানো কালো বুইকটা দেখেও কোনো অনুভূতি হল না তার।

বুইকের সামনের সীটে বসে রয়েছে ছ'জন লোক, এরাই হেঞ্জ বোলচাকের বাড়িতে গিয়েছিল। কর্ণেল রুবলের নির্দেশে ফোবিনকে অনুসরণ করছে তারা।

ছটো কারণে নির্দেশটা দিয়েছে রুবল। এক, ভিয়েনা ত্যাগ করার আগে ফোবিনের হাতেই সীল করা এনভেলাপটা দিয়েছিল সে। ছই,

রিমলারের কেনা জুরিখ ফ্লাইটের টিকেট দুটো ফোবিন দেখে ফেলেছিল। অত্যন্ত খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোক রুবল, ঝুঁকি নেয়া পছন্দ করে না। ফোবিনকে অনুসরণ করতে বলার পিছনে অন্য কোনো কারণ নেই, এ শুধু সাবধানতা অবলম্বনের জন্যে।

মেইন পোস্ট অফিসের সামনে গাড়ি থামাল ফোবিন। পা টেনে টেনে ভেতরে ঢুকল সে। টেলিফোন কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় নাম্বারটা উচ্চারণ করে লাইন চাইল। অপারেটর মেয়েটা কানে কম শোনে কিনা কে জানে, নাম্বারটা দ্বিতীয়বার শুনতে চাইল সে। রাগে পিত্তি জ্বলে গেল ফোবিনের। আশপাশটা ভালো করে দেখে নিয়ে আবার নাম্বারটা বলল সে।

'আপনাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে,' বলল মেয়েটা। 'আমি বুথ নাম্বার জানিয়ে…'

'দয়া করে শুধু "আপনার জুরিখ নাম্বার" বলবেন, কেমন?' পিছিয়ে গিয়ে একটা বেঞ্চে বসল ফোবিন। উত্তেজনায় তার ভেতরটা টগবগ করে ফুটছে কিন্তু বাইরে থেকে দেখে তা বোঝার কোনো উপায় নেই। কাঁচা লোক নয় সে, বসার জন্যে বেছে নিয়েছে খোলামেলা একটা জায়গা। কিন্তু কালো বুইকের লোক দু'জনকে দেখতে পায়নি সে। হলঘরের দূর প্রান্তে, একটা ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে তারা।

দশ মিনিট পর ফোবিনের দিকে তাকাল অপারেটর মেয়েটা। 'আপনার জুরিখ নাম্বারের সাথে যোগাযোগ হয়েছে। তিন নম্বর বুথে চলে যান,' হৈ-হট্টগোলের মধ্যে উঁচু গলায় কথা বলতে হল মেয়েটাকে, হলঘরের প্রায় সবাই শুনতে পেল তার কথা।

তিন নম্বর বুথটা হলঘর থেকে বেরিয়ে যাবার দরজার পাশে। ভেতরে ঢুকে দরজাটা সাবধানে বন্ধ করে দিল ফোবিন। রিসিভার

তুলে জার্মান ভাষায় দ্রুত কথা বলতে শুরু করল সে। ‘এটা অত্যন্ত জরুরী কল। কালাহান বলছি। আমি কালাহান বলছি। পিটারসনকে চাই। আমি পিটারসনকে চাই। প্লীজ, জলদি করুন।’

‘একটু ধরুন, প্লীজ…’

সুইস কাউণ্টার এসপিওনাজের অ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ কর্ণেল স্যাবর একটু পরই লাইনে এলেন। ‘হ্যালো?’

‘আমি কালাহান…’ নিজের কোড বলল ফোবিন।

‘আমি পিটারসন।’

‘দু’ঘণ্টা আগে খবরটা পেয়েছি আমি, কিন্তু এইমাত্র সময় পেলাম বেরিয়ে আসার। কচ্ছপ আসছে। জুরিখের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে সে…’

বুথের দরজাটা মজবুত, কিন্তু লোহার কব্জাগুলোয় মরচে ধরে গেছে। বাইরে থেকে একটু জোর খাটাতেই শব্দ করে ভেঙে গেল সে-গুলো। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাবারও সময় পেল না ফোবিন, সরু লম্বা একটা ছুরির পাত হাতলের গোড়া পর্যন্ত ঢুকে গেল তার বাম শোল্ডার ব্লেডের নিচে। লাইনের অপরপ্রান্ত থেকে কর্ণেল স্যাবর হুশ করে বাতাস ছাড়ার একটা শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেলেন না। ‘হ্যালো! হ্যালো!’ বারবার ডাকলেন তিনি। কিন্তু আর কোনো সাড়া পেলেন না ফোবিনের। লোকটার কপালে কি ঘটেছে বুঝতে অসুবিধে হল না তাঁর। কচ্ছপের অর্থাৎ কর্ণেল রুবলের খবর দিতে গিয়ে চরম মূল্য দিতে হয়েছে তাকে।

টেলিফোন রেখে দিয়ে পায়চারি শুরু করলেন কর্ণেল স্যাবর। দশ মিনিটও হয়নি, মিঃ মাসুদ রানার কাছ থেকে একটা মেসেজ পেয়েছেন তিনি। মিঃ রানা একজন সোভিয়েট নাগরিককে সাথে করে আনছেন,

তিনি নাকি স্বয়ং কে. জি. বি চীফ জেনারেল তুর্গেনিভ। বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পারেননি এখনো, তার ওপর আবার একটা দুঃসংবাদ এবং মর্মান্তিক ঘটনা। পায়চারি থামিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিলেন তিনি। অপারেটরকে বললেন, 'কর্ণেল মেঙ্গারকে চাই।'

এই মুহূর্তে কর্ণেল মেঙ্গার দক্ষিণ সুইজারল্যাণ্ড, লুগানোর সিকিউরিটি হেডকোয়ার্টারে রয়েছেন। আগেই ঠিক হয়েছে, গটহার্ড রেলপথটার ওপর চোখ রাখার ব্যবস্থা করবেন তিনি, আর উত্তর গটহার্ড রেলপথের ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করবেন কর্ণেল স্যাবর। আটলান্টিক এক্স-প্রেসের যাত্রা নির্বিঘ্ন করাই এর উদ্দেশ্য।

ফোনে যোগাযোগ হতেই কর্ণেল স্যাবর বললেন, 'স্যার, এইমাত্র মিঃ রানার কাছ থেকে মেসেজ পেলাম, তাঁর প্যাসেঞ্জার স্বয়ং জেনারেল টিটি।'

আঁতকে উঠলেন কর্ণেল মেঙ্গার। 'গড অলমাইটি…!'

'আরো একটা খবর। বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি, ঘণ্টা দুই আগে জুরিখের দিকে রওনা হয়েছে কচ্ছপ।'

'বিস্তারিত আর কিছু?' দ্রুত জানতে চাইলেন কর্ণেল মেঙ্গার।

'না। কথার মাঝখানে স্তব্ধ হয়ে গেছে আমার সূত্র।'

'এই রকম সুযোগ,' বললেন কর্ণেল মেঙ্গার, 'জীবনে বোধহয় আর আসবে না। সোভিয়েট রাশিয়ার গোটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড সাবোটাজ অ্যাপা-রেটাস টিটির মতো মস্ত একটা টার্গেটকে উপড়ে ফেলার জন্যে পানির ওপর ভেসে উঠবেই।' একটু বিরতি নিলেন তিনি। তারপর আরো শান্তভাবে বললেন, 'আমি নির্দেশ দিচ্ছি, সারা দেশ জুড়ে রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করে দাও। সমস্ত ছুটি বাতিল করা হলো।'

'ইয়েস, ও. কে.। গুড লাক।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন কর্ণেল স্যাবর। তারপর নড়েচড়ে বসে তুলে নিলেন ফোনের রিসিভার। অনেকগুলো ফোন করতে হবে।

ফোবিন যতোটুকু তাঁকে বলেছে, তা থেকে বোঝা যায়, রুবল নিশ্চয়ই প্লেনে করে জুরিখে এসেছে। কাজেই জুরিখ এয়ারপোর্টের সিকিউরিটির সাথে প্রথম যোগাযোগ করলেন কর্ণেল স্যাবর।

'ভিয়েনা থেকে সুইস এয়ার ফ্লাইট নম্বর চারশো তেত্রিশে করে যারা এসেছে তাদের সবার নামের একটা তালিকা চাই আমি। জানতে চাই তারা এখন কে কোথায় আছে। এয়ারপোর্ট বাস চেক করো। ওই ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জারদেরকে নিয়ে গেছে যে-সব ট্যাক্সি সেগুলোর ড্রাইভারদের সাথে কথা বলো। ··· কখন চাই তালিকাটা? আধ ঘণ্টার মধ্যে, আমার টেবিলে।'

এগার

মিলান। বিকেল চারটে। গোপন আস্তানায় বসে ইউরোপের কয়েকটি দেশের সিকিউরিটি চীফের কাছে কোড করা মেসেজ পাঠাল রানা। মেসেজগুলো আগেই তৈরি করা ছিল, অপারেটর ডেডরিককে শুধু ফেরুবিনের জায়গায় 'তুর্গেনিভ' বসাতে হল।

মেসেজগুলো গেল জুরিখের কর্ণেল স্যাবর, বিসবাদেনে জার্মান বি. এন. ডি-র জেনারেল ওয়ালথার ফিচার, এবং দান হাগেনে ডাচ কাউন্টার এসপিওনাজ চীফ জেনারেল পলটনের কাছে।

আর এক ঘণ্টা পর মিলান সেন্ট্রাল থেকে ছাড়বে আটলান্টিক এক্সপ্রেস।

ওদিকে নিজের বেডরুমে জেনারেল তুর্গেনিভের চেহারা বদল করার কাজে হাত লাগিয়েছে রূপা। জেনারেলের কাঁধে একটা ওভার-অল ফেলা রয়েছে, ধৈর্যের সাথে চেয়ারে বসে আছেন তিনি। রূপা তার ঘন গোঁফ ছেঁটে সরু করে দিয়েছে, বদলে দিয়েছে চুল ব্রাশ করার স্টাইল। সময় যতো ঘনিয়ে আসছে, ততোই উত্তেজিত হয়ে উঠছে সবাই। কিন্তু জেনারেল তুর্গেনিভের মধ্যে কোনোরকম চাঞ্চল্য নেই। রূপাকে তাঁর কেন যেন দারুণ পছন্দ হয়ে গেছে, ওর সাথেই যা দু'একটা কথা বলছেন তিনি, সে-সব কথা থেকে বোঝা গেল ভদ্রলোক কাঠ-খোট্টা নীরস নন।

'তোমার যদি আমাকে ফিল্মস্টার বানাবার শখ হয়ে থাকে, সেটা ত্যাগ করো,' রূপাকে বললেন তিনি। আয়নায় চোখ রেখে মুচকি হাসলেন। 'নিজের চেহারা সম্পর্কে আমার কোনো ভুল ধারণা নেই। যুবা বয়সেও আমি কোনো সুন্দরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারিনি, এখন তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না।'

দ্রুত হাত চলছে রূপার। 'আপনি হয়ত গ্রেগরি পেক হতে পারবেন না, কিন্তু আরেকটু যদি লম্বা হতেন, লী মারভিন হিসেবে সুন্দর উতরে যেতে পারতেন।'

'সে-ও তো একজন ভিলেন, আমার মতো...'

হাতের কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হল রূপা, রাশান জেনারেল অট্ট-হাসিতে ফেটে পড়ছেন।

'আহ্, থামুন!' সহাস্যে অসহায় একটা ভঙ্গি করল রূপা। 'আরো অনেক কাজ বাকি যে!'

হাসি থামালেন জেনারেল। গম্ভীর, ভারি গলায় বললেন, 'ঠিক হ্যায়। এই বসলাম লক্ষ্মী ছেলে হয়ে। তা মা, আমার কথার জবাবটা যে এখনো দিলে না?'

'কি কথা?'

'ভুলে গেছো? এতো রূপ নিয়ে অপরূপা তুমি এসপিওনাজে কেন এসেছ? সিনেমায় যাওনি কেন?'

'আপনি বাড়িয়ে বলছেন,' মৃদু গলায় বলল রূপা। 'তাছাড়া, কার কি ভালো লাগে সেটাও তো একটা ব্যাপার। আমার কাছে নিজের চেয়ে দেশ অনেক বেশি প্রিয়।'

একটু যেন থতমত খেয়ে গেলেন জেনারেল। রূপা এ-ধরনের একটা উত্তর দেবে তা যেন তিনি আশা করেননি। মেয়েটা যদি নিরাপদ ঘরে বসে কথাটা বলতো, তিনি ভাবতেন, বাচাল মেয়ে, কাজের চেয়ে কথায় বড়। কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টো। নিজের প্রাণের ওপর সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়ে এই অপারেশনে কাজ করছে মেয়েটা, এর কথা আর যাই হোক ফাঁকা বুলি হতে পারে না। মেজর জেনারেল রাহাত খানের ঋজু চেহারাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। সন্দেহ নেই, জেনারেল রাহাত বেছে বেছে রত্ন কুড়িয়েছেন।

'এবার পোশাক ··' বলল রূপা।

অল্প সময়ের মধ্যেও বিভিন্ন সাইজ আর স্টাইলের অনেকগুলো শীতকালীন পোশাক যোগাড় করে দিয়েছেন কর্ণেল ও'হারা। ওগুলোর সাথে তিনটে ভিকুনা ওভারকোটও রয়েছে। একে একে কয়েকটা পোশাক গায়ে চড়িয়ে ট্রায়াল দিতে হল জেনারেলকে। অবশেষে গাঢ় ব্লু রঙের একটা বিজনেস স্যুট পছন্দ হল রূপার। দু'নম্বর ভিকুনা ওভারকোটটা ফিট করল জেনারেলের গায়ে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে

নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন তিনি। একগাল শিশুসুলভ হাসি দেখা গেল তাঁর মুখে। 'এই রকম রুচিশীলা সঙ্গিনী পেলে আমেরিকায় সময়টা আমার ভালোই কাটবে বলে আশা করা যায়।'

'আমরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ট্রাভেল করব,' বলল রূপা। 'আপনি জর্জ টার্ণার, শেল ইন্টারন্যাশনালের কর্মকর্তা। এই রকম একজন লোক আসলেও আছেন, কিন্তু তিনি এখন ভেনিজুয়েলায়। আটলান্টিক এক্স-প্রেস যেহেতু হল্যাণ্ডে যাচ্ছে, আর ওখানেই রয়েছে শেলের হেড-কোয়ার্টার, তাই ওই লোকের ভূমিকা নেয়া বাস্তব সম্মত হবে। আর, হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী হব। গোটা একটা স্লিপিং কার থাকছে আমাদের জন্যে।'

'বছর দশেক আগে হলে তোমার নিরাপত্তার গ্যারান্টি বোধহয় দিতে পারতাম না…'

একটু হাসল কি হাসল না, আবার কাজের কথায় ফিরে এল রূপা। 'আপনার টাইটা কুঁচকে রয়েছে…' ব্যস্ত আঙ্গুল দিয়ে টাইটা ঠিক করে দিল ও। 'আমরা অত্যন্ত ধনী দম্পতি, সেজন্যই এতো দামী পোশাক-আশাক। রওনা হবার আগেই আপনার পাসপোর্ট তৈরি হয়ে যাবে…' আগেই জেনারেলের ফটো তুলে নিয়ে গেছে কর্ণেল ও'হারার লোকে-রা। হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে দুটো টিকেট বের করে জেনারেলের হাতে গুঁজে দিল রূপা। 'টিকেট দুটো আপনার কাছেই থাকা উচিত।'

'আমাদের আবার টিকেটও দরকার হবে?' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন জেনারেল।

'হবে, মিলানো, সেণ্ট্রালের ব্যারিয়ার পেরোবার জন্যে,' বলল রূপা। 'নিশ্চয়ই প্রতিপক্ষের লোক থাকবে স্টেশনে, কাজেই সব কিছু নিয়ম মতো, স্বাভাবিক হওয়া দরকার।' দরজা খোলার শব্দ হতেই

বিদ্যুৎ গতিতে লাফ দিল ও, খোলা দেরাজ থেকে স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসনটা তুলে নিয়ে চরকির মতো ঘুরে দাঁড়াল। জেনারেল তুর্গেনিভও পেটমোটা ভদকার একটা বোতলের গলা আঁকড়ে ধরে মাথার ওপর ছুঁড়ে মারার ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। দোরগোড়া থেকে দু'কোমরে হাত রেখে ওদেরকে লক্ষ্য করল রানা।

'মন্দ নয়,' মন্তব্য করল ও। 'দারুণ মানিয়েছে জেনারেলকে।' রিস্টওয়াচ দেখল ও। 'আর মাত্র পনের মিনিট সময় আছে—এক্সপ্রেস ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে মিলানো সেন্ট্রালে পৌঁছুতে চাই আমরা।' কামরা থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

রানা চলে যেতেই দ্রুত কথা বলতে শুরু করল রূপা। 'আসলে আমি আপনাকে গার্ড দিয়ে নিয়ে যাবো। এখন থেকে আমি যা বলব ঠিক তাই করবেন আপনি।' জেনারেলের হাতে ধরা ফোল্ডার দুটোর দিকে ইশারা করল ও। 'অ্যামস্টারডাম পর্যন্ত টিকেট কেনা হয়েছে, কারণ জুরিখ এয়ারপোর্ট বন্ধ হয়ে গেলে পুরোটা রেলপথ, সেই শিফল পর্যন্ত যেতে হতে পারে আমাদের। তবে আশা করি, অতোটা বিরূপ হবে না ভাগ্য। কোচ ফোর রিজার্ভ করা হয়েছে আমাদের জন্যে, পিছনের ওয়াগন-লিটটা—টিকেট ব্যারিয়ারের পরেই ওটাকে দেখতে পাবো আমরা। কিন্তু আমরা চড়ব পরের ওয়াগন-লিটে, তারপর হেঁটে ফিরে আসব···'

'অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে

'আমি না। রানা।' চট করে জবাব দিল রূপা।

'রানা মানে, সেই বিখ্যাত মাসুদ রানা? রানা এজেন্সীর চীফ?'

'হ্যাঁ। আরেকটা কথা,' বলল রূপা, 'ছদ্মবেশ যতোই নিখুঁত হোক, একজন মানুষকে চেনার সবচেয়ে সহজ উপায় হল, তার হাঁটার ভঙ্গি

লক্ষ্য করা। তাই, হাঁটার ধরনটা আপনাকে বদলাতে হবে। শুরু করুন, আমি পরীক্ষা করব। খুব ভারিক্কী চালে লম্বা পা ফেলেন আপনি। ওটা বদলাতে হবে। নিন!' তাগাদা দিল ও। 'শুরু করুন! আর, হ্যাঁ, মনে রাখবেন, মিলান স্টেশনটাই হয়ত আপনার জন্যে ডেঞ্জার পয়েন্ট, আমরা ট্রেনে চড়ার আগে পর্যন্ত…'

চারটে পনের। মিলান স্টেশন।

আকারের দিক থেকে এই রেল স্টেশনের তুলনা চলে একমাত্র ফ্রাঙ্কফুর্ট হপ্টবাহানহফের সাথে। মার্বেলের কয়েকশো পিলার আর খিলানের ওপর ঢেউ খেলানো বিশাল ছাদ, এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত দেখা যায় না। বাঁ হাতে একটা খবরের কাগজ নিয়ে নিরীহ ভালো-মানুষের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে বেন নেলসন। স্টেশনের আকার-আকৃতি দেখে শুধু তাক লাগেনি, ভয় ধরে গেছে তার মনে। অংসখ্য জায়গা রয়েছে যেখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে স্নাইপার। তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই, নিজেকে অভয় দেবার চেষ্টা করল বেন। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে আয়োজনের কোনো ত্রুটি করেননি কর্ণেল ও'হারা। ইতি-মধ্যে স্টেশনে ভিড় জমাতে শুরু করেছে আটলান্টিক এক্সপ্রেসের আরো-হীরা, এদের বেশিরভাগই ইতালিয়ান শ্রমিক, নিউ ইয়ারস উপলক্ষে বাড়িতে ছুটি কাটিয়ে কাজের জায়গা সুইজারল্যাণ্ড আর জার্মানীতে ফিরে যাচ্ছে—এদের সাথে আটলান্টিক এক্সপ্রেসে উঠছে সাদা পোশাক পরা সাইফার অপারেটররা। তাছাড়াও স্টেশনে ঘুরে বেড়াচ্ছে ইউনিফর্ম পরা সশস্ত্র পুলিশ, তাদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। এবং বেন জানে, আশে-পাশের অফিসগুলোর উঁচু জানালায় দাঁড়িয়ে টেলিস্কোপ সাইট সহ রাইফেলধারী স্নাইপাররা তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে নিচের দিকে। বেনের হাতে

যে খবরের কাগজটা রয়েছে, তারও একটা ভূমিকা আছে। প্রত্যেকটি পুলিশ এবং স্নাইপার জানে, কোনো একটা বিশেষ দিক বা একজন বিশেষ লোককে চিহ্নিত করার জন্যে এটা সে ব্যবহার করতে পারে। তৈরি হয়েই আছে বেন, সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লেই সংকেত দেবে।

কিন্তু সন্দেহজনক একজন লোককে লক্ষ্যই করল না বেন। লোক-টার মাথাটা বড়, বেঁটেই বলা চলে, গায়ে প্রচুর মাংস। চেহারা দেখে গুণ্ডাপাণ্ডা বলে মনে হয়। এয়ারপোর্ট থেকে রানার আর্মার্ড ট্রাকটাকে এই কঙ্গোই অনুসরণ করেছিল। টিকেট ব্যারিয়ারের কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁয় বসে কফি খাচ্ছে সে। তাকিয়ে আছে ব্যারিয়ারের ওপারে। ওপারে দেখা যাচ্ছে আটলান্টিক এক্সপ্রেসের ষোলোটা কোচ।

স্পেশাল ট্রেনিং নিতে দু'বার মস্কোয় যেতে হয়েছিল কঙ্গোকে, সেই সূত্রে কয়েকবারই জেনারেল তুর্গেই তুর্গেনিভকে চাক্ষুষ করেছে সে। তার ধারণা, জেনারেলকে দেখলেই চিনতে পারবে সে, যতোই কিনা ছদ্মবেশ চাপানো হোক। স্টেশন ওয়ালক্লকের দিকে চোখ তুলে তাকাল সে। চারটে পঁয়ত্রিশ। আর ত্রিশ মিনিট পর আটলান্টিক এক্স-প্রেস ছাড়ার কথা।

মস্কো।

জুরিখ আর মিলানের চেয়ে দু'ঘণ্টা এগিয়ে থাকে মস্কো সময়। মস্কোয় এখন ছয়টা বাজে।

ক্রেমলিন।

উচ্চপদস্থ ইনফরমারকে খুঁজে বের করার জন্যে তিন সদস্যের যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেটা ভেঙে দেয়া হয়নি, তার কাজ বরং আরো বেড়েছে। কে. জি. বি চীফ জেনারেল তুর্গেনিভের জায়গায় নতুন

সদস্য হিসেবে নেয়া হয়েছে আনাতোলি ফেরুবিনকে। মার্শাল সুখনভ চাপ দেয়ায় এরই মধ্যে কর্ণেল রুবলকে মেসেজ পাঠিয়ে জানান হয়েছে, জেনারেল তুর্গেনিভকে খতম করার জন্যে পশ্চিম ইউরোপে রাশিয়ার গোটা অ্যাপারেটাস ব্যবহার করা যাবে। মজার ব্যাপার হল, মধ্যপন্থী হিসেবে পরিচিত ট্রেড অ্যাণ্ড কমার্স মিনিস্টার আনাতোলি ফেরুবিন, কমিটির নতুন সদস্য, মার্শাল সুখনভের এই প্রস্তাবে সমর্থন দান করেন। তবে তিনি ভাষার মার-প্যাঁচ কষতে কার্পণ্য করেননি। বলেছেন, 'কর্ণেল রুবল আপনার ব্যক্তিগত চর হিসেবে কাজ করছিল কে. জি. বি-তে, সে নিজের বসকেই যখন সন্দেহ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তখন ভয়ংকর ভুলটা সংশোধনের দায়িত্ব তার কাঁধেই পড়া উচিত। যদি সফল হয়...'

কড়ে আঙুল দিয়ে নাকের পাশটা চুলকে নিয়ে গম্ভীর গলায় মার্শাল সুখনভ বলেছেন, 'হুঁ।'

কিন্তু আজকের বৈঠক আরো কঠিন একটা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছে। প্রসঙ্গটা তুললেন ফার্স্ট সেক্রেটারী তালিন। 'পশ্চিম ইউরোপের কে.জি. বি এজেন্টদের ব্যাপারে কি করব আমরা?' চাপা, রুক্ষ গলায় জানতে চাইলেন তিনি। 'জেনারেল তুর্গেনিভের আশ্চর্য স্মরণশক্তির কথা আমাদের কারো অজানা নেই। পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত এজেন্টের নাম-ঠিকানা মুখস্থ আছে তাঁর।' একটু বিরতি নিয়ে বললেন, 'আমি বিশেষ করে পশ্চিম জার্মানীর কথা ভাবছি।'

ইলেকট্রিক ঝাড়বাতির নিচে চকচকে লম্বা টেবিল সামনে নিয়ে বসে আছেন ওঁরা। ঝাড়া এক মিনিট কেউ কোনো কথা বললেন না। এটা একটা ভয়ংকর প্রশ্ন, যার কোনো উত্তর নেইঃ আবার প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাবারও উপায় নেই। দশ বছর আগে পশ্চিম জার্মানীতে

রাশিয়ার চার হাজার গুপ্তচরের প্রায় সবাই ছিল স্থানীয় লোক, বিশ্বস্ততার পরীক্ষায় তারা টেকেনি বলে তাদের জায়গায় নতুন এজেন্ট নিয়োগ করা হয়। এই নতুন এজেন্টদের প্রায় সবাই পুব জার্মানীর লোক। এতোগুলো লোককে বদল করার কাজটা খুব সহজ ছিল না। বিস্তর টাকা তো খরচ হয়েছেই, সেই সাথে খরচ হয়েছে প্রচুর শ্রম আর মেধা। গোটা ব্যাপারটা ছিল ভয়ংকর একটা দুঃস্বপ্নের মতো। এই লোক বদলের মধ্যে ঝুঁকির পরিমাণও কম ছিল না। এখন আবার যদি সেই কাজে হাত দিতে হয়…। সন্দেহ নেই, তুর্গেনিভ নাম-ঠিকানা বলে দিলে জার্মান বি. এন. ডি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গোটা সোভিয়েট আণ্ডারগ্রাউণ্ড অ্যাপারেটাসের মূল উৎপাটন করবে। তুর্গেনিভ যে কাজটা সানন্দে করতে যাচ্ছেন, সে-ব্যাপারেও ওদের মনে কোনো সন্দেহ নেই।

নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ফার্স্ট সেক্রেটারী তালিন। 'তুর্গেনিভ যদি পালাতে পারেন, সমস্ত এজেন্টকে সরিয়ে নেয়াই বোধহয় ভালো হবে। পরে তারা আবার না হয়, যদি পরিস্থিতি অনুমতি দেয়, পশ্চিম জার্মানীতে ফিরে যেতে পারবে। একজন এজেন্টকে ট্রেনিং দিতে পাঁচ পাঁচটা বছর সময় লাগে,' কথাটা তিনি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিলেন।

'প্রাথমিক ভাবে তাহলে ওদেরকে সতর্ক করে দেয়া দরকার, আপনি বলছেন?' মার্শাল জানতে চাইলেন।

'সিদ্ধান্ত নেবেন আপনি, মার্শাল,' বললেন তালিন। 'এই বিষয়ের দায়িত্ব আমাদের সবার চেয়ে আপনার কাঁধেই বেশি পড়েছে।'

মার্শাল জানেন, এই চতুর লোকগুলোকে দিয়ে বড়শি গেলানো যাবে না, সমস্ত ব্যর্থতার দায় তাঁর ঘাড়েই চাপান হবে। তুর্গেনিভ যদি পালায়, এজেন্টরা যদি ধরা পড়ে—এককভাবে দায়ী করা হবে তাঁকেই।

'ঠিক আছে,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন তিনি। 'তাই হোক। তৈরি থাকতে বলা হোক ওদেরকে। দরকার মনে করলে যাতে সরে আসতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে।'

'আমি অবশ্য আশাবাদী,' বললেন আনাতোলি ফেরুবিন। 'কর্ণেল রুবল যখন তুর্গেনিভকে খতম করার দায়িত্ব নিয়েছেন, অন্ততঃ নিজের মস্ত ভুল সংশোধনের জন্যে ব্যর্থ হওয়া উচিত হবে না তাঁর।'

"জুরিখ এয়ারপোর্ট বন্ধ হয়ে গেছে।"

আর বারো মিনিট পর জেনারেল তুর্গেনিভকে নিয়ে স্টেশনে যাবে রানা, এই সময় কর্ণেল স্যাবরের মেসেজটা পেল ও। কামরায় অ্যাডমিরালও রয়েছেন, রানার চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠতে দেখে দ্রুত জানতে চাইলেন তিনি, 'কি ব্যাপার, রানা?'

নিঃশব্দে এগিয়ে এসে অ্যাডমিরালের হাতে মেসেজটা দিল রানা। সেটা পড়েই নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলেন তিনি। 'সর্বনাশ!'

'পুরোটা রেলপথ...' বলল রানা। 'গোটা ইউরোপ মাড়িয়ে হল্যাণ্ডে যেতে হবে—একমাত্র শিফল এয়ারপোর্টই খোলা আছে এখনো। তার মানে, জেনারেলকে শেষ করার জন্যে আরো বেশি সময় পেয়ে যাচ্ছে কে. জি. বি।'

'কোনো পরামর্শ আছে তোমার?' দ্রুত জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল। 'অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের জন্যে আর কি করা যেতে পারে?'

'করার অনেক কিছুই আছে,' বলল রানা। চট করে দেখে নিল রিস্টওয়াচ। 'কর্ণেলকে ধন্যবাদ, চারতলায় তিনি একটা স্ক্র্যাম্বলার ফোনের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। রওনা হবার আগে পর্যন্ত ওই ফোনের

সামনে আছি আমি। আরেকটা কথা, অ্যাডমিরাল···' ট্রেনে তোলার পর রাশান জেনারেলকে কিভাবে গার্ড দেয়া হবে সে-সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দিল রানা। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চারতলায় ওঠার আগে কি মনে করে তিনতলা থেকে দোতলায় নেমে এল রানা। ওখানে একা বসে সিগারেট ফুঁকছে অ্যান্থনি পল—একেই সি. আই. এ থেকে ব্যাক-আপ ম্যান হিসেবে ধার করেছেন অ্যাডমিরাল। পলকে একটা ল্যুগার নাইন-এমএম দেয়া হয়েছে, সেটা শেষবারের মতো চেক করে পাশেই রেখে দিয়েছে সে। পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চি লম্বা পল, মাথায় হালকা খয়েরী রঙের ঢেউ খেলানো চুল, চোখ দুটো নীল, বয়স তেত্রিশ। কথা শোনা বা বলার সময় প্রতিপক্ষের চোখে সরাসরি সোজা তাকিয়ে থাকে সে। কামরায় কেউ ঢুকল, বুঝতে পারলেও মুখ তুলে তাকাবার গরজ দেখাল না। তবে জানতে চাইল, 'বিপদ সংকেত বাজতে শুরু করেছে বুঝি?'

'কেন বললে কথাটা?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'বাতাসে আমি বিপদের গন্ধ পাই,' অস্পষ্ট হাসি দেখা গেল পলের ঠোঁটে। 'তাছাড়া, পায়ের আওয়াজ শুনেও লোকের মনের অবস্থা টের পাই আমি। সিঁড়িতে তোমার পায়ের আওয়াজ শুনে মনে হলো, হঠাৎ অশান্ত হয়ে উঠেছে তোমার চিত্ত। বুঝলাম, নিশ্চয়ই কোন দুঃসংবাদ পেয়েছ।'

একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'হ্যাঁ, দুঃসংবাদ। জুরিখ এয়ারপোর্ট বন্ধ হয়ে গেছে। শিফল পর্যন্ত যেতে হবে আমাদের।'

'ঘেমে অস্থির হয়ে লাভ আছে কিছু?' পলের গলাটা নরম। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক দেখাল তাকে। উত্তেজনায় টান টান রানার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল সে।

কয়েক সেকেণ্ড একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর কাঁধ ঝাঁকাল রানা, বেরিয়ে এল কামরা থেকে। বাকি অল্প কয়েকটা মিনিট চারতলার ফোনের সামনে বসে কাটাল ও। প্রথম ফোন করল কর্ণেল স্যাবরকে। সুইস কাউন্টার এসপিওনাজের অ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ ওকে শুধু খারাপ খবরই দিতে পারলেন।

'হ্যাঁ, আবহাওয়াবিদরা বলছেন, আমাদের এয়ারপোর্ট অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ থাকবে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে খোলার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এবং, অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, মিঃ রানা, আপনার জন্যে আরো একটা দুঃসংবাদ আছে।'

'শুনছি।'

'আমার বিশ্বাস করার কারণ ঘটেছে, কে. জি. বি-র কর্ণেল রুবল এই মুহূর্তে জুরিখে রয়েছেন। তাঁকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে, কিন্তু তাঁর চেহারার কোনো বর্ণনা না থাকায় বেশি কিছু আশা করার নেই বোধ হয়।'

দু'সেকেণ্ড চুপ থাকার পর রানা বলল, 'তুর্গেনিভকে খুন করার অপারেশনটা সে-ই বোধহয় পরিচালনা করছে…'

'কোন সন্দেহ নেই। আণ্ডারম্যাটের কোন খবর, মিঃ রানা—আপনার এজেন্টের তরফ থেকে? ওটা একটা ডেঞ্জার পয়েন্ট হতে পারে। কারণ, গটহার্ড টানেলের মাথায় বসে রয়েছে আণ্ডারম্যাট। আটলান্টিক এক্সপ্রেসকে ওই টানেলের ভেতর দিয়েই যেতে হবে।'

'এখনো কোনো খবর পাইনি,' বলল রানা। 'এসব ব্যাপারে সময় লাগে। কিন্তু মনে আছে তো, আমার এজেন্টকে আমি আপনাদের নাম্বার দিয়ে রেখেছি, সে তার পরিচয় দেবে লরা বলে। লরার কাছ থেকে কোনো মেসেজ পেলে সাথে সাথে আমাকে তা জানাতে ভুলবেন না।

মেসেজটা এমনিতে দুর্বোধ্য বা অতি সাধারণ, তাৎপর্যহীন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমি পেলেই হয়ত ওটার গুরুত্ব বুঝতে পারব...'

এরপর রানা ফোন করল জার্মান বি. এন. ডি-র ওয়ালথার ফিচার-কে। বিসবাদেনে অপেক্ষা করছেন তিনি। এর আগের মেসেজে রানা তাঁকে জানিয়েছে আটলান্টিক এক্সপ্রেসের আরোহী হবেন জেনারেল তুর্গেনিভ। খবরটা পেয়েই সম্ভাব্য সতর্কতা অবলম্বন করেছেন তিনি। এবারে সরাসরি রানার গলা শুনতে পেয়ে খুব খুশি হলেন। বললেন, 'কয়েক মিনিটের মধ্যে বাজ্‌লের ট্রেন ধরতে যাচ্ছি আমি। কর্নেল স্যাবরের সাথে এরই মধ্যে কথা হয়েছে আমার। বাজ্‌ল থেকে তোমরা জার্মানীতে ঢোকার পর, বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সিকিউরিটির সমস্ত দায়িত্ব আমার। ...কি! কি বললে? রুবল জুরিখে? মাই গড! লক্ষণ ভালো নয়, রানা!'

'আমাদের সবার সতর্কতাও তার জন্যে খুব শুভ হতে যাচ্ছে না,' বলল রানা।

'আরেকটা কথা,' ওয়ালথার ফিচার বললেন, 'সোভিয়েটরা যখন বুঝতে পারবে যে তোমাকে আর ঠেকানো সম্ভব নয়, জেনারেল তুর্গে-নিভকে নিয়ে নিরাপদে তাদের নাগালের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছ তুমি, তখন হয়ত ওরা জার্মানী থেকে ওদের সমস্ত কী-এজেন্টদের সরিয়ে নেবার চেষ্টা করবে। তাই পুবের সাথে আমাদের বর্ডারকে সতর্ক করে দিয়েছি আমি। মজার ব্যাপার কি জানো? বর্ডার এলাকায় গা ঢাকা দিয়ে বসার জন্যে এই দুর্যোগটা খুব সাহায্য করছে আমাদের লোক-কে। সমস্ত ক্রসিং পয়েন্টে ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছে, একটাও ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না।'

'যদি জেনারেল তুর্গেনিভকে ওদের নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে

পারি আমরা, তবেই,’ বলল রানা। ‘তার আগে পর্যন্ত কি ঘটে না ঘটে কিছুই বলা যায় না। সে যাই হোক, এই সহযোগিতার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ, জেনারেল।’

‘এ তোমার পাওনা, রানা,’ ওয়ালথার ফিচার স্মরণ করিয়ে দিলেন।

আগেই জেনেছে রানা, কর্ণেল মেঙ্গার লুগানোয় রয়েছেন। চিয়াস-সোয় একটা বিশেষ ব্যবস্থা করার জন্যে অনুরোধ করেছিল ও, সে-সম্পর্কে কতোদুর কি করা হয়েছে জানতে চাইল। কর্ণেল মেঙ্গার ওকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, ‘কোনো চিন্তা করো না। ওয়াগন-লিটের পিছনে একটা ফ্ল্যাট-কার জোড়া লাগানো হবে।’

দান হাগেন।

জেনারেল ম্যাক্স পলটন তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট মেজর জাঁ বেইলারের সাথে কথা বলছেন। সন্ত্রাসবাদী কংকাইট গ্রুপের সর্বশেষ গতিবিধি সম্পর্কে রিপোর্ট করছে মেজর। ‘গুজব, সমস্তটাই গুজব, স্যার—নিরেট কোনো তথ্যে আমি দাঁত বসাতে পারিনি এখনো।’

‘কিন্তু সমস্ত গুজবই বলতে চাইছে, কংকাইট গ্রুপ হল্যাণ্ডে ঢুকছে, নয় কি?’

‘হ্যাঁ, তা ঠিক…’

এই সময় জেনারেল পলটনের ডেস্কে স্ক্র্যাম্বলার ফোনটা ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল। কলটা মিলান থেকে এসেছে। রিসিভার তুলে কথা বলতে শুরু করলেন জেনারেল পলটন।

চেহারায় উদ্বেগ নিয়ে বসে থাকল মেজর বেইলার। রানার কোড করা সিগন্যাল আগেই পেয়েছে সে, জানে আটলান্টিক এক্সপ্রেসে জেনারেল তুর্গেনিভ থাকবেন। ওদিকে জুরিখ এয়ারপোর্টও বন্ধ করে দেয়া

হয়েছে। তার মানে শিফল পর্যন্ত আসতে হবে ওদেরকে। শিফল এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছে সাতশো সাত বোয়িং, ওতেই তুলে নেয়া হবে জেনারেল তুর্গেনিভকে—যদি তিনি বেঁচে থাকেন। পশ্চিম জার্মান যে তার পুবদিকের বর্ডার সীল করে দিয়েছে, সে-খবরও জানা আছে মেজরের।

'আমস্টারডামে দেখা হবে তোমার সাথে,' সব শেষে রানাকে বললেন জেনারেল পলটন। 'প্রয়োজন হলে আটলান্টিক এক্সপ্রেসে তোমার সাথে যোগাযোগ করতে পারব আমি। শেষ একটা কথা। টেক কেয়ার।'

ফোনের রিসিভার রেখে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল পলটন। ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে জানালার সামনে দাঁড়ালেন তিনি। দূরে পার্লামেন্ট ভবন দেখা গেল। সাদা তুষারে ঢাকা পড়ে গেছে ছাদটা। এইটুকুই, দুর্যোগের আর কোনো লক্ষণ নেই। প্রচণ্ড তুষার ঝড় এখনো হল্যাণ্ডকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে।

'বেইলার?'

পিছন থেকে সাড়া দিল মেজর, 'জ্বি, বলুন?'

'খানিক আগে খবর পেয়েছি,' বললেন জেনারেল পলটন, 'সতের হাজার টনের রাশিয়ান ফ্রেটার সাইবেরিয়া সিক্সটি নাইন জার্মান বাইট-এ এইমাত্র হেলিগোল্যাণ্ডকে পাশ কাটিয়ে গেছে। গভীর সাগর ধরে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে ওটা। ডাচ উপকূল ছাড়িয়ে যেতে খুব বেশি সময় নেবে না।'

'তাই নাকি?' চীফ আসলে কি বোঝাতে চাইছেন ধরতে পারল না মেজর।

'কোথায় যাচ্ছে সাইবেরিয়া সিক্সটি নাইন?' জানালা দিয়ে দূরে

তাকিয়ে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলেন জেনারেল পলটন। 'কোথায় ?'

চুপ করে থাকল মেজর। খানিক পর বলল, 'গভীর সাগরে যাচ্ছে ? কিন্তু ওদিকে যে খবর পেলাম নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে ?'

ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল জেনারেল পলটনের ঠোঁটে। 'সেখা-নেই তো রহস্য ! দুর্যোগ আসছে জেনেও...'

জুরিখ। হোটেল সুইজারহফ। বিকেল সাড়ে চারটে। দুশো সাত নম্বর কামরায় বসে কর্ণেল রুবলও খবর পেল জুরিখ এয়ারপোর্ট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

'তার মানে,' সহকারী বাডি রিমলারকে বলল সে, 'জনকে ওরা হল্যাণ্ডের শিফল পর্যন্ত নিয়ে যাবে। ঘটনাচক্রে সে যদি প্রাণ নিয়ে এখান পর্যন্ত আসতে পারে, তার জন্যে তৈরি থাকতে হবে আমাদের।'

আরো দুটো সিগন্যাল লিখল রুবল। এগুলো এনকোড করে প্রফেসার উডসেনের কাছে পাঠাবে রেডিও অপারেটর অ্যাডলফ বয়-লার। উডসেন সেগুলো রি-ট্র্যান্সমিট করবে অন্য জায়গায়। কোথায়, তা জানা আছে উডসেনের।

জুরিখবার্গ। মোবাইল ক্যারাভ্যান থেকে প্রফেসার উডসেন প্রথম মেসেজটা পাঠাল সিনিয়র জি. আর. ইউ অপারেটর ইউরি গুস্তাফের কাছে। গুস্তাফ এখন ফ্রান্সের মালহাউজে রয়েছে। মালহাউজ বাজ-লের কাছাকাছি একটা জায়গা।

দ্বিতীয় সিগন্যালটা গেল রলফ কংকাইটের কাছে। কংকাইট গ্রুপের লিডার সে। অল্প কিছুক্ষণ আগে সে আমস্টারডামে পৌঁচেছে।

এই মুহূর্তে, ইউরোপ জুড়ে যখন প্রচণ্ড তুষার-ঝড়ের মাতামাতি চলছে, ইথার তখন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে এক ট্র্যান্সমিটার থেকে আরেক

ট্র্যান্সমিটারে পাঠানো রেডিও মেসেজে।

'আটলান্টিক এক্সপ্রেস ছাড়তে যখন কয়েক মিনিট মাত্র বাকি, দুটো প্রচণ্ড শক্তি—পশ্চিমের সিকিউরিটি সিস্টেম আর কে. জি. বি ও জি. আর. ইউ-এর সম্মিলিত অ্যাপারেটাস—তখন পরস্পরকে আঘাত করার জন্যে তৈরি। আর সবাই জানে, হত্যা করার চেয়ে রক্ষা করা অনেক অনেক বেশি কঠিন।'

চারটে পঁয়ত্রিশে জেনারেল তুর্গেনিভকে মিলান স্টেশনে নিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হলো ওরা। চারতলার একটা কামরায় দাঁড়িয়ে কর্নেল ও'হারার সাথে সমস্ত ব্যবস্থাপনা শেষবারের মতো চেক করে নিল রানা। নিজের গাড়ি নিয়ে স্টেশনের উদ্দেশে এরই মধ্যে রওনা হয়ে গেছে অ্যান্থনি পল, রেডিও অপারেটর ডেডরিকও গেছে তার সাথে।

'সবকিছু পরিষ্কার?' জানতে চাইল রানা।

'পরিষ্কার। চমৎকার বুদ্ধি এঁটেছ,' রানাকে সমর্থন করে বললেন কর্নেল ও'হারা। 'আমি তোমার সাফল্য কামনা করি...'

'এবার তাহলে বেরিয়ে পড়তে হয়...'

জেনারেল তুর্গেনিভকে নিয়ে নিচের তলায় অপেক্ষা করছিল রূপা। ভিকুনা কোটে দারুণ মানিয়েছে জেনারেলকে, সুখী এক ধনকুবের বলেই মনে হচ্ছে তাকে। পাশে রূপা থাকায় তাঁর মর্যাদা আর আভিজাত্য যেন আরো কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। দামী নীল স্কার্টের ওপর সাদা শার্ট পরেছে রূপা, তার ওপর চড়িয়েছে ফার কোট। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে চোখ মটকাল রানা। তারপর এদিক ওদিক মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু!'

ভুরু কুঁচকে উঠল রূপার। 'তার মানে? কোথাও কোনো ভুল

হয়েছে নাকি?'

'না-না,' দ্রুত বলল রানা। 'তা নয়। বলতে চাইছিলাম, তোমাকে পোষা আমার কম্ম নয়!'

'কতোবারই তো সে-কথা বোঝাতে চেষ্টা করেছি তোমাকে আমি,' গম্ভীর মুখে বলল রূপা। পরমুহূর্তে মধুর হেসে তাকাল জেনারেল তুর্গেনিভের দিকে। তাঁর একটা হাত ধরে মৃদু টানল সে। বলল, 'ইনি, ধনকুবের জর্জ টার্ণারই আমার উপযুক্ত সাথী।'

ট্রেনিঙে তিনি ফাঁকি দেননি বোঝাবার জন্যে জেনারেল তুর্গেনিভ মেঝেতে খানিক হাঁটাহাঁটি করে পরীক্ষা দিলেন। ভারি, দীর্ঘ পদক্ষেপ নয়, ঋজু ভঙ্গিতে দ্রুত সংক্ষিপ্ত পদক্ষেপে হাঁটা অভ্যেস করেছেন তিনি। হাততালি দিয়ে পরীক্ষায় তাঁকে পাস করিয়ে দিল সবাই।

উঠোনে অপেক্ষা করছে চারশো পঞ্চাশ অটোমেটিক মার্সিডিজ। তাগাদা দিল রানা। 'হয়েছে। এবার রওনা হতে হয়।'

দরজা দিয়ে বেরুবার সময় একটু অন্যমনস্ক দেখাল রানাকে। ভাবছে, আগুন নিয়ে খেলছে সে এবার, কোথাও কোনো ভুল করেনি তো?

চারতলায় কর্ণেল ও'হারার সাথে কথা শেষ করার পর শেষ একটা টেলিফোন করেছে রানা। এবার স্ক্র্যাম্বলার ফোনটা ব্যবহার করেনি ও। ওটা ছিল মিলান এক্সচেঞ্জের সহায়তায় আগেই বুক করা একটা কল। কথা হয়েছে সুফিয়ার সাথে।

বার

আনডারম্যাট, সুইজারল্যাণ্ড।

রেস্তোরাঁ হিলটপে সুফিয়াকে ঢুকতে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মাইকেল ফ্রে। 'হাই, সোফিয়া!'

'হাই!' মৃদু একটু হাসল সুফিয়া, কিন্তু মাইকেলকে দেখে খুব একটা খুশি হয়েছে বলে মনে হলো না।

'ক্লান্ত? আমি কিন্তু তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি এখানে।'

'আরো অপেক্ষা করো, ধরে নাও আমি এখনো আসিনি।' মাইকেলের পাশ ঘেঁষে এগোল সুফিয়া। একটা খালি টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ছোট্ট একটা শহর আনডারম্যাট। শীতকালীন স্কি-রিসোর্ট হিসেবে কদর আছে জায়গাটার। লম্বা একটা উপত্যকার মাথায় দাঁড়িয়ে আছে শহরটা, এবং এই উপত্যকা ধরেই যাওয়া যায় গ্লেটস আর রোন গ্লেসিয়ারে। আনডারম্যাটের হোস্টেল আর হোটেলগুলো শীতকালে দেশ-বিদেশের ট্যুরিস্টে ভর্তি থাকে। স্কি ভক্তরাই ভিড় জমায় এখানে। বিলেতবাসী বাংলাদেশী সুফিয়াও তাদের মধ্যে একজন। নীল নয়না সুফিয়া শুধু সুন্দরী নয়, তার শরীরের গঠন এতই চমৎকার আর নিখুঁত যে চোখ পড়লেই পাওয়ার বাসনা জাগে।

এগিয়ে এসে সুফিয়ার টেবিলে বসে পড়ল মাইকেল। 'দেখা হলেই

আমরা ঝগড়া করি—কেন বলো তো? আমরা কি বন্ধু হতে পারি না?'

'বোধহয় পারি না,' বলল সুফিয়া। 'তার কারণ, তুমি চাও একটু আঙুল নাচালেই সমস্ত মেয়ে যেন ছুটে এসে তোমার বুকে আছড়ে পড়ে, এবং কাপড়চোপড় খুলে ফেলার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে।'

'কিন্তু একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন—অনেক মেয়ে ঠিক তাই চায়, এবং তাতে আনন্দও পায়।'

রেস্তোরাঁয় ভিড় জমতে শুরু করছে। এদের বেশিরভাগই বরফ ঢাকা ঢাল থেকে স্কি করে ফিরে এলো। এদের মধ্যে ফ্রেঞ্চ, জার্মান, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান, দু'একজন ব্রিটিশ এবং এশিয়ানও রয়েছে। পরনের স্কি-জ্যাকেট খুলে ফেলল সুফিয়া। না তাকিয়েও টের পেল, তার সুগঠিত বুকের দিকে বেহায়ার মতো চেয়ে আছে মাইকেল। গ্রাহ্য করল না ও।

'তোমার সাথে বেশ কয়েক দিন হলো পরিচয় হয়েছে, অথচ' শুরু করল, কিন্তু শেষ করতে পারল না মাইকেল।

'মিথ্যে কথা,' বাধা দিয়ে বলল সুফিয়া। 'তোমার সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় হয়নি আমার। তুমি আমার প্রাইভেসি লঙ্ঘন করে বিনা অনুমতিতে বসে পড়েছিলে আমার টেবিলে, ঠিক এখন যেভাবে বসে পড়েছ।'

চেহারা এবং ব্যক্তিত্বের বিচারে সুফিয়ার চেয়ে কোনো অংশে কম যায় না মাইকেল ফ্রে। সুইজারল্যাণ্ডের প্রখ্যাত পর্বতারোহী সে, আনডারম্যাটের সমস্ত অনুষ্ঠানে তার একটা সম্মানজনক ভূমিকা থাকে। একজন দক্ষ স্পোর্টসম্যান হিসেবে সবাই তাকে খাতির করে। ছয় ফিট তিন ইঞ্চি লম্বা মাইকেল, প্রকাণ্ড শ্বেত-ভল্লুকের মতো দেখায় তাকে। বয়স পঁয়ত্রিশ। মাথায় এলোমেলো কালো চুল। সাংঘাতিক ফুর্তিবাজ

লোক, বিশেষ করে মেয়ে দেখলে পিছনে লাগবেই, এবং সে-মেয়েকে কাবু না করা পর্যন্ত পিছু ছাড়বে না। মেয়েদের ব্যাপারে তাকে কেউ বড় একটা ব্যর্থ হতে দেখেনি। সম্ভবত সুফিয়াই একমাত্র ব্যতিক্রম।

পর্বতারোহী হিসেবে মাইকেল সুইজারল্যাণ্ডের সব বড় পাহাড়ে চড়েছে। শুধু পাহাড়ে চড়তেই নয়, স্কি করতে, প্লেন চালাতে, এবং সাঁতার কাটতেও সমান দক্ষ সে। এমনিতে মাইকেল একজন জিওলজিস্ট। তাছাড়া, অ্যাভালান্‌শ্‌—হিমবাহ সম্পর্কে সে একজন বিশেষজ্ঞ।

ফেডারেল স্নো অ্যাণ্ড অ্যাভালান্‌শ্‌ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সদস্য মাইকেল। বছরের এই সময়টা সাংঘাতিক ব্যস্ত থাকতে হয় তাকে। হেলিকপ্টার নিয়ে সারা দিন ধরে পরীক্ষা করতে হয় বরফের পতন, খুঁজে বের করতে হয় ভয়ংকর অ্যাভালান্‌শ্‌ জোন। এরপর আছে স্কি স্কুলে মাস্টারী। স্কুলটা ওর নিজেরই, বিদেশীদের স্কি শেখানো হয়। বেশিরভাগই ছাত্রী, যাদেরকে তার পছন্দ, ছাত্রের সংখ্যা নেহাতই কম।

রিস্টওয়াচ দেখল মাইকেল। তারপর আরো একবার চেষ্টা করল সুফিয়ার মন গলাবার। ব্যর্থ হয়ে মুচকি হাসল সে। বলল, 'এখন যাচ্ছি, কিন্তু তার মানে হাল ছেড়ে দিচ্ছি না, সোফিয়া। সন্ধ্যায় আবার দেখা হবে, মাই বিউটি…'

কোনো মন্তব্য তো করলই না, এমন কি ফিরে পর্যন্ত তাকাল না সুফিয়া। কিন্তু কান পেতে ফোক্সওয়াগেনের স্টার্ট নেবার আওয়াজটা ঠিকই শুনল ও। মাইকেলের গাড়ির আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যেতে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, বিল মিটিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল পাঁচটা বাজতে না বাজতেই চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে নিজের রেনল্টে চড়ে বসল। দূরে এখনও ফোক্সওয়াগেনের পিছনের লাল আলো দেখা যাচ্ছে। স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে

দিল সুফিয়া।

গলিটা তেমন চওড়া নয়। তার ওপর দু'ধারে লোকজনের ভিড়। প্রায় সবার কাঁধেই স্কি দেখা যাচ্ছে। দু'বার কিনারা ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাতে হলো সুফিয়াকে, দুটো সামরিক গাড়িকে পথ ছাড়ার জন্যে। দুটো ট্রাকেই হেলমেট পরা অটোমেটিক রাইফেলধারী সোলজার রয়েছে। আরো সামনে এসে মেইন রোডের মুখে আরেকটা সামরিক গাড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। ব্যাপারটা কি? সামরিক মহড়া? নাকি অন্য কিছু?

সুফিয়ার জানার কথা নয়, কর্ণেল স্যাবর গোটা সুইজারল্যাণ্ডে প্রাথমিক জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন।

শহর থেকে বেরিয়ে এলো সুফিয়া। সামনে দীর্ঘ সরল রেখার মতো পড়ে রয়েছে বিশাল উপত্যকা। গাড়ি থামিয়ে পকেট থেকে একটা নাইট গ্লাস বের করল ও। আশপাশটা ভালো করে দেখে নিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। সিঙ্গেল লেন্স দিয়ে সামনের দৃশ্যটা খুব পরিষ্কার দেখা গেল না, কিন্তু ফার্ম হাউসের আলোটা প্রচুর সহায়তা করল। কিছুক্ষণ থেকে তুষারও পড়ছে না।

ফার্ম হাউসের গেট দিয়ে মাইকেলের ফোক্সওয়াগেন ভেতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভবনের ছাদের দিকে চোখ পড়ল সুফিয়ার। লম্বা একটা রেডিও অ্যান্টেনা দেখা যাচ্ছে। অ্যাভালান্শ্ ইন্সটিটিউটের সাথে যোগাযোগ করতে সাহায্য করে ওটা।

সুফিয়া জানে না, ফার্ম হাউসের একটা পর্দা টানা জানালা দিয়ে নজর রাখা হয়েছে ওর ওপর। লোকটা রোগা, ত্রিশের মতো বয়স, চোখে নাইট গ্লাস তুলে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সুফিয়ার দিকে। ঘরে ঢুকল মাইকেল ফ্রে।

'কি হচ্ছে শুনি ?'

'আপনার মেয়ে-বন্ধু,' বলল লোকটা। 'ওই যে দেখুন, শহরের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। আজ নিয়ে দু'দিন হলো। নাইট গ্লাস দিয়ে নজর রাখছে আমাদের ওপর...'

ছোঁ মেরে নাইট গ্লাসটা নিয়ে চোখে তুলল মাইকেল। কয়েক সেকেণ্ড দেখল সে। তারপর জানালার সামনে থেকে সরে এসে বলল, 'জানালাটা বন্ধ করে দাও।' এগিয়ে গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়াল সে। গ্লাসে হুইস্কি ঢালল খানিকটা। এক ঢোকে গ্লাসটা নিঃশেষ করে আবার বলল, 'হ্যাঁ—শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল আমাদের গুপ্তচরকে।'

তের

ট্রেন ছাড়তে আর দশ মিনিট বাকি। টিকেট ব্যারিয়ার পেরিয়ে এসে দ্বিতীয় ওয়াগন-লিটে চড়ল বেন নেলসন। প্রত্যেকটা কমপার্টমেণ্ট চেক করতে করতে ট্রেনের পিছন দিকে এগোল ও। মিলান স্টেশনে ট্র্যাক ফাইভের ওপর ষোলোটা কোচ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আটলান্টিক এক্সপ্রেস। পিছনে দু'টো ওয়াগন-লিট স্লিপিং কার জোড়া লাগানো হয়েছে, শুধুমাত্র নেবুলাসের জন্যে।

তার আগে রয়েছে দুটো সাধারণ ওয়াগন-লিট কোচ, তারপর তিনটে ফার্স্ট ক্লাস অর্ডিনারি কোচ। বাকিগুলো সব সেকেণ্ড ক্লাস কোচ, এর মধ্যে অবশ্য রেস্তোরাঁ কারও আছে। পিছনের দ্বিতীয় ওয়াগন-লিটে রেল-ইন্সপেক্টরের ছদ্মবেশধারী একজন সাইফার অপারেটরের সাথে

দেখা হলো বেনের। লোকটার কাছ থেকে তিনটে চাবি পেল ও। একই আকৃতির তিনটে চাবি, সেগুলো দিয়ে ওপাশের দরজার সব ক'টা তালা বন্ধ করল, এতে করে শেষ কোচ দুটো বাকি ট্রেন থেকে আলাদা হয়ে গেল। শেষ কমপার্টমেণ্টে পৌঁছে তালা দেয়া দরজার গায়ে সাংকেতিক শব্দ করল ও। প্রথমে সামান্য একটু ফাঁক হলো কবাট, তারপর পুরো-পুরি খুলে গেল। সরে গিয়ে ভেতরে ঢোকার পথ করে দিল ডেডরিক।

'যা যা দরকার সব পেয়েছো তো?' জানতে চাইল বেন।

'রেডিও ইকুইপমেন্টগুলো ভারি সুন্দর,' বলল ডেডরিক।

উঁকি দিয়ে তাকাল বেন। তাক লেগে গেল ওর। রাজ্যের মেশিন আর যন্ত্রপাতিতে ঠাসা ভেতরটা, দেখতে ঠিক যেন সাতশো সাতচল্লিশ বোয়িং বিমানের কন্ট্রোল প্যানেলের মতো। চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল ও। পিছনের কোচটাও পরীক্ষা করতে হবে। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে মিঃ ও মিসেস টার্ণার—জেনারেল তুর্গেনিভ আর মিস রূপা—এসে পৌঁছুবে।

বাইরে, মেইন হলঘরের সামনে, এসক্যালেটরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে অ্যান্থনি পল। কাছেই প্রবেশ পথ, তার চোখ সেদিকেই পড়ে আছে। একটু পর রিস্টওয়াচ দেখে নিয়ে পায়চারি শুরু করল সে। আরোহীদের ভিড় ক্রমশঃ বাড়ছে স্টেশনে। প্রবেশপথ দিয়ে ঘন ঘন বাইরে তাকিয়ে একটা মার্সিডিজকে খুঁজছে তার চোখ।

দুরে মিলান স্টেশনের বিশাল কাঠামোটা দেখতে পেল রানা। দ্রুত ছুটছে মার্সিডিজ, কিন্তু প্রচণ্ড গতিতে নয়। পিছনের সীটে জেনা-রেল তুর্গেনিভকে নিয়ে বসে আছে রূপা। একমনে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। গোপন আস্তানা থেকে বের হবার পর থেকে কেউ ওরা কোনো কথা বলেনি।

প্রথম মুখ খুলল রানা। 'স্টেশনে সিকিউরিটি অপারেশন কন্ট্রোল করছেন কর্নেল ও'হারা,' জেনারেলকে বলল ও। 'পথ দেখিয়ে মেইন হলঘর আর এসক্যালেটরে রূপাই আপনাকে নিয়ে যাবে। তাড়াহুড়ো করার ঝোঁকটা দমন করবেন—আপনি দেখতে না পেলেও, চারদিকে গিজ গিজ করছে গার্ড। আপনাদের পিছু পিছু যাবো আমি, কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়ব এসক্যালেটরের মাথায়, কেউ অনুসরণ করছে কিনা দেখার জন্যে।'

'সুন্দর আয়োজন, মিঃ রানা,' মৃদু গলায় মন্তব্য করলেন রাশান জেনারেল। 'অন্ততঃ এখন পর্যন্ত আমি কোনো ত্রুটি দেখিনি···'

'ধন্যবাদ।'

আগের মতোই আশ্চর্য প্রশান্ত দেখাচ্ছে জেনারেলকে। 'এখনো ওরা কোনো হামলা চালায়নি···অবাক কাণ্ড, তাই না? প্রথম হামলাটা হয়ত আগামী দু'একমিনিটের মধ্যেই আসবে···'

'জেনারেল!' প্রতিবাদের সুরে বলল রূপা। 'হামলা হয়নি দেখে আপনি যেন নিরাশ হয়েছেন! মনে হচ্ছে, যেচে পড়ে বিপদ ডেকে আনতে চান?'

হো হো করে হাসলেন জেনারেল তুর্গেনিভ।

'গাড়ি থামার পর যাই ঘটুক না কেন,' পরিষ্কার রাশান ভাষায় বলল রানা, 'আপনি বা আপনারা সোজা স্টেশনে ঢুকে পড়বেন।' কথাটা দু'বার বলল ও, 'যাই ঘটুক।'

বাঁক নিয়ে ফুটপাথের ধারে মার্সিডিজ দাঁড় করাল রানা। অস্বাভাবিক দ্রুততার সাথে একজন পোর্টার দরজা খুলে ধরল। পোর্টারের ছদ্মবেশে লোকটা একজন সাইফার অপারেটর। জেনারেলের ব্রীফকেস আর স্যুটকেস নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে, ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু

করল দ্রুত। রূপার পিছু পিছু গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছেন জেনারেল, এই সময় ঘটনাটা ঘটল।

দুটো গাড়ি দু'দিক থেকে স্টেশনের দিকে আসছিল, স্টেশনের কাছাকাছি এসেই মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো। শক্ত পাথর হয়ে গেলেন জেনারেল। দ্রুত ফিসফিস করে তাঁর কানে বলল রূপা, 'আসুন··· সাজানো ঘটনা!'

দুটো গাড়িরই নাক তুবড়ে গেছে। নিচে নেমে এসে শার্টের আস্তিন গুটাচ্ছে ড্রাইভাররা। দু'জন পুলিশ ছুটছে তাদের দিকে। পথচারীরা দাঁড়িয়ে পড়েছে তামাশা দেখার জন্যে। স্টেশনের আশপাশে যারা রয়েছে তাদের সবার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে ঘটনাটা। রূপা আর তার বর্তমান স্বামী ইতিমধ্যে ধাপগুলোর শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে। তিন-জন সশস্ত্র পুলিশকে পাশ কাটাল ওরা, অ্যান্থনি পলের গা ঘেঁষে এগোল। এসক্যালেটরে ওঠার সময় জেনারেলকে সাহায্য করল রূপা। এই এসক্যালেটরই কনকোর্স পর্যন্ত নিয়ে যাবে ওদেরকে।

এসক্যালেটর থেকে নেমে রূপা বলল, 'ট্র্যাক ফাইভ।' ঠিক সেই মুহূর্তে, ওরা যখন টিকেট ব্যারিয়ারের দিকে পা বাড়িয়েছে মাত্র, ঘুম জড়ানো চোখ নিয়ে একজন পোর্টার চাকা লাগানো লাগেজ ট্রাক নিয়ে রূপার একেবারে সামনে চলে এলো। সংঘর্ষ অবধারিত বুঝতে পেরে বিদ্যুৎ গতিতে রূপার কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে প্রায় শূন্যে তুলে নিলেন জেনারেল তুর্গেনিভ, সরিয়ে আনলেন নিরাপদ জায়গায়। তার-পর, মাটিতে পা ফেলে রূপা যখন তাঁর হাত ধরল, জেনারেল নিজের অজ্ঞাতেই তাঁর স্বভাবসুলভ ভারিক্কি, দীর্ঘ পদক্ষেপে কয়েক পা এগো-লেন। পরমুহূর্তে নিজের ভুলটা বুঝতে পেরে হাঁটার ভঙ্গি সংশোধন করে নিলেন তিনি।

কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

রেস্তোরাঁর বাইরে থেকে কে. জি. বি এজেন্ট কঙ্গো জেনারেলকে নিজস্ব ভঙ্গিতে ওই কয়েক পা হাঁটতে দেখেই চিনে ফেলল। বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলাতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল তার। জেনারেলকে চেনাই যাচ্ছে না। শুধু পোশাকআশাক নয়, জেনারেলের চেহারা এবং এমন কি আচরণ পর্যন্ত বদলে দিয়েছে ওরা! দুর্ভাগ্য, তার কাছে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র নেই। যদিও আগ্নেয়াস্ত্র চালনায় সিদ্ধহস্ত নয় সে। তবু, সাথে একটা কিছু থাকলে, জেনারেলকে গুলি করার এই সুযোগ হাতছাড়া করত না সে।

স্টেশন থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলো কঙ্গো। নিজের গাড়িতে উঠে হাত ঝাপটা দিয়ে রেডিও-টেলিফোনের সুইচ অন করল। 'রোম থ্রি কলিং। রোম থ্রি কলিং। প্যাসেঞ্জার ট্রেনে উঠেছে…'

এসক্যালেটরের নিচে রানার সাথে দাঁড়িয়ে আছে অ্যান্থনি পল। জেনারেল তুর্গেনিভ আর রূপা কনকোর্স ধরে এগোচ্ছে, চোখের আড়ালে হারিয়ে গেল দু'জন।

একটা সিগারেট ধরাল পল। আড়চোখে একবার তাকাল রানার দিকে। দ্রুত চারদিকে চোখ বুলিয়ে পরিবেশটা দেখে নিচ্ছে রানা। ওদের পিছনে, স্টেশনের বাইরে, কর্নেল ও'হারার সাজানো দুর্ঘটনাটা এখনো শোরগোল সৃষ্টি করছে।

'খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে,' মৃদু গলায় বলল পল। সাধারণ একটা মন্তব্য, সুরে কোনো সহানুভূতি নেই।

'নিজের চরকায় তেল দাও,' রুক্ষ কণ্ঠে বলল রানা।

নিচের হলটা খালি হয়ে গেছে। সশস্ত্র পুলিশরা চলে গেছে। শেষ

আরোহীটিও নেমে পড়েছে এসক্যালেটর থেকে। ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরাল রানা। পলের দিকে তাকালই না, মন্থরগতি এসক্যা-লেটরে পা রাখল। একটু পর একা ওয়াগন-লিটে চড়বে পল।

এসক্যালেটর এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রানাকে। রেলিঙে একটা হাত রেখে সামনে তাকিয়ে আছে ও। কয়েক সেকেণ্ড পর কনকোর্স দেখতে পাবে, দেখতে পাবে জেনারেল আর রূপাকে। এই মুহূর্তে ওরা বোধ হয় টিকেট ব্যারিয়ার পেরোচ্ছে। ওপরে উঠে এসক্যালেটর থেকে ডান দিকে নেমে পড়ল ও। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, তারপর ডান দিকে এগোল কয়েক পা। সামনেই আরেকটা এসক্যালেটর, নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। জেনারেল তুর্গেনিভ আর রূপা এইমাত্র টিকেট ব্যারিয়ার পেরিয়েছে, দ্বিতীয় ওয়াগন-লিটের প্রবেশ পথের দিকে এগোচ্ছে তারা।

এসক্যালেটরের নিচে দাঁড়িয়ে শোল্ডার হোলস্টার থেকে এক ঝট-কায় নাইন এম এম ল্যুগারটা বের করে আনল অ্যান্থনি পল। হাত তুলে দ্রুত লক্ষ্য স্থির করল। পিস্তলটা লম্বা করা দু'হাতে ধরে গুলি করল সে। সাথে সাথেই শিরদাঁড়াটা পিছন দিকে বাঁকা হয়ে গেল রানার। এসক্যালেটরের ওপর পিঠ দিয়ে দড়াম করে পড়ে গেল ও। বার দুই লাফিয়ে উঠেই স্থির হয়ে গেল শরীরটা। সচল এসক্যালেটর ধীর গতিতে নিঃসাড় শরীরটাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিচের হলঘরের দিকে।

গুলির আওয়াজ শুনেই দাঁড়িয়ে পড়লেন জেনারেল তুর্গেনিভ। রূপাও বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু জেনারেলের হাত ছাড়েনি ও। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়েই দেখল, এসক্যালেটরে পড়ে থাকা রানার শরীরটা দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আহত পশুর মতো চাপা একটা শব্দ বেরিয়ে এলো রূপার গলার ভেতর থেকে। ব্যথা

পেয়ে মুখ বিকৃত করলেন জেনারেল তুর্গেনিভ, প্রচণ্ড শক্তিতে চেপে ধরেছে রূপা তাঁর হাতটা। দুর্বল, অসুস্থ বোধ করছে রূপা। পায়ে জোর পাচ্ছে না, ইচ্ছে হলো এখানেই বসে পড়ে। পাঁচ সেকেণ্ড পর নিজেকে সামলে নিল ও। ওর ট্রেনিংই ওকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে সাহায্য করল।

'মিঃ রানাকে ফেলে···

'হ্যাঁ,' শান্ত গলায় বলল রূপা। 'সোজা ট্রেনে চড়ব আমরা।' জেনারেলের হাত ধরে এগোল ও। ঝট করে মুখটা ঘুরিয়ে নিল বটে, কিন্তু জেনারেল দেখে ফেলেছেন, তার চোখ থেকে ঝর ঝর করে পানি ঝরছে।

দ্বিতীয় ওয়াগন-লিটের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে ছিল বেন, রূপাকে দেখেই শুরু করল সে, 'কি···' তাকে বাধা দিল রূপা।

'এখুনি আমার কথা বলা দরকার অ্যাডমিরালের সাথে···'

দ্বিতীয় স্লিপিং কারের এক মাত্র খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ আছে বেনের ওপর, কাজেই করিডোর থেকে একজন সাইফার অপারেটরকে ডেকে ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে বলল সে। তিন নম্বর কমপার্টমেন্টে অপেক্ষা করছিলেন অ্যাডমিরাল। জেনারেলকে নিয়ে রানা আর রূপা রওনা হবার কয়েক মিনিট আগে কর্নেল ও'হারার সাথে গোপন আস্তানা ত্যাগ করেছিলেন তিনি। আগেভাগে চলে আসার কারণ ছিল, স্টেশনের সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট চেক করা।

রূপার চেহারা দেখেই মুখের হাসি উবে গেল অ্যাডমিরালের। গদি মোড়া চেয়ার ছেড়ে সটান উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

'অ্যাডমিরাল! রানাকে ওরা গুলি করেছে···!' ফুঁপিয়ে উঠল রূপা। কিন্তু প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেলেও রিপোর্ট শেষ করার নিয়মটা

পালন করল ও। 'এসক্যালেটরের মাথায় ছিল ও।' টলে পড়ে যাচ্ছে সে।

জেনারেল তুর্গেনিভ হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললেন রূপাকে। টেনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেন একটা গদি মোড়া চেয়ারে।

'দরজাটা বন্ধ করুন।' চাপা গলায় বললেন অ্যাডমিরাল। 'বিশেষ সংকেত দিয়ে কেউ নক না করলে খুলবেন না।' দ্রুত, নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

রূপাকে ছেড়ে এগিয়ে গেলেন জেনারেল তুর্গেনিভ। দরজাটা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। দেখলেন, হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসনটা বের করে নিজের পাশে রেখে দিল রূপা।

'আমি ঠিক আছি,' রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলল রূপা। 'আরো একটা কাজ আছে আমার···'

এগিয়ে এসে রূপার পাশে বসলেন জেনারেল তুর্গেনিভ। কোমল গলায় বললেন, 'রাশিয়ায় আমরা বলে থাকি—চোখের জল সমস্ত উত্তেজনা ধুয়ে দেয়···'

'কই!' ধরা গলায় বলল রূপা, যেন নিজেকেই শোনাল কথাগুলো। 'আমি তো কাঁদছি না!'

রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে করিডোরে বেরিয়ে এলেন অ্যাডমিরাল। পিছনের ওয়াগন-লিট ছুটোর সমস্ত জানালায় পর্দা লাগানো রয়েছে, প্ল্যাটফর্ম থেকে ভেতরের কিছু দেখা যাচ্ছে না। দ্বিতীয় কোচের শেষ মাথায়, খোলা দরজার সামনে এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে বেন। 'রানা গুলি খেয়েছে,' তাকে জানালেন অ্যাডমিরাল। 'এখান থেকে নড়ো না,' দরজার দিকে বেনকে ঘুরতে দেখে আবার বললেন তিনি। 'ট্রেন ছেড়ে নামবে না কেউ।' ঠিক এই সময় ট্রেনে চড়ল

অ্যান্থনি পল, তার সাথে রয়েছে একজন সাইফার অপারেটার। একেবারে অ্যাডমিরালের সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা। নীরবে নিজের পরিচয়পত্র দেখাল অপারেটার অ্যাডমিরালকে।

'খবর শুনেছেন?' শান্ত ভাবে প্রশ্ন করল পল। 'মাসুদ রানা গুলি ..'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর গলায় বললেন অ্যাডমিরাল। 'কেমন আছে ও?' প্রশ্নটা করলেন অপারেটরের উদ্দেশ্যে।

'স্টেশনে সুইস রেডক্রসের একটা ঘাঁটি আছে, সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওঁকে,' আরো কি যেন বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল অপারেটর। দ্রুত একবার তাকাল বেনের দিকে। একটা ঢোক গিলল। তারপর সরাসরি অ্যাডমিরালের চোখে চোখ রেখে মৃদু গলায় বলল, 'খারাপ খবর আছে স্যার, অ্যাডমিরাল। আমি দুঃখিত। কর্ণেল ও'হারা জানিয়েছেন, মারা গেছেন মাসুদ রানা।'

নিজের অজান্তেই চোখ দুটো বুঁজে গেল অ্যাডমিরালের। প্রকাণ্ড শরীরটা টলে উঠল একবার। পরমুহূর্তে সামলে নিলেন তিনি। ইতিমধ্যে সরে গেছে সাইফার অপারেটর। চোখে অদ্ভুত এক কঠোর দৃষ্টি ফুটে উঠল অ্যাডমিরালের। পলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ঝাড়া পাঁচ সেকেণ্ড। তারপর আশ্চর্য ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইলেন, 'কিভাবে ঘটল? খুনী ধরা পড়েছে?'

'এখনো পড়েনি। গুলির শব্দ যখন হয় আমি তখন এসক্যালেটরের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সিঙ্গেল শট। কোত্থেকে কে গুলি করেছে আমি তা দেখিনি। স্টেশনের ভেতর-বাইরে সাইফার অপারেটর আর পুলিশে গিজগিজ করছে। স্টেশন থেকে বেরুবার সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছে ওরা। সার্চ অপারেশনের দায়িত্ব কর্ণেল ও'হারা নিজে

নিয়েছেন···

'বেনের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নাও তুমি,' নির্দেশ দিলেন অ্যাডমিরাল। 'বন্ধ করে দাও দরজা, কেউ যেন ভেতরে ঢুকতে না পারে।' বেনের দিকে ফিরলেন তিনি। 'তুমি আমার সাথে এসো। আমাদের কমপার্টমেন্টের বাইরে গার্ডের ব্যবস্থা করো। গভীর একটা শ্বাস নিয়ে তিন নম্বর কমপার্টমেন্টের দিকে ফিরে চললেন তিনি। কর্ণেল ও'হারার সাথে কথা বলতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে গেছে এদিকে। দরজার গায়ে সাংকেতিক শব্দ করতেই কপাট দুটো ফাঁক হলো একটু, বেরিয়ে এলো স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসনের কালো নল। অ্যাডমিরালকে দেখে দরজাটা পুরোপুরি খুলল রূপা। অ্যাডমিরালের মনে পড়ল, দরজা খোলার এই নিয়মটাও ঠিক করে দিয়ে গেছে রানা। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এলো তাঁর।

দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল রূপা। অ্যাডমিরালের মুখে কি যেন খুঁজছে তার ব্যাকুল দৃষ্টি। 'বেঁচে আছে?'

উত্তর দিতে চেষ্টা করলেন অ্যাডমিরাল। ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপল বার কয়েক, তারপর, হঠাৎ সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল। শিশুর মতো ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি। এবং এই কান্নার মধ্যেই আবিষ্কার করলেন, রানাকে যে তিনি এত ভালোবাসেন তা আগে বোঝেন নি কোনদিন।

উত্তর পেয়ে গেছে রূপা। ঠিক সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকলো সে। পাথর হয়ে গেছে। চোখে এক বিন্দু পানি পর্যন্ত নেই। শুকিয়ে গেছে সব।

স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন জেনারেল তুর্গেনিভ। অপরাধবোধে জড়সড় হয়ে উঠেছেন তিনি। ভাবছেন, রূপা নামের ওই মেয়েটা আমাকে এখন

ঘৃণা করছে। আমার জন্যেই তো মারা গেল তার মনের মানুষ।

যেন ওদের শোকে সহানুভূতি জানাবার জন্যেই মাথাটা নিচু করে নিলেন জেনারেল তুর্গেনিভ।

আটলান্টিক এক্সপ্রেস ছাড়তে যখন আর দু'মিনিট বাকি, এই সময় শেষ আরোহী ব্যস্ততার সাথে এগিয়ে এসে ট্রেনে চড়ল। লোকটার এক হাতে একটা ছোটো ব্যাগ, আরেক হাতে একটা ছড়ি। ছড়িটা তাকে হাঁটতে সাহায্য করছে। প্রায় ছয় ফিট লম্বা, কিন্তু সামনের দিকে ঝুঁকে থাকায় অতোটা বোঝা যায় না। পরনে ভারি একটা ফার কোট, মাথায় ছোট কার্ণিশের হ্যাট, সেটা আবার লাল পালক দিয়ে সাজানো। লোকটার মাথার চুল কটা রঙের, চোখে এক জোড়া বাই-ফোকাল চশমা। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে বটে, কিন্তু হাঁটার গতিটা অত্যন্ত দ্রুত। বোঝা যায়, লোকটার মধ্যে আশ্চর্য একটা ক্ষিপ্রতা আছে। বন্ধ দরজার গায়ে বসানো জানালার ফাঁক দিয়ে লোকটাকে দেখে তার বয়স আন্দাজ করল অ্যান্থনি পল, কম করেও ষাট। লোকটার দিকে দ্বিতীয়-বার তাকালই না সে।

তিন নম্বর ওয়াগন-লিট কোচে উঠল লোকটা। জন মিচেলের নামে একটা টিকেট বের করল সে। অ্যাটেনড্যান্ট তাকে ওই নামে রিজার্ভ করা একটা স্লিপিং কমপার্টমেন্টে নিয়ে গেল। অ্যাটেনড্যান্টের সাথে কোনো কথা না বলে ভেতর থেকে কমপার্টমেন্টের দরজা বন্ধ করে দিল জন মিচেল।

এক মিনিট পর রওনা হলো আটলান্টিক এক্সপ্রেস। একটা বো-বো একশো এগারো ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ ষোলো কোচের সাত-

শো টন ওজনের ট্রেনটাকে মিলানো সেন্ট্রালের বিশাল গম্বুজের নিচ থেকে টেনে বের করে নিয়ে গেল। উত্তর দিকে ছুটে চলল আটলান্টিক এক্সপ্রেস। স্টেশনের ঘড়িতে তখন বাজে কাঁটায় কাঁটায় এক হাজার সাতশো পাঁচ ঘণ্টা।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

আলোচনা

(আপনাদের প্রিয় আলোচনা বিভাগকে আরও সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে হলে এখানে শুধু রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলো-চনা, প্রশ্ন বা উত্তরই নয়, একঘেয়েমি-মুক্ত যে-কোন ধরনের বক্তব্য পাঠান ; এমন কি রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত সমস্যা ও সুরুচিপূর্ণ চুটকি (jokes) ও পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখবেন। পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না।

পত্র প্রেরক স্মরণ রাখবেন, অন্ততঃ এক হাজার চিঠি থেকে বাছাই করে প্রকাশের উপযুক্ত আলোচনা খুঁজে বের করে ছাপা হয় বড়জোর বিশ, ত্রিশ, বা চল্লিশটা চিঠি। ছাপা না হলে জানবেন মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরোন হয়ে গেছে—দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি দেবেন না। বিশেষ করে 'এটাই আপনার কাছে পঞ্চম ও শেষ চিঠি। আগামী আলোচনায় যদি এ চিঠি ছাপা না হয় তাহলে জীবনে আর কোনদিন সেবা প্রকাশনীর বই পড়ব না!'—এই জাতীয় চিঠি দিয়ে কাজীদাকে বিব্রত করা বা বাজে লেখা ছাপতে বাধ্য করার প্রয়াস শুধু অন্যায়ই নয়, এর প্রভাব আলোচনা বিভাগের জন্য অত্যন্ত ক্ষতি-কর, এবং গোটা পাঠকগোষ্ঠীর জন্য বিরক্তিকর হয়ে উঠতে পারে। প্রকাশযোগ্য চিঠি দিন, ছাপা হবে।—**জে. ম্যানেজার**)

আহামেদ নাওয়াজ ভূঁইয়া,
পোস্ট বক্স নং-৬৬৯৯, জেদ্দা, সৌদী আরব।

আমার এ চিঠিটা যদি আলোচনা বিভাগে ছাপা হয় তবে আনন্দের কথা, যদি নাও ছাপা হয় তবু কিছু আসে যায় না। আমার প্রধান উদ্দেশ্য একজন পাঠক হিসেবে আমার মতামতটা আপনাকে জানানো।

মাসুদ রানা সিরিজের প্রতিটি বই আমি পড়েছি একমাত্র "জাল" ছাড়া। রানা সিরিজের বইকে কতটুকু ভালবেসেছি তা বোঝানো সম্ভব নয়, তবে এতটুকু বলতে পারি, আমার মৃত্যু যেন আপনার মৃত্যুর পূর্বে হয়।

ধ্বংস-পাহাড় থেকে নিয়ে ব্ল্যাক স্পাইডার পর্যন্ত রানা সিরিজের বইগুলিতে অন্য ধরনের ইমেজ ছিল যেটা পরবর্তী প্রকাশিত বইগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে না, রানাকে তার মতিঝিলের বি, সি. আই-এর অফিসে দেখতে আমাদের ভাল লাগে (অবশ্যই ক্ষণিকের জন্য)।

সোহানা, রাহাত খান, সোহেল, সলীল, জাহেদ পরিবেষ্টিত রানাকেই আমরা ভালবেসেছিলাম। তারপর ধরুন আপনার আরেক অপূর্ব সৃষ্টি, রানা সিরিজের আনন্দদায়ক, বলিষ্ঠ কিন্তু সরল চরিত্র—গিলটি মিঞা, তাকে অনেকদিন ধরে পাচ্ছি না, "বিদেশী গুপ্তচর"-এ রানার পাশাপাশি গিলটি মিঞা কতটুকু আনন্দ দিয়েছে আমাদের তা আপনি বুঝতে পারবেন না, কেননা আপনি লেখক, পাঠক নন।

আসল কথা কি, শুকনো রুটি দিয়েও ব্রেকফাস্ট সারা যায়, কিন্তু রুটির সাথে যদি মাখন, জেলী, চীজ এবং ডিম থাকে তবে স্বাদ বদলে যায়।

অর্থাৎ রানাকে একা দেখলেও বই পড়বো, পড়তে বাধ্য, কেননা জীবনের একটা দিক রানা দখল করে নিয়েছে, কিন্তু যদি রানার সাথে

সাথে রাহাত খান, সোহানা, সোহেল, সলীল, জাহেদ এবং গিলটি মিঞাকে পাই তবে গল্পের স্বাদ বেড়ে যায় কয়েকশো গুণ।

অনেক লিখে ফেললাম, না লিখেও পারি না, কেননা Life's another name is Rana.

সবশেষে ছোট একটা প্রশ্নঃ আপনার প্রকাশনীতে কি পোস্টের মাধ্যমে বিদেশে বই পাঠাবার বন্দোবস্ত আছে?

* আছে। সেগুনবাগান প্রকাশনীর নামে টাকা পাঠালে খাতায় জমা করে আপনাকে গ্রাহক করে নেয়া হবে—টাকা ফুরিয়ে এলে জানানো হবে। এতে বইয়ের চেয়ে পাঠানোর খরচ পড়ে অনেক বেশি।

সাজ্জাদ হোসেন,
৪৪, উত্তর গোড়ান. খিলগাঁও, ঢাকা-১৯

সেবার কিছু পুরনো বই ঘাঁটতে গিয়ে দেখলাম, কিছু বইয়ের পরিচিতিতে লেখা আছে "যন্ত্রস্থ," যেমন, কলঙ্কিনী (যন্ত্রস্থ), মৃত্যুদুত (যন্ত্রস্থ), এই যন্ত্রস্থ কথাটির অর্থ ঠিক বুঝলাম না।

* 'ছাপার কাজ চলছে' বোঝাতে ওই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

বন্যা রশীদ
বর্ষিজুড়া-মৌলবীবাজার, সিলেট

ষাট দশকে যখন স্কুলে পড়তাম, তখন হতে আপনার সেবা প্রকাশনীর বইয়ের নিয়মিত পাঠক আমি। বর্তমান দশকে আপনার বইগুলোর দাম যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সত্যি ভয় লাগে। তার উপর কোন বই প্রকাশ হওয়ার ৩/৪ দিন পর লাইব্ররীতে গিয়ে বইটি চাইলে উত্তর পাওয়া যায় মাত্র ১০/১৫ কপি এসেছিল শেষ হয়ে গিয়েছে। তখন বইটি কর্জ করে পড়তে হয়। সিলেট জেলার মৌলবীবাজারে অবস্থিত শ্রীলক্ষ্মী লাইব্রেরীতে গিয়ে সেবা-র যে কোন বই চাইলে উত্তর

পাওয়া যায় "নাই"।

মৌলবীবাজারে সেবার বইয়ের পাঠক পাঠিকা কত তা হয়তো আপনাদের অজানা, তাই বলে, ১০/১৫ কপি বই পাঠিয়ে আপনারা কি আমাদের মধ্যে মল্লযুদ্ধ করাতে চান? যেখানে ৪০।৫০ কপি সহজে চলে সেখানে ১০।১৫ কপির অর্থ কি? একটা বইয়ের জন্যে আমরা সিলেট পর্যন্ত দৌড়াই বা লোকের কাছে হাত পাতি···কিন্তু কেন? যেখানে ন্যায্য মূল্য দিয়ে বই ক্রয় করবো সেখানে হাত পাতবো কেন? আমাদের সাথে এরূপ খেলা করার জন্য দায়ী কে আপনি, সেবা প্রকাশনী, না লাইব্রেরী?

কাজীদা! এর একটা সমাধান করে দিন, যাতে আমরা নিয়মিত বই পাই এবং হাত পাততে না হয়। নতুবা আপনারা সরাসরি পাঠক পাঠিকাদের কাছে বই পাঠাবার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

* আপনার অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর এবং গুরুত্বপূর্ণ, কাজেই আমার বক্তব্য কিছুটা বড় হবে। বইয়ের দাম সম্পর্কে আমার বলবার কিছুই নেই—সব কিছুরই দাম বেড়েছে, সেবা-র বইয়েরও। কিন্তু দেখা যাচ্ছে দামটা ভীতি ও উদ্বেগের কারণ হলেও আপনার আসল সমস্যা বই পাওয়া নিয়ে। আপনার শহরে বই পৌঁছার সাথে সাথেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, আপনি গিয়ে আর পাচ্ছেন না। এই একই অভিযোগ আমরা দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে পেয়েছি। ব্যাপারটা হচ্ছে যে-কোন লাইব্রেরী বা বুকস্টলে অর্ডার মোতাবেক বই পাঠাই আমরা, নিজেদের ইচ্ছেমত নয়। তার মানে, চাহিদা আঁচ করতে পারেন না বলে কম করে, অর্থাৎ ৪০।৫০ কপির জায়গায় ১০।১৫ কপির অর্ডার দেন অনেক লাইব্রেরী। এতে আর্থিক দিক থেকে তাঁরা নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তবু তাঁদের সান্ত্বনা: লাভ কম হলো বটে, কিন্তু খুব কম সময়েই এসে

গেল লাভটা। কিছু বই বিক্রি না হলে আটকে যেত লাভ। বিক্রি না হলে বই ফেরত নেয়া হবে, এরকম সুযোগ রয়েছে তাঁদের, তবু সাহস করে বেশি বই অর্ডার দিতে পারছেন না তাঁরা। এমতাবস্থায় আপনাদের একমাত্র উপায় হচ্ছে সেবা প্রকাশনী থেকে সরাসরি বই নেয়ার ব্যবস্থা করা। অনেকেই গ্রাহক হয়ে গেছেন। এতে খরচ কিছুটা বেশি পড়ে। নিয়মাবলীর জন্যে জে· ম্যানেজারকে লিখতে পারেন। আপনি দোকানে গিয়ে নিরাশ হচ্ছেন, মল্লযুদ্ধের সম্মুখীন হচ্ছেন, হাত পাততে বাধ্য হচ্ছেন, কিম্বা সিলেট পর্যন্ত দৌড়াচ্ছেন—এর কোনটাই আমাদের কাম্য নয়। আমরা দুঃখিত।

মোঃ আক্তার হোসেন চৌধুরী।

আনছার স্থ ষ্টোর। ২৫, বি, রাজগঞ্জ, কুমিল্লা।

এতদিন জানতাম সেবা প্রকাশনীর বই শুধু অবসরের সঙ্গী। কিন্তু এখন দেখছি শুধু তাই নয়, সেবা প্রকাশনী একটা শিক্ষণীয় ভূমিকাও পালন করছে। যেমন "বারমুডা ট্রায়াঙ্গল," "উড়ন্ত সসার," ও সদ্যপ্রকাশিত "ভিন গ্রহের মানুষ"। এই বইগুলি পড়লে বিস্ময়ে বোবা হয়ে যেতে হয়। আশা করি ভবিষ্যতে এমন বই আরও উপহার দেবেন।

* আশা রাখি।

দেলু

স্টেশন রোড, নান্দিনা, জামালপুর।

ইউনিভার্সাল আর্মস কর্পোরেশন থেকে "এ, এ, আর,"-এর নামে সাঁইত্রিশটা শেল কিনেছে কবীর চৌধুরী, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে 'কুইক ডেথ' ভর্তি শেল আছে তা জানার কথা নয় তার। কুইক ডেথের কথা বাইরের কেউ জানে না। মেটাল ক্যানগুলোতে "লক্ষ-কোটি মানুষের অনিবার্য ধ্বংস লুকিয়ে আছে"-এ তথ্য কবীর চৌধুরী কিভাবে জানল

বুঝতে পারলাম না। অবশ্য প্রেতাত্মা-২ এর কোন এক জায়গায় বলা হয়েছে যে—"ট্রুথ সেরাম ব্যবহার করে অ্যাডমিরাল ডেনটন স্কটের কাছ থেকে কুইক-ডেথের রহস্য জেনে নিয়েছে কবীর চৌধুরী"। কিন্তু সে কখন এবং কিভাবে অ্যাডমিরাল স্কটের উপর 'ট্রুথ সেরাম' ব্যবহার করল একটু বুঝিয়ে বলবেন কি ?

* ঘটনাটা আরও একটু পরিষ্কার করে লিখলে বোঝার সুবিধে হতো। কিন্তু ওদিকে কাহিনী ঝুলে পড়বে বলে ইঙ্গিতে সারা হয়েছে। আসলে রানার প্রতিটি মুভমেন্ট সম্পর্কে খবর রাখে কবীর চৌধুরী। ওর সাম্প্রতিক কার্যকলাপের রিপোর্ট পেয়ে সে বুঝেছে, কিছু একটা ঘনিয়ে তুলেছে রানা ; জেনেছে, অ্যাডমিরাল ডেনটন স্কটের সাথে রানার ঘনিষ্ঠতার কথা। ফলে জাহাজ থেকে হেলিকপ্টার নিয়ে গিয়েছিল সে হাসপাতালে [পৃঃ ৭৮-এর প্রথম তিন লাইন]। তারপর [পৃঃ ৮৭-র শেষ তিন লাইন] মেসেজ পাঠিয়েছে রানাকে।

শাহজাহান সিরাজ মিঠু
শাহেরা মঞ্জিল (শান্তি নগর) জয়পুরহাট, বগুড়া

আমি মাসুদ রানার নিয়মিত পাঠক। মাঝখানে কিছু দিন মাসুদ রানার নিকট থেকে দূরে থাকার পর পুনরায় তাকে গলাধঃকরণ শুরু করেছি। সম্প্রতি—বিষ নিঃশ্বাস (১,২) পড়ে খুব আনন্দ পেলাম। বিশেষতঃ শিবানী চরিত্র অতুলনীয়। এমন নারী চরিত্র ইতিপূর্বে আর কোন রহস্য বইতে দেখা যায়নি। তবে শিবানীকে হিংস্র ও সাহসী দেখাতে গিয়ে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের সাথে পুরুষের বেশে লড়াই করার ঘটনাটি এড়িয়ে গেলে ভাল হতো। ভবিষ্যতে মাসুদ রানার নতুন চমক নিয়ে রচিত কাহিনী আশা করছি।

রাজা আহম্মেদ
সৈয়দপুর, রংপুর

হেলিকপ্টার থেকে লাফ মেরে যদি কবীর চৌধুরী বাঁচতে পারে তবে 'অনীতা' কেন বাঁচবে না ? হ্যাঁ, অন্ততঃ একবারের জন্য হলেও রানার পাশে চাই অনীতাকে। ও যে রানাকে বড্ড ভালবাসতো !!

* সত্যিই। খুবই ভালবাসতো মেয়েটা রানাকে।

বজলুর রহমান ফারুক
৩৬/৮এ, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-৫

কলম হাতে নিয়েছি বেশ কিছুক্ষণ আগে। এক-নাগাড়ে ভেবেছি বেশ কিছুদিন। কি লিখবো ? মনের মাঝে জমে থাকা এতো কথা অল্প কয়েকটা শব্দে সারবো কেমন করে ?

তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি। বড় বোনের টেবিলে দেখি কুয়াশা ১৬ ও ১৭, ওর বান্ধবীর। অসুস্থ ছিলাম তখন। তাই সাথে সাথে বই নিয়ে বিছানায়··· হ্যাঁ, এভাবেই মাঝের দিক থেকে আপনার কলমের সাথে পরিচয়। বই দুটো পড়া শেষ হতেই মাথায় ভূত চাপলো, আব্বা টিফিনের জন্য যে পয়সা দিতেন তার সামান্যতম অংশও আর সহজে খরচ করতাম না, একটা কুয়াশার দাম হয়ে গেলেই সোজা লাইব্রেরী। আব্বা ধরতে না পারলেও আম্মা পেরেছিলেন—রোজ 'শুকনো মুখে' বাসায় ফেরা এবং কয়েকদিন পর পর নতুন সব বই কেনা, চেপে ধরতেই স্বীকার গেলাম। কিছু বলেননি উনি, 'বদ্-অভ্যাসটা' ওনার কাছ থেকেই বোধ হয় পাওয়া। ···আজ দীর্ঘ বারো বছর পর অখণ্ড অবসরের বিরক্তিকর জ্বালায় আবার সেই বইগুলো নিয়ে বসলাম, কুয়াশা এক থেকে চুয়াত্তর। যেন মুহূর্তের মধ্যে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ফিরে গেলাম সেই অতীতে—কৈশোরে,···'কুয়াশা'কে হিমাগার থেকে কোন-

দিন বের করবেন ?

কুয়াশা 'ধরার' বছর তিনেক পরই মাসুদ রানার পেছনে ছুটি। অ্যাডভেঞ্চার চিরদিনই আমার প্রিয়, কুয়াশার অ্যাডভেঞ্চারিজম মাসুদ রানাতে এসে যেনো পরিপূর্ণতা লাভ করলো। এখানে বলে রাখি, মাসুদ রানা পড়ি শুধুমাত্র বই পড়ার উদ্দেশ্যেই নয় ; নতুন কিছু জানা এবং রানার চারিত্রিক গুণাবলী অনুভব করবার জন্যই মূলতঃ এই তীব্র আকর্ষণ। বোধহয় মনের মাঝে ঘুমিয়ে থাকা কিছু স্বপ্নও কথা বলে উঠতে চায়।

একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, কাজী ভাই, রানার জীবনের অসংখ্য প্রেমের মাঝে মাত্র দুটো প্রেম আমাকে নাড়া দিয়েছে প্রচণ্ডভাবে। জি—সবিতা আর রেবেকার কথাই বলছি। অদ্ভুত সব মিল ওদের দুজনের ভাগ্যে। ওরা দুজনই বড় লোকের একমাত্র মেয়ে। দুজনই রানাকে পায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায়। উভয়েই মারা যায় নৃশংসভাবে। শুধু পার্থক্য সবিতা আর রেবেকার বড়লোক বাবার চারিত্রিক ও সামাজিক অবস্থানে। একই পার্থক্য ওদের মেয়েদের বেলাতেও, সবিতা সদ্য-প্রস্ফুটিত গোলাপ কুঁড়ির মত সরল, কোমল ও নিষ্পাপ চরিত্রের অধিকারী। আর রেবেকার ইস্পাতের মত চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং শেষ পর্যন্ত রানাকে বাঁচাবার আকুল প্রচেষ্টা আমাদের বিমোহিত করে। রানার সেই অপ্রস্ফুটিত স্বপ্ন "··· জোনাক জ্বলা রাত, ঝুল বারান্দায় ফুরফুরে বাতাসের মধ্যে বসে আছে ও আরাম কেদারায়, পাশে রেবেকা, চাঁদের দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে আছে ··" (প্রতিদ্বন্দ্বী-১,পৃঃ ১৩৬) কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমাদের থামিয়ে দেয়, বোধকরি সবিতার মাঝে রানা যে স্বপ্ন দেখেছিল, রেবেকার মাঝে তার পূর্ণতা চেয়েছিল ও। কিন্তু হয়নি কিছুই, ভালোই লাগে এই চাওয়া-পাওয়ার চিরন্তন খেলা, আবার

মনটা খারাপও হয়ে যায়। আসলে বাস্তব জীবনের আশা-আকাঙ্খা এবং সাফল্য-ব্যর্থতার সাথে রানার মিল আমরা খুঁজে বেড়াই বলেই তো রানা সবার ঘরে ঘরে (এবং মনে মনে)।

ভালো কথা, আমার মাধ্যমে আম্মা আপনাকে ধন্যব্যদ ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বিশেষ করে 'সতর্ক শয়তান' এবং 'প্রেতাত্মা-১ ও ২'-এর জন্য। এখন রানা ধীরে ধীরে ওনারও অবসরের সাথী হয়ে উঠেছে।

* সুন্দর চিঠিটির জন্যে ধন্যবাদ। আপনার আম্মাকে আমার সালাম জানাবেন।

হাবুল, কাক্কা, রকিব
কমলাপুর [লালের দোকান] ফরিদপুর।

আমাদের পরিবারে মাসুদ রানার ভক্ত হিসেবে ৬১ বৎসর বয়স্কা আমার এক আপন দুলাভাই এর আম্মা [এখানেই থাকেন] থেকে শুরু করে ভাই, ভাবী, মামা, দুলাভাই, বোন, চাচা, আব্বা, আম্মা, ভাগ্নে, চাচাতো ভাই, বোন, লজিং মাষ্টার, আমরা ও আমাদের গোটা সাতেক বন্ধু হয়ে সর্ব কনিষ্ঠ ১৩ বৎসর বয়স্কা ছোট বোন স্বপ্না পর্যন্ত সবাইকে এক বাক্যে ধরা যায়। বই-এর ক্রেতা সাধারণতঃ বড় ভাই। আবার অনেকে অনেক সময় ঝামেলা বাঁচাতে কিম্বা ধৈর্যচ্যুত হয়ে নিজ খরচে কিনে ফেলেন। এতগুলো হাত ঘুরে বইকে মুমূর্ষু অবস্থায় বুক সেলফ-এ ঢুকতে হয়। অবশ্য এই হাত ঘোরার সময় আগে পড়া নিয়ে যে কত লুকোচুরি, ঝগড়া ফ্যাসাদ···না থাক, এটা ফ্যামিলী সিক্রেট।

* তোমাদের গোটা পরিবারটিকে আমার ভাল লাগলো।

আশীষ ঘোষ
জামতলা, সিলেট।

সেদিন হাইজ্যাক-১, ২ পড়া শেষ করলাম। রবিন ও সিনোরিটা

বেনেদেতার চরিত্র খুব ভাল লেগেছে। বেচারা রবিনের জীবনট সত্যই দুঃখময়। ওর দুঃখ কিছুটা লাঘব হতো যদি বেনেদেতা ওকে আপন করে নিতো। বেনেদেতা কি শেষ পর্যন্ত রবিনকে তার ভুলের জন্য ক্ষমা করেছিল?

* করেছিল মানে? একেবারে পাগল হয়ে উঠেছিল ক্ষমা করার জন্যে!

বাপ্পি ও পলাশ,
ঝাউতলী, কুমিল্লা।

আমরা দুই বন্ধু,
পড়ি মাসুদ রানা।
রানা বুক ষ্টলে,
করি আনা গোনা।
মাসুদ রানা হাতে পেলে
নাই খানা-পিনা।
আপনাকে ধন্যবাদ
মাসুদ রানা জিন্দাবাদ।

ফরহাদ, মান্নান, টিটো,
শ্রীমঙ্গল, সিলেট।

'বিষ-নিঃশ্বাস' বই দুটো এক নিঃশ্বাসে পড়ে উঠলাম। অনেকগুলো বিদেশী অ্যাসাইনমেন্টের পর রানাকে একটা দেশী অ্যাসাইনমেন্টে দেখতে পেয়ে সত্যি বলতে কি খুব ভালো লেগেছে।

এদেশী পটভূমিতে রচিত বইটিতে আমাদের দেশের রাজনৈতিক, অথবা অর্থনৈতিক তথা সামগ্রিক অবস্থাদির কথা তুলে ধরায় আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

সুন্দর প্রচ্ছদ উপস্থাপনের জন্য শাহাদত চৌধুরীকে জানাই অভিনন্দন।

গুলজার আহমেদ,
বি. ও. এফ. ঢাকা।

মাসুদ রানা আমার অবসর বিনোদনের অন্যতম সঙ্গী। কিন্তু একটি বিষয়ে আমি দারুণভাবে আতংকিত। রানার বেশ কয়েকটি ব্যাপারে আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠি। এবং তা বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করি। যেমন :—

কবীর চৌধুরীর উপস্থিতিতে—জংলী নৃত্য, রাহাত খানের সামনে রানার দুরবস্থায়—আপন মনে মুচকি মুচকি ও ফিক্ ফিক্ হাসি, সোহানার বাড়াবাড়িতে—প্রচণ্ড রাগে গালিগালাচ, রানা কর্তৃক শত্রু নিধনে—সোৎসাহে প্রচণ্ড চিৎকার ও হুংকার প্রভৃতি। আমি এখন তরুণ। কিন্তু ভাবছি যখন দুই সন্তানের বাপ হবো তখন উল্লিখিত অভ্যাসগুলি পরিলক্ষিত হলে বউ, ছেলেমেয়েরা ভাববে কি?

* সত্যিই তো! মহা সমস্যা!

আশেক
১২৫, সৈয়দ আমীর আলী হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ধন্যবাদ। প্রেতাত্মা-২-এ সোহানাকে ফিরে পেয়েছি। 'পালাবে কোথায়' বইটিতে সোহানাকে নিয়ে খুবই চিন্তায় ছিলাম। সোহানাকে আমি ভালবাসি। আমার স্বপ্নের রাণী সোহানার কোন প্রকার ক্ষতি হলে আপনার মৃত্যু অনিবার্য। এবং সে মৃত্যুকে একমাত্র আমি ছাড়া কেউই রোধ করতে পারবে না। কোন সময় যদি সোহানার ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয়, তবে আপনি খালিহাতে চলাফেরা করবেন না।

এস, জি, মুহাম্মাদ (আলম)
টুইন-হাউস, হোসনা, কুমিল্লা।

"ধ্বংস পাহাড়" থেকে "প্রেতাত্মা" পর্যন্ত আঠার মত লেগে আছি, আমার বিশ্বাস এদেশে আমার মত তরুণ সাহিত্য রসিকদের আপনি হিপনোটাইজ করেছেন।

* দূর, ও বিদ্যে আমি জানিই না।

মোহাম্মদ শাহ্জাহান,
মেসার্স সোফিয়া মেডিক্যাল ষ্টোর্স, পোঃ বোদা, দিনাজপুর।

রকিব হাসানের "ড্রাগস" পড়লাম। দেশীয় পটভূমিতে রচিত বইটির কাহিনী খুবই ভালো লেগেছে। কাহিনীটি লেখকের নিজের না বিদেশী কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে? ক্রিমিনাল হলেও নায়লা শিকদারের মৃত্যুটা কেন যেন খারাপ লাগলো। রকিব হাসানকে আমার ধন্যবাদ দিবেন এরকম একটি সুন্দর বই উপহার দেয়ার জন্য।

* বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে। ধন্যবাদ জানিয়ে দিলাম।

সামসুন্নাহার (রোজী)
পাটিকাবাড়ি, কুষ্টিয়া।

প্রেতাত্মা (১ ও ২) পড়লাম, ১ পড়ে প্রথমে কিছু বুঝতে পারিনি, পরে আরো একবার পড়লাম, এবং প্রেতাত্মা-২ পড়ে সব কিছু পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, বই দুটো ভালই লেগেছে, তবে যে জন্য আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেটা হলো এই বইতে আবার হাসি খুশি মুখে "সোহানাকে" দেখে, কি যে খুশী হয়েছি সোহানাকে পেয়ে সেটা ঠিক লিখে বোঝাতে পারবো না। আপনি এক অদ্ভুত মানুষ। কি করে যে আমাদেরকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন। (পালাবে কোথায়) ভাবলাম সোহানাকেও বুঝি শেষ করে দিলেন, কিন্তু এখন দেখছি সোহানা ভক্ত-

দের আপনি নিরাশ করেননি। সেজন্য আপনাকে আরও একবার ধন্য-বাদ জানাচ্ছি। তবে রানার চির প্রতিদ্বন্দ্বী কবীর চৌধুরীকে পালাতে দেখে অবাক হয়েছি, কবীর চৌধুরীকে শেষ করে নতুন কাউকে আনুন। সব শেষে প্রেতাত্মার, মত বই উপহার দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

কে. এম. ইকবাল (স্বপন),
বি. এম. বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, স্নাতক শ্রেণী (বিজ্ঞান), বরিশাল।

সালাম বাদ সমাচার ক'দিন পুর্বে টার্গেট নাইন-১ ও ২ পড়লাম। খু-ব ভাল লাগলো বই দুটি। সুফিয়ার আবির্ভাব সত্যি ভীষণ আনন্দ দিয়েছে। সেই সঙ্গে "বিল"-এর চরিত্রটি অনেক দিন মনে থাকবে।

সুন্দর প্রচ্ছদ উপহার দেয়ার জন্য শাহাদত চৌধুরী সাহেবকে আমার ধন্যবাদ পৌঁছে দিবেন।

* দিলাম।

গাজী মুরাদ আলী,
বারাকপুর, খুলনা।

ক্লাস এইট থেকে 'মাসুদ রানা' পড়ছি। আমি বর্তমানে এইচ, এস, সি, ক্লাসের ছাত্র। মাসুদ রানা ভাল লাগে তাই মাসুদ রানার প্রতিটা বই পড়ি। 'মাসুদ রানার' সবচেয়ে ভাল লেগেছে 'আই লাভ ইউ, ম্যান'। আই লাভ ইউ, ম্যানে রডরিকের মৃত্যুতে শোক বেদনায় মুহ্য-মান হয়ে পড়েছিলাম। কি ভয়ংকর তার মৃত্যু! কি বিষাদ! কি বেদনা!

মোঃ মোস্তফা আনোয়ার (মিরু মাস্তান),
২০৬ মধ্য বাসাবো, ঢাকা- ৪

আপনি প্রত্যেকটি বইতে লেখেন, "সিরিজের অন্যান্য বই পড়া না থাকলেও ক্ষতি নেই" কিন্তু আমার যে প্রতেকটি পড়া আছে, তাহলে আমার কি ক্ষতি হবে?

* আর হবে না, ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে।

।শীর চৌধুরী,
কাকলী পাঠাগার, গোয়ালচামট, ফরিদপুর।

'তীরবেগে নেমে যাচ্ছে ধ্বংসের বীজ ভর্তি কুইক ডেথ শেল প্রজেক্টাইল। হাঁপ ছাড়লেন হোয়াইট হাউসের দর্শকবৃন্দ।' সেই সাথে হাঁপ ছাড়লাম আমরাও। সাংঘাতিক উত্তেজনার মাঝে 'প্রেতাত্মা' শেষ করলাম। রানা সিরিজের আর কোন কাহিনীতে সম্ভবতঃ আমি এতটা উত্তেজিত হইনি। কাহিনীর তীব্র গতিশীলতা যে-কোন পাঠককেই শিহরিত করবে।

অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, রেজনিক এবং সর্বোপরি রানার অসীম দুঃসাহসে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। এতটা সাহসিকতার পরিচয় আর কখনও দিতে পারেনি রানা। আর এত বলিষ্ঠ কাহিনীও এর আগে উপহার দিতে পারেন নি আপনি।

✽ ধন্যবাদ।

ওয়াহুদ আহমেদ (বাবুল),
কর্ণফুলী কলেজ, চন্দ্রঘোনা।

"পাওসী" প্রকল্পে পাঁচ দিন প্রশিক্ষণের জন্য রাঙামাটি গিয়েছিলাম, আমাদের সাথে প্রশিক্ষণে যোগ দিতে এসেছিল স্থানীয় রাঙামাটির কিছু উপজাতীয় ছেলেমেয়ে, প্রশিক্ষণ চলাকালীন উল্কা ত্রিপুরা নামে একটি মেয়ের প্রতি দৃষ্টি পড়তে দেখলাম ক্লাসে বসে নীরবে "মাসুদ রানা" সিরিজের প্রেতাত্মা-২ এক মনে পড়ে যাচ্ছে। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি বুঝি মাসুদ রানা সিরিজের ভক্ত?' ওমা! মেয়েটির দেমাক কত! আমার কথায় কোন কর্ণপাতই করল না। কাজী দা, আমি উল্কা ত্রিপুরা নামের ঐ মেয়েটিকে জানাতে চাই যে আমিও রানা সিরিজের একজন ভক্ত।

* সামনাসামনি বলার সাহস হয়নি বুঝি ? ঠিক আছে—এই যে, মেয়ে···কি নাম যেন, উল্কা ত্রিপুরা, আপনি একাই নন, আমাদের ওয়াহুদ আহমেদ বাবুলও কিন্তু মাসুদ রানার ভক্ত। ওকে যা-তা মনে করবেন না। হুঁ !

নিনা,
রংপুর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, রংপুর।

খোদার অশেষ মেহেরবানীতে শেষ পর্যন্ত যাই হোক সোহানা বেঁচে গেল। সোহানার এই বেঁচে যাওয়াতে সোহানা নিন্দুক সিলেট ২৫২ লামাবাজারের জাহেদ আবদুল্লা সাহেবের অনুভূতি জানতে খুব ইচ্ছে করছে !

* আপনারা কি এখন পর্যন্ত ঝগড়া চালিয়েই যাবেন ?

হারিছ মোহাম্মদ (শ্রাবণ)
প্র/ হারিছ বুক হাউস পোঃ শীলমুরি, কুমিল্লা

আমি সেবার একনিষ্ঠ পাঠক। এবং বই বিক্রেতাও। নতুন বই হাতে আস্লে শেষ না করে ছাড়তাম না। ইদানিং চোখে রোগ দেখা দিয়েছে। তা হলোঃ ( ) বই পড়ার সময় ঝাপসা দেখি (২) চোখ দিয়ে পানি আসে। (·) বইয়ের ৩০/৪০ পৃষ্ঠা পড়ার মধ্যেই ঘুমিয়ে যাই। কেন এমন হলো বলতে পারেন, কাজী দা ?

* হয় আপনার চোখ, নয় আমাদের লেখা খারাপ হয়ে গেছে।

আঃ মু'হিত
২/৭ সরকারী কলেজ ছাত্রাবাস, সিলেট।

বহু দিন পর পাঠকগণকে একটি অমূল্য বই উপহার দিলেন। 'সঠিক নিয়মে লেখা পড়া' বইটি নিঃসন্দেহে একজন সাধারণ ছাত্রকে একটানে তুলে আনতে পারে একজন ভাল ছাত্রের পর্যায়ে, বইটির প্রতিটি জিনিস, প্রত্যেক ছাত্রের মনের জিজ্ঞাসানুরূপ হয়েছে। আত্ম উন্নয়নমুলক বই

গুলির মধ্যে—এ বইটি আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে—যা পড়ে আমি প্রচুর উপকার পেয়েছি। সে জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। প্রচ্ছদ শিল্পীকেও ধন্যবাদ জানাবেন।

❊ আচ্ছা। চিঠির জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ।

খোকা
উত্তর মৈশুণ্ডী, টিপু সুলতান রোড, ঢাকা

নীরস বিষ নিঃশ্বাসের পর সুন্দর হৃদয়গ্রাহী জমজমাট কাহিনী প্রেতাত্মা উপহার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। বই দুইটির প্রতিটি পাতায় ছড়িয়ে আছে শ্বাসরুদ্ধকর রোমাঞ্চ।

ইদানীং মাসুদ রানার কিছু কিছু বই ছাপা না থাকার দরুন পাওয়া যাচ্ছে না। এমনি কিছু বই পিশাচ দ্বীপ, সাগর-সঙ্গম, ভারত নাট্যম, বিস্মরণ প্রভৃতির নূতন সংস্করণ কামনা করি। কারণ বইগুলো এখনো পড়া হয়নি।

❊ পুনর্মুদ্রণ চলছে। পিশাচ দ্বীপ, ভারত নাট্যম ও সাগর-সঙ্গম-১ তৈরি হয়ে গেছে, বাকিগুলোও শীঘ্রিই পাওয়া যাবে। প্রেতাত্মা ভাল লেগেছে জেনে সুখী হলাম।

অপরূপা
গেণ্ডারীয়া, ঢাকা-৪

বিষ নিঃশ্বাস ১, ২ পড়ার পর প্রেতাত্মা বেরুলে অভ্যাস অনুযায়ী প্রথম পৃষ্টার কিছু পড়ে শেষ পৃষ্ঠায় চলে গেলাম। দেখলাম "পরমুহূর্তে কিচেন রুমের ভেতর যেন নরক ভেঙে পড়ল। জ্যাকেটের নিচ থেকে কোল্টটা বের করেই গুলি করল রানা, কিন্তু শীলাও এক মুহূর্ত দেরি করেনি। একই সাথে গুলি করেছে ওরা দুজন।" এতটুকু পড়েই আমার কাজ সারা। ভয়ে ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়লাম, কি কথায় আম্মাকে

বল্লাম, দ্বিতীয় বই না আসা পর্যন্ত প্রথমটা পড়ব না। কারণ, শীলার গুলি যদি রানার গায়ে লেগে থাকে? সান্ত্বনা দিয়ে আম্মা বললেন, "শীলার গায়েই লাগবে।" আমি তো ভেবেই নিয়েছি রানার গায়ে লাগবে। তারপর প্রতীক্ষায় রইলাম দ্বিতীয়টির। -৫-৮১ তারিখে 'রোববারে' দেখলাম প্রেতাত্মা ২। মনটা নেচে উঠল। কিন্তু এনে দেবে কে, ভাইয়া যে ঢাকার বাইরে। ভাগ্য ক্রমে ভাইয়া ১০-৫-৮১ এসেই জানতে চাইলেন দ্বিতীয় নম্বর বের হয়েছে কিনা। হয়েছে জেনে বললেন, "কালই আনব কিনে" প্রেতাত্মা-২ পর দিন আসবে শুনে খুব খুশী লাগল। ২ নম্বর বের না হওয়া পর্যন্ত ১ নম্বর বইটি কাউকে দেইনি। কাজেই পর দিনই শুরু করলাম। রাতে ভাইয়া বই হাতে বাসায় এলেন। প্রথমেই দেখলাম রানা বেঁচে আছে কিনা, বেঁচে আছে জেনে প্রথমটির শেষেই দ্বিতীয়টি নিলাম। সে রাত গল, শেষ হল না, আজ দুই ঘন্টার মধ্যে গোসল ভাত খাওয়া বাদ দিয়ে বই শেষ করলাম। এত ভাল আর এত উত্তেজনা পূর্ণ বই যে তার বর্ণনা দেবার মত যথেষ্ট ভাষা আমার জ্ঞানের ভাণ্ডারে নেই। তবে এতটুকু বলব, আক্রমণ ১, ২, এবং প্রেতাত্মা ১, ২ এর মত এত উত্তেজনা এত টেনশন এত আনন্দ কোন বইয়ে পাইনি। আক্রমণ ১ ২ এবং প্রেতাত্মার (বিশেষ করে আক্রমণ ১,২) প্রতিটি ঘটনা প্রতিটি দৃশ্য আমার চোখে ছবির মত ভেসে উঠেছে। মনে হয়েছে আমি যেন সেখানে উপস্থিত। রানার দের হলে অথবা বিপদ হলে মনে হয় আমি উপস্থিত, অথচ কিছুই করতে পারলাম না। নিরুপায় অবস্থায় পড়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।

চিঠিটিকে আরো বড় করার ইচ্ছা নেই। আপনার নিকট আমার প্রাণ ঢালা শুভেচ্ছা পৌঁছলেই আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

❋ সুন্দর চিঠিটির জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার মধ্যে প্রিয়-জনকে আগলে রাখার যে-রকম প্রবণতা দেখছি, আমার বিশ্বাস, আপনি খুব ভাল গৃহিনী ও মা হবেন। দোয়া রইলো।

রানা-৯৩

দুই খণ্ডে সমাপ্ত

তুষার যাত্রা-১

বিগত একটা বছর ধরে
'আংকেল' ছদ্ম নামে সোভিয়েত পলিট ব্যুরোর
এক প্রভাবশালী সদস্য
গোপনে তথ্য পাচার করছেন
খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে।

বেশ। ভালকথা। করুন। তাতে আমাদের কি?

কিন্তু হঠাৎ যখন ধরা পড়ার ভয়ে রাশিয়া থেকে
পালাবার প্রয়োজন পড়ল, ঠিক তখনই জানা গেল
অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের নেট-ওয়র্ক নেবুলাসের কথা
আর গোপন নেই কে. জি. বি-র কাছে।
হাতে রয়েছে মাত্র চারদিন।
এত অল্প সময়ে লৌহ-যবনিকার ওপার থেকে কাউকে
উদ্ধার করা অসম্ভব এক কাজ।
অসম্ভব। কাজেই অ্যাডমিরালের মনে পড়ল রানার কথা।

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী